গুন্ডা

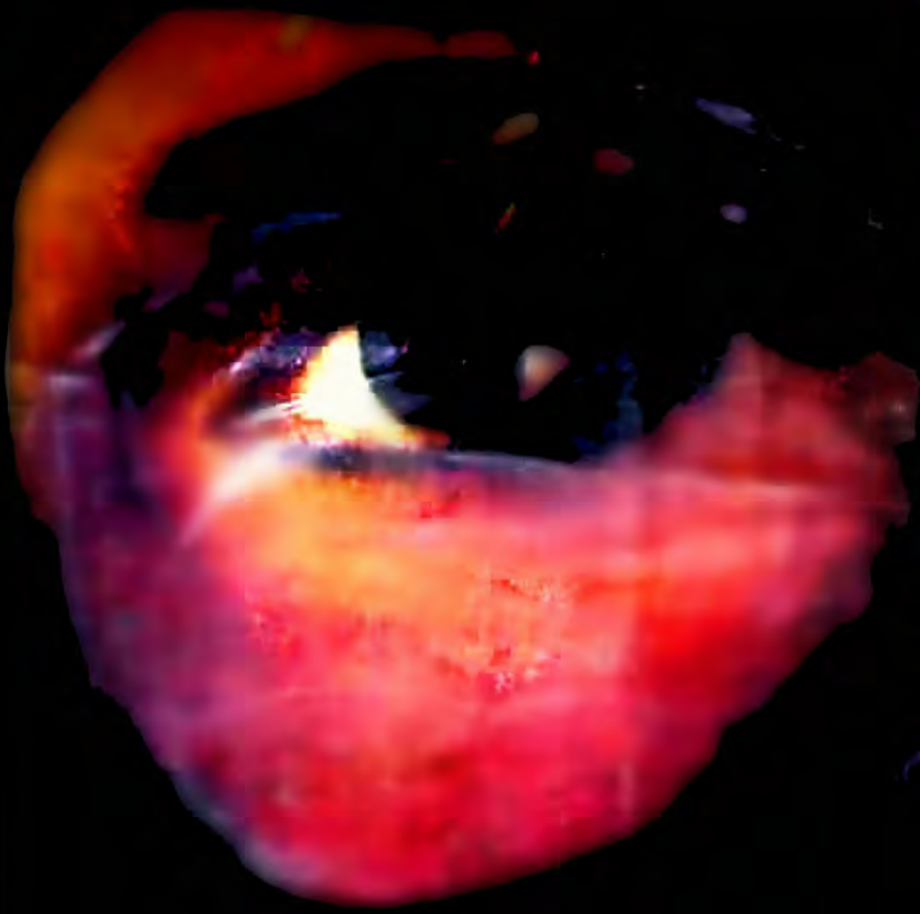

সেলিম হোসেন টিপু

সেবা প্রকাশনী

banglabooks.in

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

গুণ্ডা

সেলিম হোসেন টিপু

ধ্যানী নিহুর এক যুবক—
রুক্ষ রূঢ় আচরণই তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।
এলো বন্ধু-হত্যার প্রতিশোধ নিতে—
কিন্তু নিজেই জড়িয়ে গেল বিপদে।
ঘটতে লাগলো একের পর এক ঘটনা, দুর্ঘটনা।
আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ছে গুত পেতে থাকা ঘাতক।
আর মেয়েটাও যেমন, শুধুশুধুই ঝগড়া বাধায় ওর সাথে।

শেষমেষ প্রচণ্ড মার খেয়ে পড়ে রইল সে,
অথচ মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গেছে তৃতীয় পক্ষ।
এমন উপায়!
খুনীকে কি ধরা যাবে আদৌ?
আসলে এসব কি ঘটছে? কেন?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম : ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৮৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শরাফত খান

মুদ্রণ :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

GUNDA
by : Selim Hussain Tipu

এক

ঢাকা শেরাটন।

বারের দরজার কাছে একটা টেবিলে একা বসে আছে মেয়েটা। সামনে আধগ্লাস কোকা-কোলা। বাকি আধগ্লাস শেষ করতে আধ-ঘণ্টা নিয়েছে ও। বিরক্ত হয়ে একটা সিগারেট বের করলো। এই সময় দরজাটা খুলে গেল। ঠোঁটে সিগারেট নিয়ে লাইটারটা উঁচু করে ঘাড় বেঁকিয়ে দরজার দিকে তাকালো মেয়েটা। জানে—এটা একটা ভালো পোজ।

গোড়ালী ঢাকা কেড্‌স্‌, গ্যাবাডিনের ঢোলা প্যাণ্ট, লাল টকটকে গেঞ্জির ওপর খয়েরি জ্যাকেট পরা লম্বা হালকা পাতলা শরীর নিয়ে ভেতরে ঢুকলো উজ্জ্বল চেহারার ফুর্তিবাজ এক যুবক। আঙুলের ফাঁকে ধরা হাতে বানানো একটা সিগারেট থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মেজাজ খিঁচড়ে গেল মেয়েটার। এসব ফটকাবাজদের খুব চেনা আছে ওর, একটা ফুটো পয়সাও থাকে না পকেটে।

ভেতরে ঢুকে একবার মেয়েটার দিকে চাইলো যুবক। তারপর চারদিকে নজর বুলিয়ে আবার তাকালো ওর দিকে, যেন চেনার চেষ্টা করছে। এগিয়ে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়ালো, বাঁ হাত জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়েই বের করে এনে মেয়েটার সিগারেটের মাথায় ধরে

খুট্ করে লাইটার জ্বাললো। সিগারেট ধরে উঠতে লাইটারটা পকেটে রেখে বললো, 'বসতে পারি ?' তারপর জবাবের অপেক্ষা না করেই একটা চেয়ার টেনে সটান বসে পড়ে খোশমেজাজে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো। চুটকি বাজিয়ে বেয়ারা ডেকে মেয়েটার অনুমতি না নিয়েই দুটো জিনের অর্ডার দিলো।

আহ্, জিন! নরম হয়ে এলো মেয়েটার চোখের দৃষ্টি। হতে পারে এ কোনো বড়লোকের বখে যাওয়া একমাত্র ছেলে কিংবা নিজেই কোনো উঠতি বড়লোক, তরুণ ব্যবসায়ী। ঠোঁট লম্বা করে মৃদু হাসলো ও ছেলে কিংবা লোকটার দিকে তাকিয়ে। খুশি হয়ে থুতনিতে খস্‌মস্ করে হাত ঘষলো যুবক।

'সো, মিস্টার ? আপনার কোনো উপকার করতে পারবো মনে হচ্ছে ?'

'অলরেডি করে ফেলেছেন। সন্ধোটা ভীষণ একা লাগছিল।'

জিন এলো। বড় একটা চুমুক দিয়ে দুহাতে গ্লাসটা পাকাতে লাগলো যুবক।

'আপনার মতো লোকের তো একা লাগার কথা না!' মন থেকেই প্রশংসা করলো মেয়েটা। ছোট্ট করে চুমুক দিলো গ্লাসে।

'না, মানে···,' ভ্রূ কুঁচকে উঠলো লোকটার। তারপর খানিক ভেবে নিয়ে বললো, 'আসলে একটা লোককে খুঁজছিলাম আমি, বিজনেস পারপাস। কিন্তু হঠাৎ শুনলাম ও মারা গেছে। ওর নাম ফখরুদ্দিন।'

'ফেকু ? ফেকুর কথা বলছেন না তো ?' গলার স্বর পাল্টে গেল মেয়েটার।

'হ্যাঁ, ফেকুই তো! কেন, চেনেন নাকি আপনি ?'

বড় করে চুমুক দিলো মেয়েটা, 'কেন শোনালেন আমাকে ঐ নাম!'

ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে রইলো লোকটা।

'আপনিও কি ওর মতোই···মানে, ইয়ে···গ্যাংস্টার না তো?'

'আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না!'

আবার চুমুক দিলো মেয়েটা। কী যেন ভাবছে গ্লাসের দিকে চেয়ে। 'জানেন,' ওভাবেই বললো ও, 'ঐ গুণ্ডাপাণ্ডাদের একদম সহ্য করতে পারি না আমি। আর ঐ ফেকু তো ওয়ার্স্ট অভ দেম। হুঁ-হুঁ, মাস্তান! গুলি খেয়ে চিৎ হয়ে মরে পড়ে রইলো রাস্তায়, লাইক এ স্ট্রীট ডগ; কোথায় গেল বাহাদুরি?'

'কে মারলো ওকে?'

'কে আবার মারবে; ও কি কম লোকের সাথে শয়তানি করেছে! দিয়েছে কেউ ল্যাং মেরে সুযোগমত। এরা তো এভাবেই মরে।'

ভ্রূ কুঁচকে সিগারেট টানছে যুবক।

'ভেবেছিলাম পালের গোদাটা মরেছে, এবার বুঝি একটু শান্ত হবে পরিবেশ।' গ্লাস খালি করলো মেয়েটা। তিক্তস্বরে বললো, 'সে আর হলো না।'

'কেন?' মেয়েটার গ্লাস আবার ভরে দিতে ইশারা করলো যুবক।

'কারণ জাকি।'

'মানে!'

'জাকিকে চেনেন না, তাইতো? দ্যাট্স্ অ্যানাদার পিগ। ফেকুর চেয়েও বড় পাণ্ডা। যদিও ফেকুর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, তবুও, শুনেছি চীজ একখান,' মুখ বিকৃত করলো মেয়েটা, 'ছোটবেলা থেকেই পাইপ নিয়ে ঘোরে, হারামির হাড্ডি যাকে বলে। এবং এই

জাকি আসছে ফেকুর খুনের বদলা নিতে।'

'তাই নাকি ?'

'ঠিক তাই, চোরে চোরে···বুঝতেই পারছেন। তাছাড়া ছোট-বেলা থেকেই একসঙ্গে মানুষ···মানে অমানুষ হয়েছে ওরা, দুজনে শেয়ারে গুণ্ডামি করতো, সামান্য কারণেই লোকজনের মাথা ফাটাতে হাত কাঁপতো না। এছাড়া বিশা নামে আর এক পাণ্ডার তখন একটা নামকরা গ্রুপ ছিলো। ওরা ফেকু-জাকিদের সরাসরি ব্যাকিং দিতো।'

'অনেক কিছুই জানেন দেখি আপনি !'

হঠাৎ একসাথে অনেকটা জিন গিলে ফেললো মেয়েটা। চোখ-দুটো ঘোলাটে লাগছে। 'ঐ বাস্টার্ড ফেকু আমার বড় বোনের সর্ব-নাশ করেছে। একসময় ও ফেকুর প্রেমে পড়ে যায়, কিন্তু ফেকু ওকে এক রাতে মারধোর করে তাড়িয়ে দিলো।' প্রায় ফিসফিস করে বলছে ও, 'তারপর ও ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। ব্লাডি সোয়াইন, সান অফ এ বীচ···' আবার ও চুমুক দিলো গ্লাসে। 'আর এই জাকি, এ আরো এককাঠি সরেস। ফেকুর চেয়েও জঘন্য, নরকের কীট। অনেকদিন আগে ফেকুর হাতে ময়দান ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গিয়েছিল, নিশ্চয়ই আরও বড় কোনো বদমায়েশির ধান্দায় !'

'আচ্ছা !'

'তাছাড়া আর কি ?' একটু তিক্ত হাসলো মেয়েটা। 'অবশ্য এ-ও একদিক দিয়ে মন্দ নয়।'

'কি রকম ?'

'জাকির সাথে বোঝাপড়া হওয়ার আগে এখানকার খোকাবাবুরা

আপাতত আর কোনো হাউকাউ করবে না, ঘাপটি মেরে থাকবে।'

'একই তো কথা।'

'তা ঠিক, তবে ওরা আগে জাকিকে মাপার চেষ্টা করবে। যদি সত্যিই ও বিরাট কিছু হয় তাহলে অবশ্য ঝটপট ফেলে দেবে, তা না হলে কেউ ওকে পাত্তাই দেবে না, যতক্ষণ না ও নিজে কিছু ঘাপলা বাধায়।'

'তো চলছে না কেন গাড়ি?'

'লাইন ছাড়া চলবে কেমনে?' মুচকি হাসলো মেয়েটা, 'আসলে কেউ কোনো লাইন পাচ্ছে না। বুঝতেই পারছে না জাকি আসলে কত বড়। ধরুন এমন যদি হয়—বিরাট এক গ্যাঙ নিয়ে হাজির হলো জাকি?' গ্লাস শেষ করে ফেললো মেয়েটা।

'ওটা আসলে কোনো নিয়ম হলো না।'

হাসলো ও, 'ঠিক বলেছেন। আসলে যে জন্যে ওরা জাকিকে বেশি ভয় পাচ্ছে সেটা হলো, শোনা গেছে ও নাকি একটা খুনে উন্মাদ, মানে খুন করে আনন্দ পায় আর কি…'

'বুঝতে পারছি।'

'ঐ আর কি, দুম্ করে ঢুকে পড়ে সব তছনছ করে দিয়ে একের পর এক ফেলে দেবে যারা ফেকুর গায়ে হাত দিয়েছে—এইসব, এবং হয়তো সে পারবেও, কিছুই বলা যায় না—হি-হি-হি…' একটা হেঁচকি তুললো মেয়েটা। বলতে লাগলো, 'মরুকগে শুয়োরের বাচ্চারা! আসুক জাকি, লাগুক মারামারি, ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাক সব। ফেকু মরেছে প্রাণটা জুড়িয়েছে আমার, এবার বাকিগুলোও মরুক। যখন দেখবো ঐ জাকিও রাস্তার ধারে চিৎ হয়ে মরে পড়ে আছে, তখন—ফেকুর লাশের ওপর যেমন দিয়েছিলাম—একদলা থুতু ছিটিয়ে

দেবো জাকির ওপরেও।'

'খুব শক্ত কথা বলে ফেলেছো খুকি,' বললো যুবক সম্বোধন পাল্টে।

'খবরদার, 'খুকি' বলবেন না আমাকে। ঐ শয়তান ফেকু আমাকে তাই বলে ডাকতো। কেউ কক্ষনো 'খুকি' বলবে না আমাকে কোনো দিন!'

'আমি তোমাকে তাই বলে ডাকবো, খুকি।'

'কোন্ নওয়াবের বাচ্চা আপনি শুনি? মনে করেছেন…'

'জাকি,' লোকটা বললো, 'আমার নাম জাকি,' ধীরে সুস্থে গ্লাসটা শেষ করে টেবিলে নামিয়ে রাখলো সে। তাকালো মেয়েটার দিকে, 'নাম কি তোমার?'

'সুরাইয়া আখতার।' প্রায় ফিসফিস করে বললো ও, মুখটা সামান্য হাঁ হয়ে গেছে। ভয় পেয়েছে।

'থাকো কোথায়?'

'আজিমপুর, চারনা বিল্ডিঙে। দেখুন…আমি যা বলেছি…' নেশা ছুটে গেছে ওর।

'দ্যাট্স্ ওকে, সুরাইয়া।'

থুতনি কাঁপছে মেয়েটার, 'মাঝে মাঝে কি যে হয় আমার, মুখ ছুটে যায়, মানে…।'

'বুঝেছি।'

'আমি এতক্ষণ যা বলেছি…,' ঢোক গিললো ও।

'ওগুলো তুমি মীন করোনি, তাই?'

হঠাৎ করেই সব আতঙ্ক দূর হয়ে গেল মেয়েটার, রুক্ষ কঠিন হয়ে উঠলো চেহারা, 'যা বলেছি মীন করেই বলেছি!' জোর দিয়ে বললো

ও।

চৎমকার একটা হাসি উপহার দিলো যুবক। 'সেটাই নিয়ম, খুকি, যা বলবে বলার জন্যেই বলবে।'

কিছুক্ষণ অদ্ভুতভাবে ওর দিকে চেয়ে রইলো সুরাইয়া। ভুল করে খালি গ্লাসটাতেই চুমুক দিয়ে ঠকাস্ করে টেবিলে রাখলো। ভ্রূ কুঁচকে আরো কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মাথা নাড়তে লাগলো। 'জাকি হিসেবে আপনি বড় বেশি নিরীহ। গো-বেচারা। নাহ্, জাকি হতেই পারেন না আপনি। জাকি হলে এতক্ষণে আমাকে ছাতু বানিয়ে ফেলতো। ও কক্ষনো গালাগালি সহ্য করবে না। আর ছুঁড়িদের এত বেশি বকবক করা একদম দেখতে পারে না ও—আমি এতক্ষণ যা করলাম। কিন্তু,' সম্বোধন পাল্টে ফেললো ও, 'তুমি তো এত সহজে পার পাবে না, চাঁদ। তোমার ঐ থোতা মুখ ভোঁতা করে দেয়ার ব্যবস্থা আমি করবো। বাজারে ছেড়ে দেবো, এক নাদান বেকুব ঝামেলা খুঁজে বেড়াচ্ছে। নিজেকে জাকি বলে ভাবছে আজ-কাল।'

'তাই করো।' লোকটা বললো, 'সবকিছু খুবই মজার হবে তখন।'

'খুবই মজা হবে গো!' ক্রূর হাসি হাসলো মেয়েটা, 'শোনো, নওজোয়ান বে-ইয়াকুব, তুমি যদি জাকিই হবে তাহলে পাইপ কোথায় তোমার? পাইপ বোঝো? জাকি দিন-রাত হাতের নিচে একটা পাইপ বয়ে বেড়ায়, আর খুঁজতে থাকে মেরে ফেলার মতো একটা লোকও যদি পাওয়া যায়। এমনকি ওটা লুকিয়ে রাখারও প্রয়োজন বোধ করে না, বুঝেছো, চান্দু?'

মুখ টিপে হাসলো লোকটা, উঠে দাঁড়িয়ে মানিব্যাগ বের করলো, একটা পাঁচশো টাকার নোট বের করে টেবিলে রাখলো। 'বিলটা

দিয়ে দিও,' বলে মেয়েটার দিকে চাইলো ও।

আতঙ্কে চোখ বেরিয়ে আসছে সুরাইয়ার, নড়াচড়ার সময় জ্যাকেটের ভেতর দিকে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো '৩৮ পাইপটা দেখে ফেলেছে ও।

'ওদের বলতে ভুলো না যেন!' এখন আর ঢিলেঢালা হালকা নয়, দৃঢ় জোরালো পদক্ষেপে গট্‌গট্‌ করে বেরিয়ে গেল জাকি।

দুই

মতিঝিলে ঢোকার মুখেই পড়ে বিল্ডিংটা। তিনতলায় আধুনিক ধাঁচের একটা অফিসে আলো জ্বলছে। নিচে সিঁড়িতে লেখা চার্ট বলছে এটা শরীফ অ্যাটর্নির অফিস। কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো জাকি। সামনে একটা দরজায় পেতলের নেমপ্লেটে লেখা: শরীফ মোহাম্মদ। জাকি এগিয়ে যেতেই পথ আগলে দাঁড়ালো বেয়ারা, 'কারে চান?'

'শরীফ।' বুড়ো আঙুল দিয়ে বন্ধ দরজা দেখালো জাকি।

'সারে অখনে দেখা করবো না।' গোস্‌সা হয়েছে সে তার স্যারের নাম ওভাবে বলায়।

'করবে।'

'কইলাম তো করবো না, পাঁচটায় অফিস বন অয়া গেছে, সারে

এখনে জরুলি কামে ব্যস্ত আছে।'

'এখনি করবে।'

'হারি মর ঝালা, কইতাছি…'

'কি হয়েছে, মতি?' পেছন থেকে একটা মোলায়েম গলা শোনা গেল। কিন্তু কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় ওটাকেই একটা ধমক মনে হয়।

'সারের লগে দেহা করতে চায়,' ইশারায় জাকিকে দেখালো বেয়ারা।

'কিন্তু এটা তো অফিসটাইম নয়, দেরি করে ফেলেছেন বললেও ভুল বলা হবে।' কব্জি উঁচু করে চোখের সামনে ধরলো লোকটা। 'প্রায় ন'টা বাজে, এই সময়…'

ধীরে ধীরে ঘুরলো জাকি। তেমন বদলায়নি লোকটা, তেমনি শক্ত ঝানু মারমুখী চেহারা, তবে দৃষ্টি আগের চেয়ে অনেক পরিশীলিত হয়েছে, থ্রি-পিস স্যুট চমৎকার মার্জিত অভিব্যক্তি দিয়েছে। খুবই কাজের লোক।

'কেমন আছো, মও?' মামু, সংক্ষেপে মও বলেই ডাকতো একে জাকি।

শুধু চোখ কোঁচকালো লোকটার, মুখ নয়। কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করছে, মুহূর্তের জন্যে কাঁধটা শক্ত করেই ঢিলে করে দিলো। 'কে,' বললো ও।

'চিনতে পারছো না?' একটু হাসলো সে, 'আমি জাকি। শরীফকে বলো জাকি এসেছে।'

মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল ওর চেহারা, ঝিলিক দিয়ে উঠলো চোখ এবং দাঁত। হাসছে মও।

'চিনতে পারছি,' মাথা ঝাঁকাচ্ছে ও, 'অনেক বদলে গেছো।'

কাঁধ ঝাঁকালো জাকি, 'আমরা সবাই বদলাই।'

'ভেতরে চলো।' দরজা ধরে ঘুরে দাঁড়ালো ও, 'জাঁদরেল হয়েছে আগের চেয়ে।'

'জাঁদরেল। চমৎকার শব্দ।'

'হ্যালো, শরীফ!' সোজা শরীফের টেবিলের সামনে গিয়ে থামলো জাকি। গোলাকার মাথায় এতবড় টাকটা ছিলো না, তবু চিনতে কষ্ট হয় না ওকে।

চমকে উঠলো শরীফ, বিরাট রিভলবিং চেয়ারটায় হেলান দিয়ে কি একটা কাগজ দেখছিল, ঝট করে সোজা হয়ে বসলো। তারপরেই কি করে যেন চিনে ফেললো, উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলো 'আরে আরে, জাকি! কেমন আছো?'

বাড়ানো হাতটাকে উপেক্ষা করলো জাকির গালের এক দিকের বাঁকা হাসি। 'এত খুশির কারণ কি?' বললো ও, 'নাকি ভান করছো?'

সেয়ানা! হাসিটা ধরেই রাখলো, বাড়ানো হাত দিয়ে বসতে ইশারা করে নিজেও বসে পড়লো।

বসলো না জাকি, পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঘরের চারিদিক দেখতে লাগলো। 'সাধারণ একজন বাটপার হিসেবে ভালই উন্নতি করেছো,' বললো ও।

'জাকি...'

'একটা মামুলি ক্রিমিনাল থেকে টাউটগিরি করে অনেক ওপরে উঠেছো। কিন্তু মানুষের স্বভাব তো বদলায় না। আমি শিওর— আগের মতই ছ্যাঁচড়া রয়ে গেছো তুমি। ছ্যাঁচড়ামি করে...'

'জাকি শোনো…'

'চোপ! একদম চুপ করে থাকবে আমি কথা বলার সময়।' চাবুকের মতো হিসহিসিয়ে উঠলো জাকি।

'অনেকবার চোদ্দশিকের হাত থেকে বাঁচিয়েছি তোমাকে, জাকি!'

'সুদে আসলে তার বদলাও নিতে ছাড়োনি। আর সবকিছুর জন্যে তুমি…তোমরাই দায়ী। আমাদেরকে ক্রিমিনাল বানিয়েছো তুমিই। তাছাড়া, আমরাও কি কম করেছি! মনে পড়ে '৭৭-এ এইট মিলিমিটার প্রোজেক্টরসহ তোমাকে বেঁধে রেখেছিল ভূতের গলিতে, আমি আর ফেকু ছাড়িয়ে এনেছিলাম? আর একবার হাজারীবাগে—ছাতু করে ফেলতো তোমাকে—জানে বাঁচিয়েছিলাম আমরা। মনে নেই সেসব?'

চোখ পিটপিট করলো শরীফ।

'যাক সেকথা, তোমার কাছে কেন এসেছি জানো নিশ্চয়ই?'

এইবার মুচকি হাসি হাসলো শরীফ, 'আমি ছিলাম ওর লিগাল-এডভাইজার।'

'হুম্।' পা দিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো জাকি, 'কিছু বলার আছে তোমার?'

'ফেকুর থাকার বাড়ি আর ক্লাব হাউসটা তুমি পাচ্ছো। অবশ্য অনেক আগেই তোমার নামে রেজিস্ট্রি করা হয়েছে এগুলো। কিন্তু,' উদ্বেগ ফুটলো ওর চেহারায়, 'বাকি সব সম্পত্তি বেহাত হয়ে যাচ্ছে। যে যেভাবে পারবে লুটেপুটে খাবে সব—আমি কিছুই করতে পারবো না।'

'কেন?'

'ওর কোনো উত্তরাধিকারী নেই।'

'বেরিয়ে পড়বে ঠিকই।'

'নাহ্, একটা আত্মীয়-স্বজনও পাওয়া যাচ্ছে না।'

ভ্রূ কুঁচকে উঠলো জাকির, তাহলে!

'কী কী ছিলো ওর?'

'ফখরুদ্দীন ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস, ঢাকা চট্টগ্রাম রুটে ছ'টা বাস ননস্টপ সার্ভিস দেয়। দেশের সবচেয়ে বিলাসবহুল কোচ ওগুলো। আর আছে আটটা ট্রাক।

'মিডল ইস্টে "ফ্রুটস অ্যাণ্ড ভেজিটেবল" সাপ্লাই দেয়ার একটা এজেন্সিতে আধাআধি শেয়ার; "ঢাকা ব্যাংক"-এর প্রায় ত্রিশ লাখ টাকার শেয়ার, হাজারীবাগে "দি গুড ট্যানারি"র আধাআধি শেয়ার এবং এইরকম আরও অনেকগুলো ছোটখাটো শেয়ার।

'লোন নিয়ে করেছে একটা গার্মেন্টস ইণ্ডাস্ট্রি, যাত্রাবাড়ির "জল-পরি" সিনেমা হল আর মতিঝিলে একটা ৩২-তলা বিল্ডিঙের কন-স্ট্রাকশন চলছে। এই ধরনের আরও অনেক কিছু।'

'হুম্‌ম্। কোনো উত্তরাধিকারী না থাকলে কী হবে?'

'সরকারি সম্পত্তি হয়ে যাবে সব।'

উঠে দাঁড়ালো জাকি, 'চিন্তা ক'রো না, এতবড় সম্পত্তি—কেউ না কেউ ক্লেইম করবেই। হয়তো সম্পত্তির জন্যেই খুন হয়েছে ও। ধৈর্য ধরো, আপনিই পরিষ্কার হয়ে যাবে সব।'

শরীফও উঠে দাঁড়ালো চিন্তিতমুখে। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলো ও, 'আর হ্যাঁ, একটা জিনিস দেখানো দরকার তোমাকে।' ড্রয়ার খুলে একটা ফাইল বের করলো ও, তার ভেতর থেকে একটা পেপারকাটিং নিয়ে এগিয়ে দিলো জাকির উদ্দেশে।

'গুণ্ডা এবং গুণ্ডামি' শিরোনামে আব্দুল্লাহ আবু সালেহ্'র

রিপোর্ট। আগেই দেখেছে জাকি। খবর কিছুই নেই, শুধু একজন মানুষের ঘৃণা ছাপার হরফে আঁকা হয়েছে। এমন একজন মানুষ যে খুব একটা মোলায়েম করে ভদ্র ভাষায় কিছু বলতে জানে না। এমন একজন মানুষ যে পৃথিবীতে তিনজন লোককে ঘৃণা করে—ফেকু, জাকি আর সে নিজে।

'হুম্, সালে আমাকে একদম সহ্য করতে পারে না।'

'সাবধানে থেকো, ওর ধারণা ফেকুকে তুমিই খুন করেছো।'

আগুন চোখে তাকালো জাকি, 'ওর ধারণা ভুল। সাবধান করে দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।'

প্রেস ক্লাবে সালের দেখা পাওয়া গেল। ফোনের সামনে বসে আছে। বোধ হয় কারো ফোনের অপেক্ষায় আছে।

সালে।

আব্দুল্লাহ্ আবু সালেহ্।

বেচারা বড় অভাগা। মুক্তিযুদ্ধের সময় ওর সাংবাদিক বাপ নিখোঁজ হন। সালের তখন বারো বছর বয়েস, আর ওর ছোট বোনের পাঁচ। সংসারের হাল ধরতে গিয়ে ওর মা একটা ট্রাভেল এজেন্সিতে চাকরি নিলেন। তখনি কিছু খারাপ লোকের পাল্লায় পড়ে গেলেন তিনি। সময় বয়ে চললো, কিন্তু দুর্নাম হয়ে গেল খুব। আরও কয়েকজন মহিলার সাথে সর্বস্তরে বর্জনীয় হিসেবে চিহ্নিত হলেন তিনি। চাকরিটাও গেল। আগেও কিছু কিছু যোগাযোগ ছিলো, এবার পুরোপুরি জড়িয়ে পড়লেন স্মাগলিঙে। কিন্তু কপাল মন্দ। পরের বছর ব্যাংককের এক অখ্যাত হোটেলে দুজন বিদেশীর সাথে তাঁর লাশ পাওয়া গেল। তিনজনকেই কেউ গুলি করে মেরে

রেখে গেছে।

তীব্র বিতৃষ্ণা আর প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে অবশেষে ছোট বোনের হাত ধরে সমাজের মুখোমুখি হলো সালে। পুরনো ঢাকায় একটা বাসা ভাড়া নিলো। বাবার বন্ধুদের ধরে প্রুফ দেখার কাজ নিলো একটা দৈনিকে। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলো। তখন থেকেই মাঝে মাঝে লিখতো ও। এবং ওর লেখার বিষয়বস্তু সব সময়ই অপরাধ এবং অপরাধী। উত্তরাধিকার সূত্রে লেখার হাতটা ভালোই পেয়েছে, এবং এই সাথে প্রাণের সব ঘৃণা এসে মিশতো বলে বড় তীব্র হতো তার ভাষা।

এই সময়েই জাকি-ফেকুদের সাথে পরিচয়। স্বভাবতই ওদেরকেও দু'চোখে দেখতে পারতো না সালে, কিন্তু ওরা বরং মজাই করতো ওকে নিয়ে। উর্দুতে 'সালে' অর্থ শ্যালক, তাই ফেকুরা মাঝে মাঝে ঢাকাইয়া উর্দুতে কথা বলতো ওর সাথে। পরে নানান কারণে ওদের সাথে সম্পর্কটা তিক্ততার চরমে ওঠে।

'আরে, সালে, ক্যায়সা হো তুম?' বলে কাঁধের ওপর আস্তে একটা চাপড় মারলো জাকি।

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়িয়ে গেল সালে, 'হারামজাদা, ঠিকই এসে হাজির?'

জিভ কাটলো জাকি, 'ছি ছি, এসব খারাপ শব্দ তোমার মুখে মানায় না দোস্।' পা দিয়ে একটা টুল টেনে বসে পড়লো, 'এই যেমন আমি এখন খামোখাই তোমাকে শুয়োরের বাচ্চা বলতে পারি, কিন্তু তুমি তাতে বড়জোর অসভ্য বলে গালি দিতে পারো। বুঝলে না?' চোখ টিপলো ও, 'প্রতিষ্ঠিত একজন সাংবাদিক তুমি।' পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করে ধীরে-সুস্থে একটা

সিগারেট বানাতে লাগলো।

'চব্বিশ টাকা আট আনা, বের করো জলদি!' হাত পাতলো সালে।

'কিসের? এই টুলের ভাড়া?'

'পাই তোমার কাছে!' দাঁত কিড়মিড় করে হাতটা আর একটু এগিয়ে দিলো সালে।

'কিসের?...ওহ্ হো হো হো...,' মনে পড়ে গেছে জাকির।

সাত বছর আগের ঘটনা।

ও একাই ছিলো সেদিন। কাল্লু মিয়ার হোটেলের সামনে দিয়ে যেতে যেতে বিরিয়ানির ঘ্রাণটা খুব উপাদেয় লাগলো, ব্যাস, ঢুকে পড়লো ভেতরে। পকেটে পয়সা নেই, তাতে কি, বাকি দিতে ইতস্তত করবে না কাল্লু। প্রচণ্ড ভয় পায় ওদেরকে। তো, খেলো জাকি, ভালো করেই খেলো। খাওয়ার পরে আবার একটা কোকা কোলাও নিলো। উঠে আসবে, এই সময় হঠাৎ সালে ঢুকলো। এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে নিবিষ্ট মনে সদ্য লেখা একটা রিপোর্ট দেখতে লাগলো।

ওকে দেখেই একটু মজা করতে ইচ্ছে হলো জাকির। উঠে ক্যাশ কাউন্টারে গেল ও। কাউন্টার থেকে সালের টেবিলটা বেশ একটু দূরে। কাল্লু হাঁক দিতেই বেয়ারা জানালো চব্বিশ টাকা আট আনা হয়েছে।

কাউন্টার থেকেই গলা চড়িয়ে সালেকে ডাকলো জাকি। চমকে সালে এদিকে ফিরতেই ইশারায় কাল্লুকে দেখালো যেন কাল্লু ওকে ডাকছে। ব্যাপারটার কিছুই বুঝলো না সালে, ভাবলো আবার কোনো একটা ফাজলামো শুরু করেছে, তাই খুব রাগ হয়ে গেল ও।

'জাহান্নামে যাও' বলে হাত দিয়ে ইশারা করলো—বোধহয় জাহান্নামের দিকেই, (কিন্তু কথাটা এতদূর থেকে শোনা গেল না ভালোমত) তারপর আবার হাতের কাগজটা দেখতে লাগলো।

ব্যাস, নিরীহ মুখ করে কাল্লুকে বললো জাকি বিলটা ঐ ভদ্রলোক দিয়ে দেবে। কাল্লু মিয়া ভাবলো ওই লোক জাকির ডাকে সাড়া দিয়েছে, এবং ওকে চলে যাওয়ার জন্যে ইশারাও করেছে। কাজেই ও আর কোনো উচ্চবাচ্য করলো না। পট থেকে নিয়ে মৌরি চিবাতে চিবাতে বেরিয়ে গেল জাকি।

'সেই কাল্লু মিয়ার বিল? এক্ষুণি দিয়ে দিচ্ছি।' হাসতে হাসতেই মানিব্যাগ বের করে টাকাটা পরিশোধ করলো জাকি।

গুণে গুণে পকেটে ভরলো সালে, 'কসম খেয়েছিলাম আদায় করবোই।' বললো আবার।

'সুদ মাংতা?'

'বেশি নাপ্‌তানি মেরো না, শালা চুতিয়া। তোমার লাশের কাছে থেকে টাকাটা নিতে হবে মনে করেছিলাম।'

'যাই হোক, দোস্ত, টাকা তো পেলে, নো হার্ড ফিলিংস্?'

'তোমার ওপর কোনো ফিলিংস্-ই নাই আমার। তোমার মতো একটা হতভাগাকে করুণা ছাড়া আর কিইবা করতে পারে লোকে। যাক সে কথা। কি চাও এখানে?'

'তোমার কাছেই এসেছি। তুমি জানো আমি কেন ফিরে এসেছি?'

মাথা ঝাঁকাতে লাগলো সালে, 'জানি বলেই মনে হয়। আর ব্যাপারটায় আমার উৎসাহ আছে কারণ তোমাকে ভাকাট্টা ঘুড্ডির মতো ঝুলিয়ে দেয়া যায় এমন কিছু পেয়ে যাবো বলে মনে হচ্ছে।'

'হাঃ হাঃ হাঃ, বলো তো দেখি, কেন এসেছি।'

'ফেকুর রাজত্বটা চাও তুমি, উত্তরাধিকারসূত্রে এটা তোমারই প্রাপ্য। একপাল খুনে বদমাশ, মারপিটের জন্যে মুখিয়ে আছে, করাপশান যাদের অস্থিমজ্জায়—এইরকম বাক্সদের মতো একটা গ্রুপ খুবই লোভনীয়···অন্তত তোমার কাছে। তাছাড়া ব্যবসাপাতি, বিল্ডিং, ক্লাব ইত্যাদি সব কিছুই তোমার দরকার, তাই না? এবং তোমার মতো একটা হারামজাদার পক্ষে এগুলো খুবই মানানসই।'

'তুমি শিওর এজন্যেই এসেছি আমি?' অনেকক্ষণ ওর দিকে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করলো জাকি। গালের একদিকে একটা হাসি বড় হচ্ছে ওর।

'হ্যাঁ, মোর দ্যান শিওর। সাত বছর তুমি ঢাকায় ছিলে না। কোথায় ছিলে? এই সময় ফেকু অনেক বড় হয়েছে। চুরি, ডাকাতি, জোচ্চুরি যাই করুক না কেন পয়সাগুলো কাজে লাগিয়েছে, সত্যি-কার অর্থেই একটা রাজত্ব বানিয়ে নিয়েছে। কম নয় ব্যাপারটা—লাখ লাখ টাকার কারবার এবং বিরাট একটা গ্যাঙ।' মাথা ঝাঁকাতে লাগলো ও, 'তবে তুমি রাখতে পারলে হয়, খুন খুব বিশ্রী ঠোকর। এবং প্রমাণ করা খুব সোজা।'

হাসিটা মুছে গেল জাকির। বললো, 'শোনো, উল্লুকের বাচ্চা উজবুক। আমি ঐ টাকার জন্যে আসিনি, ঐ বাইনচোত গ্রুপ দিয়েও আমার কোনো দরকার নেই; ওদের কক্ষনো ব্যবহার করবো না আমি। ফেকুকে আমি মারিনি, মাথা মোটা কচ্ছপ! এমনকি ওগুলো চাইলেও ফেকুকে মারার দরকার ছিলো না। ও আমার কেমন বন্ধু ছিলো জানো না তুমি? আমি চাইলে ও এমনিই সব দিয়ে দিতো। তাছাড়া আমি যদি এগুলো চাইতামই তবে ও থাকলেই আমার সুবিধে হতো এটা বোঝো না?'

হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে একটা নার্ভাসনেস কিংবা ভয় ফুটে উঠলো সালের চেহারায়, ব্যাপারটা ঠিক বুঝলো না জাকি।

'তাহলে কেন এসেছো ?'

'এসেছি একটামাত্র কারণে, একজন লোককে খুঁজছি আমি। ফেকুকে গুঁতো মেরেছে লোকটা। ব্যাস, আর কিচ্ছু না। ঢুকেছে মাথায় ?'

মাথা ঝাঁকালো সালে। কি যেন চিন্তা করছে। 'আচ্ছা, রক্ত চাও তুমি! একটা খুন করার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছো, তাই না ? ঠিক আছে, খোঁজো তাকে, আমি তোমার সাথেই আছি। আমি চাই তুমি তাকে খুঁজে পাও এবং খুন করো। যাতে তোমার জন্যে একটা ফাঁসির দড়ির পারমিট পাওয়া যায়। ফেকুর ছায়ায় এহেক্-সে এহেক্ মাস্তান গজিয়েছে, কুকীর্তিতে জুড়ি নেই ওদের। আর বুঝতেই পারছি ওদের থেকে অনেক সরেস মাল তুমি। তো, ধরো ওদেরকে, ফেলে দাও গুঁতো মেরে। সমাজের মুখের এই দগদগে ঘা এভাবেই মুছে যাবে। তারপর তোমার পালা, তার জন্যে তো আমি আছিই,' দুহাত ঘষতে লাগলো ও। আবার কি যেন চিন্তা করলো, বললো, 'একটা কথা, সাত বছর আগেও তোমরা ঢাকা শহরকে কাঁপিয়েছো, তবুও সামান্য একটা চুনোপুটিই ছিলে তুমি। এখন নিজেকে কী মনে করো, রাঘব বোয়াল ?'

'মনে করি না, বুঝতে পারি। তার চেয়েও বড় মাছ আমি। সত্যিই।'

'ফেকুর চেয়েও বড় ?'

'ঢের।'

কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মাথা ঝাঁকালো সালে, 'আমারো তাই মনে

হয়। যাই হোক, তোমার সাথে আছি আমি।'

'সত্যিই আসবে, না কথার কথা ?'

এবার তার হাসির পালা। 'আমাকে চেনো তুমি। যেমন চেনে এ তল্লাটের সবাই। মারাত্মক প্রাণী তোমরা, কিন্তু আমি ডরাই না। এক ফোঁটাও না, বরং ওরাই আমাকে বুঝে-সমঝে চলে। যাকেই আমি গাঁথি, বারোটা বেজে যায় তার। কাগজে একটা কলাম ছাপা হতে না হতেই চোদ্দশিক কনফার্ম হয়ে যায় ওর। আর আমার পেছনে কেউ লাগলে পুলিশের গুঁতো খেয়ে বাপ্ বাপ্ বলে ডাক ছাড়ে। মজাটা টের পায় হাড়ে হাড়ে। মূর্তিমান আতঙ্ক আমি ওদের কাছে। আর এখন,' হাসিটা বড় হলো ওর, 'ফেকু গেছে, জানি এবার তোমার পালা। আমার জন্যে, সমাজের জন্যে, গোটা দেশের জন্যে সুসংবাদ এটা।' ঠাঠা করে হেসে উঠলো সালে। 'ফেকু তোমার জন্যে অনেক ঝামেলা রেখে গেছে, জাকি, তুমি বুঝতে পারছো না। অনেক বড় ঝামেলা।' আবার হাসতে লাগলো সালে।

জাকি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো ওর উপচে পড়া খুশি। হঠাৎ সে-ও হেসে উঠলো, গালের একদিকে একটা শব্দহীন হাসি নিয়ে তাকিয়ে রইলো সালের চোখের দিকে।

কী ছিলো ঐ হাসিতে কে জানে, সালে হঠাৎ চুপসে গেল। কী ভাবলো, তারপর বললো, 'বলো, কী জানতে চাও ?'

'ফেকু কিভাবে মরেছে ?'

'কাগজেই পড়েছো।'

'পড়েছি, তুমি রিভিউ করো।'

রাগ করলো সালে, 'মনে হয় দরজা নক করেছিল খুনী, দরজা খুলেই কানের পাশে গুলি খায় ফেকু। পয়েন্ট টু-টু। একটাই ঠোকর।

খুব কাছে থেকে মেরেছে।'

'ঘরে কি একাই ছিলো ও?'

'হ্যাঁ, তখন একাই ছিলো। ডিপ্‌টিকে পাঠিয়েছিল হুইস্কির জন্যে।'

'ডিপ্‌টি কে?' জাকি চেনে লোকটাকে, মাঝারি গুণ্ডা। কিন্তু ফেকুর সাথে ওর সম্পর্ক কী?

'ওর বডি গার্ড কাম বেয়ারার কাম পার্সোনাল সেক্রেটারি।'

'হুম, তারপর?'

'ডিপ্‌টি বেরোবার মুখে ওদের কেরানী বুড়ো এমাত মিয়া এসেছিল ট্যানারির লেবারদের ব্যাপারে। এসব ব্যাপার ডিপ্‌টিই দেখে। তাই সে ডিপ্‌টির সাথেই গেল। তো—ডিপ্‌টি ঐ রাতের বেলা আর কোথায় পাবে, পূর্বানীতে গেল মদ কিনতে, তারপর ফিরে দেখে এই অবস্থা। ফাইনাল ডিসিশনের জন্যে ফেকুর অনুমতি দরকার, তাই এমাত মিয়া ডিপ্‌টির সঙ্গে ফিরে এসেছিল, ওরা দুজনেই লাশটা আবিষ্কার করে।'

'তাহলে ডিপ্‌টি ক্লিয়ার?'

'ওর মতো মানুষ এমন একটা কাজ কল্পনাও করতে পারবে না। অতটা ঘিলু ওর মাথায় নেই।'

'তাহলে কে নিলো ফেকুর কল্লা?'

'পুলিসকে জিজ্ঞেস করো, খোকা।'

'ওরা কি বলবে! ফেকু মরেছে এতেই ওরা খুশি, কে মারলো না মারলো এতে ওদের থোড়াই মাথা ব্যথা আছে।'

সুন্দর করে হাসলো সালে, 'তোমার বেলায়ও তাই হবে, দোস্ত।'

তিন

টিপটিপ করে অসময়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

ঘড়ি দেখলো জাকি, পোনে এগারোটা বাজে।

একটা বন্ধ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একশ বছরেরও বেশি দিনের পুরনো একটা দোতলা দালানের দিকে তাকিয়ে আছে ও। বাইরেটা তেমন একটা বদলায়নি, নতুন কিছু পলেস্তেরা লেগেছে আর একটা পরিচ্ছন্ন সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে, ওতে লেখা :

ওয়াইল্ড হর্স
প্রাইভেট ক্লাব

সাত বছর আগে কোনো সাইনবোর্ড ছিলো না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো জাকি।

নস্টালজিয়া!

ভ্রূ কুঁচকে দ্রুত রাস্তা পার হলো ও। মাটির নিচে একটা বড় ঘর আছে ওই দালানে, ওখানেই ওদের আড্ডা বসতো। এখনও কি তাই বসে? গেটের কাছে যেতেই গাট্টাগোট্টা এক লোক এসে পথ আটকালো, 'হর্স?' বলে একটা হাত পাতলো, বোধহয় পাস বা ঐ জাতীয় কিছু দেখতে চাইছে। অন্য হাত পকেটে।

ওর দিকে চেয়ে রইলো জাকি। তারপর বাম হাতের জ্যাকেটের

হাতা গুটিয়ে কব্জির ওপরটা দেখালো ওকে, ছুরির আগা দিয়ে খুঁচিয়ে নিখুঁতভাবে WH এনগ্রেভ করা ওখানে। স্পষ্ট।

চোখ বড় হয়ে গেল লোকটার, হাসলো একটু বোকার মতো। ফেকু আর বিশা বিলাই ছাড়া আর কারো এমন দেখেনি সে।

এ জীবনে আরও অনেককিছু দেখার বাকি আছে তোমার, বাছা!

আণ্ডার গ্রাউণ্ড ঘরটায় চমৎকার একটা দরজা লাগিয়েছে, একটুও শব্দ হলো না খুলতে এবং বন্ধ করতে। বাইরের চেয়ে ভেতরটা একটু ঠাণ্ডা। বৈঠকে বসেছে ঘোড়ারা। হাঃ হাঃ, ঘোড়া! শুধুই ঘোড়া এরা, বুনো ঘোড়া নয়।

ওদের রাজা মরে গেছে, তাই নতুন রাজা বানানো নিয়ে কাবা-কাবা শুরু হয়ে গেছে। তোমাদের হাউকাউটা এবার থামাও তো বাছারা! সত্যিকারের বুনো ঘোড়া এসে গেছে। ওর নাচন দেখবে না?

হ্যাঁ, নতুন সম্রাট হাজির।

সত্যিই থেমে গেল ওরা। সামান্য একটা গুঞ্জন উঠলো, তারপর সেটাও থেমে গেল। কেউ সোজাসুজি কেউ আড়চোখে ওকে দেখছে। কয়েকজনকে চিনতে পারলো জাকি, বেশিরভাগই অপরিচিত। মওকেও দেখা গেল।

ঘুরে গিয়ে বিশা বিলাইয়ের পাশের খালি চেয়ারটায় বসে পড়লো জাকি। 'বাহ্ চেয়ারগুলো তো বেশ!' মন্তব্য করলো।

'জাকি···ওস্তাদ···কখন···?' পরিষ্কার উদ্বেগ ওর গলায়।

'কি হচ্ছে এখানে?'

'জাকি···ওস্তাদ···!' উত্তেজনায় কথা বলতে পারছে না ঠিকমত।

'কিছু জিজ্ঞেস করেছি আমি।' ওর দিকে চাইলো জাকি।

'আমরা···মানি, রি-অর্গানাইজ হইতাছে···মানি···রীঠা কইলো···'

'রীঠা! ওর কি?'

'ফেকু মইরা যাওনের পর উ-ই চার্জ লইছে। আমারে তো অহনে কেউ মানে না, আমার দিন গেছেগা। তাছাড়া কেলাবটা অহনে বহুৎ বড়, ওস্তাদ। সব জিলিস ঠিকঠাক মতন চালায়া লওন বহুৎ মুশকিল।'

ইশারায় ওকে থামালো জাকি। রীঠা ডায়াসমত উঁচু জায়গাটায় দাঁড়িয়ে এদিকেই চেয়ে আছে। বোঝাই যায়, ও এতক্ষণ বক্তৃতা দিচ্ছিলো, অর্থাৎ নিজেই নিজেকে রাজা হিসেবে নমিনেশন দিচ্ছিলো। অন্যদের চেহারা দেখে ব্যাপারটা ওরা কিভাবে নিচ্ছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আসলে এতে ওদের কিছু এসে যায় না। কেউ একজন হলেই হলো। আলোচনা শেষ, এবার একটা অর্থহীন মৌখিক ভোট হবে, তারপর শুরু হবে গরম কফির পর্ব। সবাই এটাই আশা করছে। নড়েচড়ে বসলো কেউ কেউ।

কথা বলে উঠলো রীঠা, 'কারও কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন।'

উঠে দাঁড়ালো জাকি, 'আমার আছে কিছু,' জোরে বললো ও। ওর পাশে নার্ভাসলি কেশে উঠলো বিশা, আরও একটু ছোট হয়ে বসলো—যেন নেই হয়ে যেতে চাইছে।

সবগুলো মাথা ঘুরে গেল জাকির দিকে। কারও চোখে উদ্বেগ, কারও চোখে কৌতূহল, ভুরু কুঁচকে আছে কারও, কিন্তু কথা বলছে না কেউ। জানে, খেলার এই পর্যায়ে শুধু রাজারাই বোর্ডে থাকে। শুধু মৃদু একটা গুঞ্জন ঢেউয়ের মতো এপাশ থেকে ওপাশে বয়ে

গেল।

চুপ করে রইলো রীঠা, পরিস্থিতি মাপার চেষ্টা করছে। কিন্তু ওর পাশে দাঁড়ালো ডিপ্‌টি, চুপ করে থাকতে পারলো না, তড়পে উঠলো ও, 'ক্যাঠা কতা কইতাছে ঐটা ?'

'ভালো করে দেখ, ঠিকই চিনতে পারবে।'

এবং চিনতে পারলো ডিপ্‌টি। খুনে দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ও, এই সময় ঘরের কোনায় একজন জাকির নাম বলে উঠলো, সাথে সাথে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়লো শব্দটা, যারা এতক্ষণ চিনতে পারেনি তারাও পারলো, নতুনরা ফিসফাস করে জেনে নিলো পরিচয়।

পরিবেশ আবার শান্ত হতে জাকি বললো, 'আমি জাকি, এ রিয়েল ওয়াইল্ড হর্স। নতুন যারা এসেছেন তাদের মধ্যে কেউ হয়তো নিয়মটা না জেনে থাকতে পারেন, তাই আমি ঘোষণা করছি : এখানে কোনো কিছুই রি-অর্গানাইজ হচ্ছে না, হবে না। আমি সব দায়িত্ব নিচ্ছি, ব্যাস।'

রীঠা বোঝাতে লাগলো, 'দেখ, জাকি, এটা এখন আর শুধুমাত্র বিনোদনের খেলাঘর নয়, ওয়াইল্ড হর্স এখন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ভূমিকাও এর থাকে। এই যেমন কিছু রাজনৈতিক নেতাও এখানে আছেন, উঁচু পর্যায়ের সরকারি কর্মচারী, ব্যবসায়ী…'

'রীঠা, এদিকে এসো।'

রেগে গেল রীঠা, 'জাকি!' নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করছে ও।

'ভয় পাচ্ছো, রীঠা ? এসো !'

এত লোকের সামনে! নাহ্, প্রেস্টিজের ব্যাপার ; গেল ও।

দু'পা এগিয়ে খোলা জায়গায় এমনভাবে দাঁড়ালো জাকি যেন

সবাই সবকিছু দেখতে পায়। রাগে ফুঁসছে রীঠা, দ্রুত জাকির কাছে এসে পড়লো।

হঠাৎ এক পা এগিয়ে চুল ধরে ওর গতি থামালো জাকি। পরক্ষণেই খোলা হাতে নাকে মুখে খুব জোরে একটা থাবড়া মারলো এবং সাথে সাথে চুল ছেড়ে দিলো। একটু ঘুরে গেল রীঠা। দাঁত খিঁচে চোখ বন্ধ করে সামলে নেয়ার চেষ্টা করছে, এই অবস্থায় কানের পাশে দুম্ করে একটা ঘুসি খেয়ে ঘুরে পড়ে গেল, তিন গড়ান খেয়ে একটা চেয়ারে আটকে রইলো।

তারপর ডাকলো জাকি, 'ডিপ্‌টি...'

ততক্ষণে রওয়ানা হয়ে গেছে ডিপ্‌টি। উড়ে আসছে যেন, খুনের উত্তেজনায় কদাকার হয়ে আছে মুখ।

ওকে যথেষ্ট কাছে আসার সুযোগ দিলো জাকি, তারপর হঠাৎ একটু সরে গিয়ে এক পা এগিয়ে খপ করে ওর ছুরি ধরা হাতটা ধরে ফেললো, সাথে সাথেই হাঁটু দিয়ে পেটের ঠিক শুরুতে একটা গুঁতো মারলো। হুঁক্ করে কুঁজো হয়ে গেল ডিপ্‌টি। ওর হাত মোচড় দিয়ে ছুরিসহ মুঠিটা শক্ত করে ধরলো জাকি, ঘুরিয়ে ওর বুকের কাছে একটুখানি বিঁধালো ছুরির আগা, নামিয়ে আনলো বেশ খানিকটা। তারপর ছুরিটা কেড়ে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে রীঠার গায়ের ওপর ফেলে দিলো ওকে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সব।

যাক্, ভালো একটা শো হয়ে গেল হর্সদের জন্যে।

লালাল্লা।

গালের এক পাশে ছোট্ট একটা হাসি নিয়ে সবার দিকে চাইলো জাকি, 'আশা করি নিয়মটা এখন সবাই বুঝেছেন? এটা ঠিক গণতন্ত্র নয়, বরং একনায়কতন্ত্রই বলা যায়।

'যদি এ মুহূর্তে আর কারও খায়েশ থাকে তো আসতে পারেন, হয়ে যাক আর এক গেম।'

একে একে সবার দিকে তাকালো জাকি, সবাই মুখে একটা মেকি হাসি নিয়ে চেয়ে আছে। কেউ সমর্থন করছে, কেউ করছে না, কেউ ঘৃণার চোখে দেখছে ব্যাপারটাকে, কিন্তু ভয় পেয়েছে সবাই। এবং এরা শুধুমাত্র ভয়ঙ্কর লোককেই শ্রদ্ধা করে—সেটা ভালো করেই জানে জাকি।

এরপর একটা ভাষণ দিলো জাকি, 'আমি বেশ কিছুদিন দেশে ছিলাম না। এদ্দিনে অনেককিছু বদলেছে। অনেক নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে। দামী মানুষেরা এসেছেন। যাই হোক, আশা করি আজকের এই ঘটনাকে আপনারা সহজভাবে নিতে পারবেন, কারণ আমার কাজের ধরনই এই। এবং এও আশা করি, এ ধরনের ঘটনা আর ঘটানোর দরকার হবে না, আমাদের এই সংগঠন আগের মতোই চলবে, ঠিক ফখরুদ্দিনের সময় যেভাবে চলতো। কোনো পরিবর্তন হবে না। অন্তত, এখনই নয়। কারো কোনো প্রশ্ন?'

ওপাশ থেকে একটা হাত উঠলো, 'মিস্টার জাকি…'

'বলুন।'

'আমি তৈবুল। আপনি কি আছেন, মানে…থাকবেন সবসময়?'

'আগাগোড়া। তবে যদি আর কারও রাজা হওয়ার শখ চাগিয়ে ওঠে তাহলে হয়তো পক্ষ নিতে পারবেন আপনি।'

মও উঠে দাঁড়ালো, 'জাকি, আমি…এই ক্লাবের ম্যানেজার ছিলাম।'

'ছিলে না, আছো। থাকবে।'

'ধন্যবাদ।'

আর একটা হাত উঠলো, 'আমার নাম রাজ্জাক, আশা করি ভালোই জমাতে পারবেন আপনি। কংগ্রাচুলেশনস্।'

ধন্যবাদ দিলো জাকি। এই সময় নাক দিয়ে শব্দ করলো এক লোক। শব্দটা ইচ্ছাকৃত বলেই মনে হলো জাকির। লোকটার দিকে চাইলো ও। চর্বিঅলা শরীর হলেও গালের পেশীই বলে দেয়—জোর আছে গতরে। সোজা ওর দিকে আঙুল তুললো জাকি, 'নাম কি আপনার?'

'রবীন্দ্র চৌধুরী।' নড়েচড়ে বসলো লোকটা।

'আজব নাম! তা সবকিছু বুঝেছেন তো আপনি?'

'আপনার ব্যাপারে কৌতূহল হচ্ছে আমার।'

'তাই নাকি? আপনার পাশে বসে আছেন সাইজুদ্দিন, চেনেন?'

'ভালোমত।'

'বেশ বেশ। ওর পেটে একটা লম্বা সেলাইয়ের দাগ আছে, জানেন? দেখেছেন কখনও?'

'দেখেছি।'

'কিভাবে হয়েছে ঐ দাগ, জানেন?'

মাথা নাড়লো লোকটা।

'ওকেই জিজ্ঞেস করুন, তাহলেই জানতে পারবেন। এবং আমার ব্যাপারে আপনার কৌতূহলও মিটবে।' নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে বললো জাকি।

এরপর আরও কয়েকজন পরিচয় দিয়ে শুভেচ্ছা জানালো, কিন্তু পূর্বপরিচিত কয়েকজন গম্ভীর হয়ে বসেই রইলো। অবশেষে আসল কথা পাড়লো জাকি, 'ফেকুকে যে মেরেছে সে যদি এখানে থাকো তবে এক্ষুণি পালাও। কারণ তোমাকে আমি ধরবো। এবং মারবো।'

রীঠা উঠে বসেছে। ডিপ্‌টি শার্ট ছিঁড়ে রক্ত বন্ধ করেছে। ওরা

কেউই ব্যাপারটা নিতে পারবে না। কিন্তু জানে কোনো উপায়ও নেই।

ঠিক আগের মতো।

বিশার দিকে চাইলো জাকি। ও ঠিক একটা বিড়ালের মতোই চেয়ে আছে। অনেক দিন আগে একবার পুলিস ওকে বেদম পিটুনি দিয়েছিল, কিন্তু ছেড়ে দেবার সাথে সাথেই ও দিব্বি স্বাভাবিকভাবেই চলাফেরা করতে লাগলো, যেন কিছুই হয়নি। এতগুলো মার হজম করে সোজা হয়ে দাঁড়ানোই যেখানে মুশকিল হয়ে পড়ে, সেখানে ওর কিছুই হয়নি। সেই থেকে সবাই ওকে বিশা বিলাই বলে ডাকে।

ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো জাকি, 'কি খবর বিলাই, চলো যাই।'

সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠে এলো ও।

মও-এর সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। বৃষ্টি থেমে গেছে। কেশে উঠলো বিলাই।

'আমারে কেলা আনলা, ওস্তাদ ?'

'তোমাকে আনবো না তো কাকে আনবো ? প্রথম যখন দাঁড়াতে শিখি তখন তুমিই ব্যাকিং দিয়েছো। যাতে হোঁচট খেতে না হয় সেসব টেকনিক শিখিয়েছো। তারপর আমি তুমি কেকু—বানালাম এই ক্লাব। আজ এটা ওরা নিয়ে নেবে আর আমি চুপ করে থাকবো, তাই কি হয় ? সত্যিকারের ওয়াইল্ড হর্স এখন মাত্র দুজন বেঁচে আছে এবং ওরা দুজনে একসাথে হাঁটছে।'

খুশি হলো বিলাই। কিন্তু কথায় বিষাদ ঝরে পড়লো, 'আমি আর ঐ আগের বিলাই নাইরে, ওস্তাদ।'

'ঘাপলা ?'

'যক্ষা অইছে। ফ্যাপ্‌সা বলে পইচা গেছে। মগর যতই যা কও, তোমার খনে বেস্‌তি টাইম বাচুম এইটা বি ঠিক কথা।'

'কিভাবে ?'

'অগো চেহারাটা দেহ নেইকা ? কেমুন খামোশ খারা রইছে দেখছিলা ? কেলাবটার অহনে বহুৎ পাওয়ার। বিরাট জিনিস এইটা। আর এইটা রাহনের লেইগা ঐ (—)র পোলারা সবকিছু করা পারে। আর করববি (—) মারানিরা। বুঝলা না ?'

'হুম্‌ম্‌।'

তোমার বারিটা তো পরছে আংখা, এটাল্লেইগা অরা গোয়া হামলাইবার টাইম পায়নেইকা। নাইলে এতো জলদি ছারতো না তোমারে। যাউকগা, আমি আছি তোমার লগে। যদিও বেস্‌তি টাইম নাইকা আতে, তবুবি যদ্দিন আছি, তোমার লগেই আছি।'

'তোমার চিকিৎসা করাতে হবে।'

'দুর! বহুৎ তদবীর করছে ফেকু, ডাকতর বাইটা খিলাইছে। আর দিকদারি বালা লাগে না। দেরি অয়া গেছে, অহনে আর কাম অই-বনা, যাইবার দাও।'

'তুমি মরতে ভয় পাও না ?'

'হুন হুন, বাইচা থাকনরেই ডরাই আমি, এইটাই আমারে মাইরা ফালাইতাছে।' হাহা করে হেসে উঠে কাশতে শুরু করলো বিলাই।

শুয়ে শুয়ে এপাশ ওপাশ করছে জাকি। ঘুম আসছে না।

আজকের ঘটনাগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবছে। সুরাইয়া বললো ও রাস্তার ধারে ফেকুর লাশের ওপর থুতু ছিটিয়েছে। অথচ পুলিস বলছে লাশ পাওয়া গেছে ফেকুর ঘরে। কিভাবে সম্ভব। মাতাল হয়ে

গেছিলো মেয়েটা ? ও মনে মনে যা করতে চেয়েছিল তাই বলে ফেলেছে ? খোঁজ নিতে হবে।

আচ্ছা, ফেকুর সাথে রানা এজেন্সির সম্পর্ক কী ? ওরা কেন ফেকুর হত্যাকারীকে চায় ? হিথরো এয়ারপোর্টের সেই মেয়েটা —অপূর্ব সুন্দরী অথচ দেখলেই কেমন যেন বুবু বলে ডাকতে ইচ্ছে করে—নামটাও সুন্দর, সোহানা চৌধুরী—ও এর মধ্যে আরও গেরো লাগিয়ে দিলো, এটা নাকি জাকির দেশপ্রেমের পরীক্ষা ! ফেকুর খুনীকে ধরার সাথে দেশপ্রেমের সম্পর্ক কী ? ও তো ছিলো স্রেফ একটা গুণ্ডা ! সালের ভাষায় সমাজের ক্যান্সার। অথচ···নাহ্, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো সোহানা নামের সেই মহিলার কথাই ঠিক—সময়ে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

যাক, এই মহিলা তবুও ওর সাথে ভালো করে কথা বলেছে, একমাত্র ক্লু হিসেবে সুরাইয়ার একটা ছবি দিয়েছে, ওখান থেকেই ঢাকায় একটা ·৩৮ পাইপ সাপ্লাইয়ের গ্যারান্টি দিয়েছে, এবং সেটা প্রমাণিতও হয়েছে। আর যে দুজনের সাথে পরিচয় হয়েছে—রূপা আর দীনা, ওরা তো ওকে পাত্তাই দেয়নি। যেন একটা গুহাবাসীকে সভ্য মানুষ বানাচ্ছে এমন একটা ভাব। শালা, খালি পোস্‌পাস্‌

আর মাসুদ রানা, এ আর এক রহস্যময় চরিত্র। দেশপ্রেম, দেশ-প্রেম ! শুনতে শুনতে কান পচে গেল। দেশপ্রেমের সোল এজেন্ট ! কপালে খারাবী আছে তোমার, শালা ! এ ঝামেলাটা আগে শেষ হোক, তারপর দেখাবো মজা—ভাবছে জাকি।

আচ্ছা এমন তো হতে পারে ওরা খুব জটিল একটা চাল চালছে জাকিকে নিয়ে ! ফেকুর খুনী ধরা, দেশপ্রেম এগুলো বলে নিজে-দের আখের গুছিয়ে নিচ্ছে। তাই যদি হয় তবে দেশপ্রেম শব্দটা

শুনিয়ে মারাত্মক ভুল করেছে ওরা। তীব্র একটা উন্মাদনা আছে শব্দটার। তাছাড়া জাকি কারও খেলার পুতুল নয়। ফেকুর মামলাটা জেনুইন। ওরা না বললেও জাকি আসতো খুনের বদলা নিতে। হ্যাঁ, অবশ্যই আসতো। ভেঙেচুরে তছনছ করে দিতো সব। এখনও তাই করবে ও। কিন্তু তারপর? রানা যদি কোনো ফায়দা নিতে চায় তবে জাকির সামনে দাঁড়াতে হবে তাকে।

আমেরিকা প্রবাসের দিনগুলোর কথা মনে পড়লো জাকির। ঐ জঘন্য পরিবেশ থেকে···যেভাবেই হোক রানাই তুলে এনেছিল। কেন? যদি ওদের অন্য কোনো মতলব না থাকে তাহলে অবশ্য··· নাহ্, খোঁজ নিতে হবে ভালো করে। কী চায় রানা এজেন্সি ওর কাছে? ওরা যা বলে তা কি সত্যি? মনে হয় না। দুনিয়াতে এত ভালো কোনো কিছুই নাই। খুব খারাপ জায়গা এটা।

সাত বছর পর ঢাকা এলো জাকি। সাত বছর! কেমন আছো ঢাকা? আমার ঢাকা! ওর বাবা-মার কথা মনে পড়লো। মনে পড়লো পল্টু মামার কথা, বেচারা প্রথম স্ট্রোকেই মারা গেল। তারপর আবার সুরাইয়ার কথা মনে পড়লো। মেয়েটা বড্ড দুঃখী। এবং বোকা। আচ্ছা ওর যদি একটা বোন থাকতো তাহলে সেও কি ওর মতো হয়ে যেতো? হঠাৎ খুব রাগ হলো জাকির। গালি দিলো ও।

ঘুরে শুয়ে লেপটা ভালো করে টেনে নিলো। তারপর একহাজার থেকে কাউন্ট ডাউন শুরু করলো। ঘুমাতে হবে। সকালে উঠতে হবে। অনেক কাজ বাকি।

অনেক কাজ।

চার

সেই কাল্লু মিয়ার হোটেলে তন্দুরের রুটি আর নেহারি দিয়ে নাস্তা করছে জাকি। প্রচণ্ড জোরে ক্যাসেট বাজছে, 'চালতে চালতে, মেরে ইয়ে গীত ইয়াদ রাখনা, কভী আল-বেদা না ক্যাহ্‌না...' মুখ কোঁচকালো জাকি, ইয়াদ রেখে আর কী হবে, 'আলবেদা' বলাই ভালো। বিদায়, বন্ধু বিদায়।

গলায় মাফলার জড়ানো শাদা লুঙ্গি পরা দাড়িঅলা এক লোক এসে ওর টেবিলে বসলো। এক কাপ চায়ের অর্ডার দিলো। তারপর নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করলো। পকেট থেকে কিছু একটা বের করে টেবিলের নিচ দিয়ে জাকির হাতে দিয়ে দিলো। পকেটে পুরলো ওটা জাকি। কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চা না খেয়েই উঠে চলে গেল লোকটা। বয় চা নিয়ে আসলে ওটা জাকিই খেল।

বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এলো ও। মওকে দরকার। পকেট থেকে ওর টেলিফোন নম্বরটা বের করলো।

চায়না বিল্ডিঙের সামনে রিকশ থেকে নামলো জাকি। চারপাশে তাকালো। সাত বছরে একটুও বদলায়নি জায়গাটা। সাত বছর আগে শেষবার এই রাস্তা দিয়ে হেঁটেছিল ও। তারও অনেক আগে,

সেই ওয়েস্ট এণ্ড হাইস্কুলে পড়ার সময় এ পাড়াতেই প্রথম রংবাজি শুরু হয় ওদের। তারপর ভেসে গেল ন্যায়-অন্যায়, লেখাপড়া···।'

আগে বাড়লো জাকি। একটা বাচ্চা ছেলেকে জিজ্ঞেস করতেই তিনতলায় সিঁড়ির সঙ্গেই সুরাইয়ার ঘরটা দেখিয়ে দিলো।

আঙুলের উল্টোপিঠ দিয়ে দরজায় শব্দ করলো জাকি। কোনো জবাব এলো না। কিন্তু ভেতরে নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আবার শব্দ করলো ও, এবার একটু জোরে। খুট খুট করে একটা শব্দ দরজার দিকে এগিয়ে এলো, হাই হিল। খুলে গেল দরজা।

থমকে গেল জাকি। অ-দ-ভু-ত সুন্দর একটা মেয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে।

'সুরাইয়া আখতার এখানে থাকে ভেবেছিলাম।' এক পা পিছিয়ে এলো জাকি, 'নিচের ঐ ছেলেটা নিশ্চয়ই ভুল বলেছে।'

হাসলো মেয়েটা, 'সুরাইয়া এখানেই থাকে।'

হাসি দেখে রেগে গেল জাকি। ওর অপ্রস্তুত ভাবটা এনজয় করছে মেয়েটা। শালা!

ভ্রূ কুঁচকে এগিয়ে এলো জাকি, 'ওর কাছেই এসেছি আমি।'

'দুঃখিত,' মাথা নাড়লো মেয়েটা, 'এখন দেখা হবে না।'

'কেন?'

'অসুস্থ। কিছু মনে করবেন না, হ্যাঁ···?' দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছে মেয়েটা।'

'না না, মনে করার কি আছে।' বলে একটা পা দরজার ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো জাকি। তারপর পাল্লাটা একটু ঠেলা দিতেই সরে দাঁড়ালো মেয়েটা। এবার ওরই ভ্রূ কুঁচকে আছে।

হেঁটে ভেতরের ঘরে চলে গেল জাকি। বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে

আছে সুরাইয়া, ঘুমাচ্ছে। ফ্যাকাসে শাদা চেহারা।

'কি হয়েছে ?'

'বড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে আছে,' ঝাঁঝের সাথে বললো মেয়েটা।

'কেন ?'

'কাল রাতে কিছু একটা হয়েছিল ওর, মানে···খুব ভয় পেয়ে গেছিল কোনো কারণে। যাই হোক, এবার তাহলে আপনি যেতে পারেন।'

'হ্যাঁ, যেতে পারি। এবং থাকতেও পারি। যখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারি আমি। এবং করিও তাই।'

'এক্ষুণি বেরিয়ে যান! নাহলে হাত পা ভাঙবে বলে দিলাম!' রাগে লাল হয়ে গেছে মেয়েটার চেহারা।

'হাত পা আমার ভাঙবে না। খুব শক্ত ওগুলো। আসলে কিছুই হবে না আমার।' টেবিলের কোনায় বসলো জাকি। পকেট থেকে কাগজ আর তামাক বের করে সিগারেট বানাতে লাগলো নিশ্চিন্তে।

কোমরে হাত দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো মেয়েটা, 'জানেন আমি কে ?' রণরঙ্গিনী!

জিভ দিয়ে কাগজের আঠা ভিজালো জাকি, তারপর মুড়ে দিলো। বললো, 'জানবার ইচ্ছে আছে।'

'বুচ্‌চার নাম শুনেছেন? ও আমার···বন্ধু। ওর কানে যদি যায়···হাড্ডি গুঁড়ো করে ফেলবে বলে দিচ্ছি!'

'ও, বুচ্‌চা! অনেকদিন ধরে ওকে পিটাই না। হুম্‌ম্‌, ও তাহলে তোমার·· বন্ধু! মানে কথাটা ঘুরিয়ে বললে—তুমি ওর·· বান্ধবী। কিছু মনে ক'রো না, বুচ্‌চার···বান্ধবী হিসেবে তুমি করেই বললাম।' সিগারেটটা ঠোঁটে লাগালো জাকি।

এক পা এগিয়ে এসে ধাঁই করে চড় কষালো মেয়েটা ; কিন্তু জাকি তৈরিই ছিলো এমন একটা কিছুর জন্যে, বাঁ হাতে খপ্ করে ধরে ফেললো ওর সুন্দর হাতটা, নরম! ডান হাতে লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালো, তারপর আর একটু মোচড় দিয়ে সামনে ঠেলে দিলো মেয়েটার হাত।

'গুণ্ডা! ইতর! ছোটলোক! তোমার বারটা বাজাবো আমি, দাঁড়াও।'

'বুঢ্ঢাকে দিয়ে? বলো ওকে আমার কথা। বলবে আমি বলেছি —ওকে পেলে গলায় পা দিয়ে দাঁড়াবো আমি। বলবে জাকি বলেছে এই কথা।'

'জাকি···!' চোখ বড় হয়ে গেছে ওর।

'কি ব্যাপার, শুনেছো নাকি নামটা?'

'তুমি···তুমি জাকি!' পিছিয়ে গেল একটু।

'তুমি কে?'

'আমি···সালে আমার ভাই।' প্রায় ফিসফিসিয়ে বললো ও।

'বাবলি! সেই স্কুলের মেয়েটা! হা হা হা···মজা তো বেশ! কি করো তুমি এখন? এখানে কি করছো?'

'আমি হলে থাকি। রাতে ও টেলিফোন করলো যাতে সকালেই আমি চলে আসি। এসে দেখি এই অবস্থা! কেন যেন প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে ও, ঘটনাটা বললো না আমাকে।' কোনো রকমে সামলে নিচ্ছে বাবলি।

'ডাক্তার ডেকেছিলে?'

'হ্যাঁ, উনিই ঘুমের ওষুধ খেতে বললেন।'

'কোন হলে থাকো তুমি?'

'রোকেয়া।'

'এর সাথে পরিচয় কিভাবে ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে চুল সরিয়ে দিলো ও, 'এক বিজ্ঞাপনী ফার্মে। একটা শ্যাম্পুর মডেল হয়েছিলাম আমি। রাসু তো প্রফেশনাল মডেল।'

'রাসু !'

ইতস্তত করলো মেয়েটা। 'ও আমাদের বন্ধু হয়ে গেছে। আমরা কয়েকজন বান্ধবী নাম উল্টে ডাকি। ওরটা হয় আইরাসু, সংক্ষেপে রাসু।'

কৌতুক ফুটে উঠলো জাকির চেহারায়, 'তোমারটা ?'

একটু হাসলো যেন মনে হলো, 'আমার বন্ধুরা আমাকে লিব্‌বা বলেই ডাকে।'

'বুট্‌ঢাও তাই ডাকে ?'

জ্বলে উঠলো ওর চোখ, 'বুট্‌ঢা আমার···বন্ধু, কিন্তু আমি বুট্‌ঢার কেউ না। আমি ভাইয়ার মতো সাংবাদিকতা করি। বুট্‌ঢার মতো লোকদের সাথে পরিচয় থাকলে নানান কাজে সুবিধে হয়, তাই। কিন্তু তুমি একটা সত্যিকারের ছোটলোক, ইতর।'

চোয়াল ফুলে উঠলো জাকির, 'ব্যাস, আর একবারও বলবে না এসব। ভদ্রভাবে কথা বলবে আমার সাথে। আমাকে বুট্‌ঢার পর্যায়ে ফেলো না।'

'কোনো তফাৎ আছে কি ? তোমার কপালে খারাবী আছে, জাকি। ভাইয়া আর আমি প্রতিজ্ঞা করেছি সমাজ থেকে অপরাধ উচ্ছেদ করবোই। তুমি তো জানো আমাদের ছোটবেলার কথা, তোমাদের মতো কিছু লোকের পাল্লায় পড়েই মায়ের সর্বনাশ

হয়েছে। ভালোমানুষ বাবা নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে এক কোঁটা স্বস্তি আমরা পাইনি। এদ্দিন পর্যন্ত অনেক কষ্ট করেছি, এবার তৈরি হয়েছি। আমাদের হাত থেকে তোমাদের মতো ক্রিমিনালদের নিস্তার নেই, ভাইয়া না পারলেও, আমি তোমাকে ঠিকই ঝোলাবো।'

'তা ঝোলাও আপত্তি নেই। কিন্তু আমার সম্পর্কে কী জানো তুমি?'

'ঝোলাবার মতো তথ্য প্রমাণ ঠিকই জোগাড় হয়ে যাবে।'

'হয়ে যায় না, করে নিতে হয়, এবং তার জন্যে আমার সাথে সাথে থাকা দরকার তোমার।'

'মানে?'

'মানে, তুমি এখন আমার সাথে যাচ্ছো। প্রথমে বুট্‌ঢাকে দিয়েই শুরু করা যাক। ওখানে যথেষ্ট প্রমাণ পাবে তুমি।' অর্থপূর্ণভাবে হাসলো জাকি।

হতবাক হয়ে রইলো লিব্বা। আরো অবাক হয়ে দেখলো কয়েকটা পাঁচশো টাকার নোট রাসুর মাথার কাছে রাখছে জাকি।

'ওগুলো কি জন্যে?'

'ইনফরমেশনের জন্যে।'

'কিসের···?'

'ফেকু হত্যার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য কিনতে চাই আমি।'

'মানে?' সাবধান হয়ে গেল লিব্বা।

'আমি ফেকুর খুনীকে খুঁজছি।'

হঠাৎ ভীষণ একটা তাগিদ অনুভব করলো বাবলি ওর সাথে যাওয়ার জন্যে। জানতেই হবে ব্যাপারটা।

একটা কাগজে কিছু লিখে নোটগুলোর সঙ্গে রাখলো জাকি। তারপর বাবলির দিকে চেয়ে বললো, 'চলো, তথ্যপ্রমাণ নেবে না ?'

'হ্যাঁ, চলো,' খুশি মনে বললো বাবলি।

'সত্যিই আমাকে ঝোলাতে চাও তুমি ?' সঙ্গে যেতে রাজি হওয়ায় অবাক হলো জাকি।

'সত্যিই। যে কোনো কিছুর বিনিময়ে।'

'ভয় করবে না তোমার ?'

'না, তুমি মোটেই ভয়ঙ্কর কিছু নও। তাছাড়া নিজেকে রক্ষা করতে জানি আমি।'

জাকির একবার ইচ্ছে হলো কিভাবে ও নিজেকে রক্ষা করে—দেখে। কিন্তু রুচি হলো না কথা বলতে, প্রচণ্ড রেগে গেছে ও। 'বোকা!' আক্রোশ ফুটে উঠলো ওর গলায়।

রিকশ না নিয়ে বেবিট্যাক্সি নিলো জাকি, বসলো এক প্রান্তে চেপে। লক্ষ্য করলো লিব্বাও আর এক কিনারে চেপে বসেছে। খাট্টা হয়ে গেল মেজাজ।

মগ বাজারের 'দি ডার্ক কেভ'-এর সামনে যখন থামলো, ঘড়ি দেখলো জাকি সোয়া বারোটা বাজে। সব ধরনের ভালো খাবার, হালকা মিউজিক, অল্প আলো এবং ছোট ছোট কেবিন এর আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই গলাকাটা দাম সত্ত্বেও প্রচুর ভীড় হয় এখানে। স্কুটার থেকে নামার সময় লিব্বার দিকে চেয়ে দেখলো খুব অবাক হয়ে চেয়ে আছে ও।

'তুমি জানো কোথায় এসেছো ?'

'নিশ্চয়ই! তোমার···বন্ধুর কাছে।' ঠোঁটের এক কোণে হাসলো জাকি। শুধু বিদ্রূপ নয়, রাগও আছে ঐ হাসিতে। 'তুমি একটু

সাউণ্ড দিলেই ও আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। নিশ্চয়ই।'

'নিজেকে খুব স্মার্ট বলে মনে করো, তাই না?' সিঁড়ি দিয়ে উঠছে ওরা।

'হ্যাঁ।'

সত্যিকারের ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে লিব্বা। 'কপালে খারাবী আছে তোমার।'

থেমে ওর মুখোমুখি দাঁড়ালো জাকি, কপালে আঙুল ঠেকালো, 'ঠিক কোন জায়গাটায়?'

'হুঁহ্, বাহাদুর!' আবার উঠতে শুরু করলো, 'তুমি তো এতদিন ছিলে না, কি করে জানলে এটা বুচ্‌চার রেস্টুরেণ্ট?'

'কারণ আমি বাহাদুর!' মজার হাসি হাসলো জাকি।

কেবিনে না গিয়ে খোলা জায়গায় দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে বসলো জাকি। লাঞ্চের অর্ডার দিলো।

'বুচ্‌চাকে ডাকবে না?'

'একটু সবুর করো। ও নিজেই আসবে। এতক্ষণে খবর চলে গেছে।' সরু এক চিলতে বিদ্রূপের হাসি হাসলো জাকি, 'আমাকে না চিনলেও, তোমাকে নিশ্চয়ই চেনে ওরা।'

চুপচাপ লাঞ্চ শেষ করলো ওরা। লিব্বার জন্যে আইসক্রীম আনতে বললো জাকি, নিজে কিছুই নিলো না। পানি খেয়ে একটা সিগারেট বানাতে লাগলো মনোযোগ দিয়ে। এই সময় বুচ্‌চাকে দেখা গেল।

আশ্চর্য একটা শরীর, চর্বি নয়—শুধু মাংস, তাল তাল মাংস। মোটার চোটে দুই উরু অনবরত ঘষা খাচ্ছে। পাছাটা বেঢপ সাইজে ফুলে আছে ভাতের হাঁড়ির মতো। বিরাট শরীরটাকে টেনে টেনে

এগিয়ে আসছে দুদিকে দুই চামচা নিয়ে।

সদ্য বানানো সিগারেটটা ঠোঁটে লাগালো জাকি। লাইটার বের করলো, জ্বাললো, কিন্তু সিগারেট ধরালো না, চেয়ে আছে বুঢ্ঢার দিকে। এসেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ধপ্ করে বসে পড়েছে ও।

'কিরে হারামজাদা, পারমিশন না নিয়ে বসে পড়লি যে?'

ঠিক সিনেমার ভিলেনদের মতোই হাত তুললো বুঢ্ঢা। অবশ্য সঙ্গের পাণ্ডাদুটো মনে হয় সত্যি সত্যিই কিছু একটা করতো, কিন্তু থেমে গেল।

'এইটা আমার হোটেল।' গম্ভীরভাবে বললো বুঢ্ঢা।

সিগারেটটা ধরালো জাকি, লাইটার নিভিয়ে দুই মাস্তানের দিকে তাকালো। প্রথমটার ওয়েস্টার্ন ছবির কাউবয়দের মতো শুকনো পাছা দেখেই বোঝা যায় সারাদিন পায়ের ওপর থাকে ও। দ্বিতীয়-টার গড়পড়তা চেহারা। মও এর তথ্য অনুযায়ী প্রথমজনের নাম লাল, দ্বিতীয় শুক্কুর। একটা জিনিস দুজনের একই রকম—চোখ। অবিকল খুনীর চোখ।

'থামালি ক্যান্? আসতে বল ওদের। অবশ্য তুই প্রথমে মরবি।'

আবার নড়ে উঠলো ওরা। থামালো বুঢ্ঢা। 'বাদ্ দে,' বললো ও, 'তরা বাইরে গিয়া খাড়া, আমি আইতাছি।'

জাকির দিকে একবার চেয়ে চলে গেল দুজন। লিব্বার দিকে চাইলো বুঢ্ঢা, আবার জাকির দিকে ফিরলো, হাত ঘষলো, 'কিল্যোইগা আইছস এহেনে?'

'দেখতেই পাচ্ছিস,' ইশারায় লিব্বাকে দেখালো, 'ওকে নিয়ে খেতে এসেছি।' ইচ্ছে করেই খোঁচাটা দিলো জাকি। দুজনকেই।

মাথা নাড়লো বুঢ্‌ঢা, 'খাইবার লেইগা আহস্‌ নাই তুই। ঝামেলা বিছরাইতাছস্‌, না ?'

'ঝামেলা তো হতেই পারে।'

'আইবো, ঝামেলা বাধাইবার লেইগাই ফিরে আইছস তুই। ঠিক না ?'

'না। যেখান থেকে এসেছি সেখানে ঐ জিনিসটার কোনো অভাব নেই। প্রচুর ঝামেলা ওখানে। এবং আমি ছিলাম টপে।' গালের এক পাশের হাসিটা এ মুহূর্তে ভয়াবহ লাগছে, 'কেন ফিরে এসেছি জানিস ?'

চুপ করে চেয়ে রইলো বুঢ্‌ঢা।

'চেয়ার এখন আমার দখলে।'

'মাইনি ?'

'মানে তোর মাথা, শালা ভোট্‌কু; এখন থেকে পুরো আণ্ডার গ্রাউণ্ড মুভমেন্ট আমি চালাবো।'

ক্ষেপে বোম হয়ে গেল বুঢ্‌ঢা, 'হাল্লা কুত্তার বাচ্চা, (ছাপার অযোগ্য)-পোলা, (ছাপার অযোগ্য), বস্‌ অইবার চাস্‌। আমরা কি মাক্ষি মারতাছি বয়া বয়া ? তুই বস্‌ অইবি আর গুড়ের গাছ গ্যাণ্ডা-রির রহম খারায়া থাকবো সবটিতে ? এই মনে করছস ?'

'মনে আছে, বুঢ্‌ঢা, অনেকদিন আগে একবার গুলি করে তোর পাছা ফুটো করে দিয়েছিলাম ? অনেকদিন তোকে উপুড় হয়ে ঘুমাতে হয়েছিল, তাই না ? এখন আগের চেয়ে আরও ফুলেছিস তুই। এবং তোর পাছা। '৩৮ দিয়ে এপাশ থেকে ওপাশ বেশ সুন্দর, একটা প্যাসেজ তৈরি করা যাবে ওখানে। আর একবার।'

দুই কান লাল হয়ে গেল বুঢ্‌ঢার। দাঁতে দাঁত চেপে সামলে

নিচ্ছে নিজেকে। লিব্বার দিকে চাইলো একবার, আরও খারাপ হয়ে গেল অবস্থা। ভাগ্যিস পাশের টেবিলটা আগেই খালি হয়ে গেছে।

একটু সামলে নিয়ে বলতে লাগলো বুঢ্‌ঢা, 'দ্যাখ, পাগলামি করিস না, অর্গানাইজেশনটা অহনে বহুৎ বড়। আমরা অহনে পলিটিক্‌সের লগেবি বাইজা গেছি। দুই-দুইটা বড় পার্টির লগে আমরা আছি। কুঠি টাকার মামলা। তুই আইলি আর কইলি—আমি বস্‌, ব্যাস অয়া গেল? আর আমরা কি রিলিফের ঢেউ টিন?'

'হ্যাঁ তাই।' উঠে দাঁড়ালো জাকি। ইশারায় বেয়ারাকে ডেকে একশ' টাকার দুটো নোট দিয়ে দিলো। লিব্বার দিকে চেয়ে আঙুল দিয়ে উঠতে ইশারা করলো, তারপর আবার বুঢ্‌ঢার দিকে ফিরলো, 'সোজা বলে দিবি ওদেরকে—আমি এসে গেছি। এখন আমিই টপে। কেউ যদি আমার পিছে লাগে তো সাথে সাথে ওকে ফেলে দেবো আমি। কারও কোনো সন্দেহ থাকলে আসুক, আপেলের মতো কামড়ে খাবো ওকে। আর হ্যাঁ, ফেকুর খুনীকে খুঁজছি আমি। মোটেই কঠিন হবে না কাজটা আমার জন্যে এবং খুব বেশি সময়ও লাগবে না এতে। তবে, খুঁজে পেলে, মজা করবো আমি ওকে নিয়ে। আর সেটা তুই হলে তো কথাই নেই। অনেক দিন তোকে গুলি করি না। করেছি? বল?'

বুঢ্‌ঢাও উঠে দাঁড়ালো, খুব গম্ভীর হয়ে গেছে ও। বললো, 'আমার কিচ্ছুবি করন লাগবো না। তুই নিজেই নিজেরে খাইবি। তর কপালে খারাবী আইছে কয়া থুইলাম। খিচুরি মনে করিছ না আমার কথাটা, তর বালার লেইগ্যাই কইতাছি। অহনবি টাইম আছে আগুন লয়া খেলিছ না।'

'যা যা, বলে দিস সবাইকে। পারলে কেউ ইয়ে ফেলুক আমার।' লিব্বার দিকে ফিরলো, 'চলো, শুগার।' ইচ্ছে করেই এভাবে ডাকলো ওকে।

'বাবলি ইচ্ছা করলে থাকা পারে,' বুঢ্ঢা বললো।

'আরে না, আমাকে ঝোলাবার জন্যে ওর আরও তথ্য প্রমাণ দরকার, আমার সাথেই যাবে ও।'

'বাবলি, যাইও না, কাম আছে।'

'সরি বুঢ্ঢা, ও ঠিকই বলেছে। আমাকে যেতেই হবে। ওর বিরুদ্ধে কাগজ রেডি করছি আমি। কিংবা এর মধ্যেই ও যদি মারা যায় সেটাও এনজয় করতে চাই।'

দুজনেই বেরিয়ে গেল।

দুশ্চিন্তায় ভারি হয়ে উঠলো বুঢ্ঢার চেহারা। বোঝাই যাচ্ছে—খেলা করতে আসেনি জাকি, যা বললো ঠিক তাই করবে ও। এখন থেকে ঠিকমত সামলাতে না পারলে পরে সব লেজে গোবরে হয়ে যাবে। বাঁদর নাচ নাচিয়ে ছাড়বে সবাইকে। দ্রুত লাল আর শুককুরকে ডেকে কিছু নির্দেশ দিলো ও।

তারপর বাবলির কথা ভাবতে লাগলো। যদিও ও ঠিকই জানে, যত যাই বলুন, বাবলি আসলে অন্য লাইনের মেয়ে। নেহায়েত কাগজের খাতিরেই ওদের সাথে মেশে। তবু বুকের কোথায় যেন কি একটা খোঁচা দিচ্ছে। জাকি আর বাবলি—দুজনকে মানিয়েছে দারুণ!

পাঁচ

প্রায় দু'টো বাজে, কফিহাউজ একদম ফাঁকা। লিব্বাকে কোনার টেবিলটায় বসিয়ে কাউন্টারে গিয়ে একটা কফি আর একটা হট চকলেট চাইলো জাকি। দাম দিয়ে এসে বসলো লিব্বার পাশে। মনোযোগ দিয়ে একটা সিগারেট বানাতে লাগলো। কি যেন চিন্তা করছে।

ওর দিকে চেয়ে রইলো লিব্বা। কোঁকড়া এলোমেলো একমাথা চুল। লম্বা শুকনো শক্ত মুখ। একটু সরল বিষণ্ণ চেহারা, হাসলে যেন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অথচ এ একজন গুণ্ডা। কোনো মানুষকে মেরে ফেলা নাকি এর কাছে কিছুই না। এর গুণ্ডামির কত বীভৎস কীর্তি ভাইয়ার কাছে শুনেছে ও। আর আজ ওরই পাশে এই নির্জনে বসে আছে! শিউরে উঠলো লিব্বা। কিন্তু বসতে ওকে হবেই। শুধু জাকির বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ যোগাড় করাই একমাত্র কারণ নয়, ফেকুর ব্যাপারে জাকির ভূমিকাটা পরিষ্কার করতে হবে। পুরো কেসটাই হয়তো অন্যরকম হয়ে যাবে জাকির উপস্থিতিতে। দেখা যাক।

'এখানে কেন এলে?'

ওর দিকে চাইলো জাকি, 'কেন, হট চকলেট খাও না তুমি? খেয়ে দেখো খুব মজা।'

'তুমি চকোলেট খেতে এসেছো ?'

'না, আমি কফি খাবো।' আরামসে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো ও।

হাল ছেড়ে দিলো লিব্বা। ছোটলোকদের সাথে কথা বলে লাভ নেই।

ওগুলো তৈরি হতে জাকি গিয়ে নিয়ে এলো। খেতে খেতে একবার আড়চোখে ঘড়ি দেখলো, লিব্বার চোখ এড়ালো না সেটা।

বেঁটে একটা লোক ওদের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালো। নোংরা কাপড়চোপড় আর খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভর্তি অসুস্থ চেহারা এই পরিবেশে সম্পূর্ণ বেমানান।

ওকে দেখে চেয়ারের নিচু পিঠে হেলান দিলো জাকি, 'কিরে, লাউঠা, আয়, বস।'

'না, ববব-ভহুম না।'

'বস।'

'ক্-ক্-ক্ খৈলাম তো, ব-ব-ব-ভহন লাগবো না। আ···য়াইবার কৈছ কেলা ক্-ক্-ক্-খয়া ফালাও।'

উঠে দাঁড়ালো জাকি। লোকটাকে দু'হাতে উঁচু করে ধরে সামনের চেয়ারে বসিয়ে দিলো। তারপর আবার হেলান দিয়ে বসলো।

'বল, কি খাবি ?'

'ক্-ক্-ক্-খিচ্চুবি খামু না।'

'টাকা লাগবে ?'

'না, না।' অস্বস্তি।

'কিছুই লাগবে না ? ঠিক আছে বল দেখি গল্পটা।'

'ক্-ক্-ক্-খি কৈইতাছ কি-কি-কি···।'

'ফেকুর কেচ্ছাটা বল।'

চমকে সোজা হয়ে বসলো লিব্বা।

চোখ বড় হয়ে গেছে লোকটার, ভয় পেয়েছে। 'খ্-খ্-খ্-খোদার কসম, ক্-ক্-কি কৈতাছ কি-কি-কিচ্ছুবি বু-বু-বু··।'

টেবিলের ওপর ঝুঁকে এলো জাকি, 'হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা, আমারে চিনোস্? আমি জাকি। যা জিগাই সোজা উত্তর দিবি। তেড়িবেড়ি করলে,' জ্যাকেটটা ফাঁক করে ভেতরটা দেখালো জাকি, 'একদম মুখের মধ্যে ব্যারেল ঢুকিয়ে দেবো।' চিবিয়ে চিবিয়ে ভয়াবহ চেহারা নিয়ে কথা বলছে জাকি, 'বল এবার কেকু কেমনে মরলো? ওকে তুই কিভাবে দেখেছিস? উল্টাপুল্টা বললেই ঘাড় খাবি কয়ে দিলাম!'

একেবারে ভেঙে পড়লো লোকটা, চেহারা দেখে মনে হলো এক্ষুণি বুঝি কেঁদে ফেলবে। হাত কচলাতে শুরু করেছে।

'আ···য়ামি অরে ম্-ম্-ম্-মারি নিকা, খ্-খ্-খ্-খোদার কসম, ক্-ক্-ক্-খিচ্ছুবি জানি না আমি, ম্-ম্-ম্-মইরা পইরা আছিলো, রর্‌র রাস্তার মোদে, একেরে মরা···।'

'কোথায়?'

'অ-ও-ও-ওঅর বারির লগের গ-গ-গল্লির মোদে···।'

'তারপর?'

'ক্-ক্-কারেন্ট আছিলো না, আ-আ-আমি চিনা পারি নিকা, ম-ম-ম-মনে করছি ক-ক্-কুন হালায় মইরা রইছে, এ-এ-এ-এইটার লেইগ্যা আমি অর গ্-গ্ গতরে আত দিছি···'

'কি কি নিছিস্?'

'এ-এ-এউগা গরি, এ-এ-একেরে ঝুরা মাল, ম্-ম্-মারতো বিশ ট্যাকা পাইছি, আ-আ-আর অর মানিব্যাগ, স্-স্-সব মিলায়া প্-

প্-পোনে ছুইস অইবো, আ-আ-আর উন্নিশটা প্-প্-প্-ফাইপ-ফাইপ সিগারেট।'

'মানিব্যাগটা কোথায় ?'

'ফাপ্-ফাপ্-ফালায়া দিছি।'

'কোথায় ?'

'গ্-গ্-গ্-গাঙ্গে।'

'ঠিক করে বল্।'

'খ্-খ্-খোদার কসম···'

চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবলো জাকি। এর বেশি কিছু ওর পেটে নেই। থাকলে এতক্ষণে উগরে দিতো। 'ঠিক আছে যা, ভাগ এখান থেকে।'

ছায়ার মতো নিঃশব্দে চলে গেল লোকটা। পালিয়ে বাঁচলো।

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে জাকির দিকে চাইলো লিব্বা, 'ফেকুকে ওর ঘরে মৃত পাওয়া গেছে।'

'ওটা দ্বিতীয় আবিষ্কার।'

'কি করে জানলে ?'

মাথা ঝাঁকাতে লাগলো জাকি, 'ওর ঘরে ঢুকে ওকে মারতে পারে এমন লোক পৃথিবীতে একজনই আছে।'

'কে ?'

'আমি। আর কেউ ওর ঘরে ঢুকতেই পারবে না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো মেয়েটা, 'নাহ্,' মাথা নাড়লো ও, 'নিশ্চয়ই আরও কিছু আছে। ঐ লোকটাকে বের করলে কি করে ?'

খুব বকর বকর করে দেখি মেয়ে! 'আছে, আছে!' চেপে গেল জাকি।

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছিলো ঐ লোকটা যে ওগুলো চুরি করেছে তা তুমি জানতে।'

'হ্যাঁ, জানতাম। ঐ ঘড়িটা, সাত বছর আগে আমিই ওকে দিয়েছিলাম। ওটার উল্টোপিঠে "ফেকুকে-জাকি" কথাটা খোদাই করা ছিলো। এই লাউঠা ওটা যাদের কাছে বেচেছে, ওরা আবার যে কারণেই হোক ফেকুর ভক্ত। ব্যাস, আমি এসেছি শুনে আমার হাতে ওটা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করলো।'

আর একটা সিগারেট বানাতে লাগলো জাকি। গভীরভাবে কি যেন ভাবছে লিব্বা।

'তোমরা ওকে গুণ্ডা বলো।' আপনমনে বলতে লাগলো জাকি, 'আসলে কিন্তু একজন মানুষ ছিলো ফেকু। সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে দামী যে কোনো ঘড়ি দশটা কিনতে পারতো ও, অথচ আমার কিনে দেয়া সেই সস্তা পুরনো ঘড়িটাই হাতে দিয়ে থাকতো।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো জাকি।

মিনিট পাঁচেক পর একটা মোটা লোক সোজা ওদের টেবিলে এসে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়লো। পকেট থেকে ভাঁজকরা ছুশিট কাগজ বের করে কোনো কথা না বলে জাকির হাতে দিয়ে দিলো।

ভাঁজ খুলে একবার চোখ বুলিয়ে ওটা পকেটে রেখে দিলো জাকি; তারপর মানিব্যাগ বের করে একটা পাঁচশো টাকার নোট টেবিলে রাখলো। দ্রুত নোটটা থাবলে নিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা।

'কি ওটা?' চোখ বড় করে জিজ্ঞেস করলো লিব্বা।

'ফেকুর মৃত্যুর পুলিস রিপোর্ট।'

'তুমি কিনলে ওটা?'

'তুমি যদি কিছু চাও, তাহলে হয় ওটা জোর করে কেড়ে নিতে হবে। কিংবা কিনতে হবে।' শ্রাগ করলো জাকি, 'যখন যেভাবে দরকার সেভাবেই কাজ করা উচিত।' উঠে দাঁড়ালো ও।

অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো লিব্বা, একটা গুণ্ডা কি কখনও এমন করে চিন্তা করতে পারে? এমন করে কথা বলতে পারে? এতটা আত্মবিশ্বাস থাকে কি কোনো গুণ্ডার?

'এবার কোথায় যাবে?' ওর সাথে বেরিয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করলো লিব্বা।

ওর দিকে একটু ঘুরলো জাকি, 'তুমি ভুনা খিচুড়ি রাঁধতে জানো?'

'মানে?'

'এখন রেঁধে খাওয়াবে আমাকে।' সরাসরি ওর দিকে চেয়ে বললো জাকি।

তাজ্জব হয়ে গেল লিব্বা সাহস দেখে। রাগে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলো না। সামলে নিয়ে বললো, 'আমাকে এক্ষুণি এক জায়গায় যেতে হবে; খুবই জরুরি।' অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো, কী চোখ রে বাবা!

এক্ষুণি শিখা আপার সাথে দেখা করা দরকার। অনেক নতুন তথ্য পাওয়া গেছে, পুরো কেসটা ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। এখন কোনোরকমে ছাড়া পেলেই বাঁচে।

লিব্বাকে অবাক করে দিয়ে রাস্তায় একটা বিকল্প ট্যাকসি দাঁড়িয়েছিল ওটাতে উঠে পড়তে ইশারা করলো জাকি, অর্থাৎ ছেড়ে দিলো ওকে। উঠে বসে দরজা বন্ধ করতে যাবে এমন সময়ে ঘটলো ঘটনাটা।

হঠাৎ ডান দিক থেকে লাফ দিয়ে এসে উল্টো করে ধরা ছুরি

দিয়ে কোপ মারলো লাল। চোখের কোণে দ্রুত নড়াচড়া দেখেই ঘুরে গেল জাকি। ঐভাবে ছুরি ধরলে হাত ধরতে যাওয়া বোকামি, লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল একটু, সাথে সাথে পা চালালো। কেড্‌সের লাথিটা জুতসই হলো না, কিন্তু এইবার খপ্‌ করে হাতটা ধরে ফেললো ও। হাঁটু দিয়ে মারলো পেটে, ঝুঁকতেই কুনুই দিয়ে জোরে বাড়ি মারলো কানপট্টিতে। নিস্তেজ হয়ে গেছে লাল, এইবার একটু সরে এসে সুন্দর করে একটা লাথি মারতেই দফারফা হয়ে গেল ওর।

তক্ষুণি উড়ে আসতে দেখলো জিনিসটা, দেখেই লাফ দিলো সামনে, গড়িয়ে চলে গেল একটা গাড়ির আড়ালে, প্রচণ্ড শব্দে ফাটলো ককটেল। উঠলো জাকি, দৌড়ে পালালো লোকটা। গুক্‌কুর।

লিব্বার গাড়ি ভোঁ। দৌড়ে গিয়ে একটা স্কুটারে উঠে পড়লো জাকি। গাওসিয়ার সামনে স্কুটার ছেড়ে দিলো, ওভার ব্রীজ পার হয়ে নিউমার্কেটে ঢুকলো।

পরিস্থিতি তাহলে এতটা খারাপ, দিন দুপুরে ঐ রকম একটা খোলামেলা রাস্তায় ছুরি, ককটেল! পাইপ আনলো না কেন? যাকগে, আপাতত ঝামেলা গেছে, তবে সাবধান থাকতে হবে আরও। আর হ্যাঁ, বুট্‌টাকে একটু টাইট দিতে হবে।

এমনিই কিছুক্ষণ ঘুরলো, বইয়ের দোকানে বই দেখতে লাগলো। একটা বই তুলে পৃষ্ঠা উল্টাতে চোখে পড়লো—

"যখন টাকা ছিলো আমার
রাজার দুলালী এসে ছিঁড়ে দিতো গিঠ পাজামার"

হারেশ্‌শালা, এ-ও একটা কবিতা হলো! হাঃ হাঃ

বেরিয়ে এলো জাকি।

রানা এজেন্সি।

ঢাকা।

মাসুদ রানার ঘরে বসে আছে সোহানা চৌধুরী। তার সামনে হতবাক লিব্বা। একি শুনছে ও! উঠে গিয়ে শেলফ খুলে একটা ফাইল বের করলো সোহানা, রাখলো লিব্বার সামনে, 'এটা পড়ে দেখো, কিছুটা আইডিয়া পাবে।'

দুকাপ চা রেখে গেল শিখা, রানা এজেন্সি নতুন সেক্রেটারি।

ফাইলটা খুললো লিব্বা। সংক্ষিপ্ত একটা বায়োডাটা। লেখা—

সালাহ্উদ্দিন জাকি।

জন্ম ১৮ই জুন, ১৯৬০।

সিভিল ইনজিনিয়ারিং পাশ করার সাথে সাথেই বিয়ে করে ফেলেন ওর বাবা, মা তখনও থার্ড ইয়ার আর্কিটেকচারের ছাত্রী। অভিভাবকদের অমতের কারণে আলাদা একটা বাসা নিয়ে থাকলো ওরা। পরে দুজন মিলে একটা কনসালটিং ফার্ম দেয়। জাকির যখন সাত বছর বয়েস তখন একদিন সাইট দেখে পাবনা থেকে ফিরছিল ওরা, পথে আরিচা রোডে বাস-ট্রাক অ্যাকসিডেন্টে দুজনেই মারা পড়ে।

তারপর থেকে মিস্গাইডেড হতে থাকে জাকি। কোনোরকমে এস. এস. সি. পাশ করার চার বছর পর এইচ. এস. সি. পাশ করলো ও, কোনোটাতেই ভালো রেজাল্ট করতে পারলো না। বরং গুণ্ডা হিসেবে প্রচুর কুখ্যাতি জুটে গেছে ততদিনে। এই সময় ওর আশ্রয়-দাতা দূরসম্পর্কের মামা ওকে বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। '৭৯-র ডিসেম্বরে অতঃপর সবকিছু ছেড়ে আমেরিকার পথে উড়াল দিলো জাকি লস্এনজেলেস-এর স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হয়ে।

কিন্তু বিধি বাম। ওখানে গিয়েও শান্তি পেলো না ও। গ্রীনকার্ড না থাকায় আইনত কোনো কাজ করতে পারবে না ও, অথচ ওখানের ঐ বিপুল পরিমাণ খরচ ওর মামা কোনোভাবেই দিতে পারবেন না। অন্য অনেকের মতোই জাকিও তাই এদিক ওদিক ছোটখাটো কাজ করে চলতে লাগলো। কাজের সুবিধের জন্যে বাপে খেদানো সুপুত্তুর এবং অরফ্যান বয়দের (অধিকাংশই জারজ সন্তান) সাথে ভিড়ে গেল। প্রচুর কাজ পেতে লাগলো, কিন্তু শুরু হলো ঝামেলা, বাড়তে লাগলো অপরাধ প্রবণতা, চুরি, ছিনতাই। একদিন এক মিথ্যা খুনের দায়ে ফেঁসে গিয়ে পুরোপুরি আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে গেল জাকি, পালিয়ে চলে গেল ন্যু ইয়র্ক। ততদিনে ওস্তাদ হয়ে উঠেছে অন্ধকার রাজ্যের।

এই সময় একদিন আমাদের একজন আমেরিকান মহিলা এজেন্ট বিপদে পড়ে সাহায্য চেয়ে বসে জাকির কাছে। জানপ্রাণ দিয়ে লড়ে কাজটা করে দেয় জাকি। তখনি আমাদের চোখ পড়ে ওর ওপর।

অনেক কষ্টে ওকে বের করে এনেছি আমরা। কিন্তু এখনও রানা এজেন্সিকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না জাকি। আসলে দুনিয়ার কাউকেই বিশ্বাস করে না ও। পৃথিবীটা খুব খারাপ জায়গা বলে ওর ধারণা। স্নেহ-মমতা ভালোবাসা—সব ভুয়া, শুধু স্বার্থের পেছনে ছোটে সবাই—এই হলো ওর দর্শন। হয়তো একারণেই কখনও কোনো মেয়ের সাথে জড়ায়নি। হয়তো জড়ালেই ভালো করতো, জগৎ সংসারের প্রতি এই তীব্র বিদ্বেষ কমতো কিছুটা।

পড়া শেষ করে ফাইল বন্ধ করলো লিব্বা। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো ওর। 'কিন্তু যার কোনো নীতি নেই···,' বললো ও।

'আছে। নিজস্ব একটা নীতি আছে ওর। সেটাকে গাইড করার

চেষ্টা করছি আমরা। ফেকুর কেসটাই প্রমাণ করবে ওকে ব্যবহার করা যাবে কিনা।' সোহানা বললো, 'ভালোকথা, ফেকু যে আমাদের এজেন্ট ছিলো এখন সেটা জানানো যেতে পারে ওকে। আর হ্যাঁ, সিডিউল কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে। ডিউক আসছে না, ডিউকের বদলে জাকিই এখন তোমার কনটাক্ট। সবরকম সহযোগিতা করবে ওকে। আমি আজই হংকং চলে যাচ্ছি ব্যক্তিগত একটা কাজে। আশাকরি তোমরা দু'জনে মিলে বের করতে পারবে জিনিসটা।'

'জিনিসটা...?'

'ফেকুর লাল ফাইল। পাওয়া যায়নি ওটা কোথাও।'

ছয়

খুব সম্ভব ঢাকার সবচেয়ে সুন্দর নকশা করা বাড়ি ওটা। তিনতলা সমান উঁচু দোতলা বাড়িটা ঠিক যেন একটা রাজপ্রাসাদ। অথচ এর বয়েস হবে প্রায় একশ বছর। এটা ছিলো আসলে ফেকুর নানার বাড়ি। ছোটবেলায় মা মারা যায় ফেকুর, তখন থেকেই এটা ওর সম্পত্তি। একটু এগোলেই, লালবাগ কেল্লার ঠিক সামনে হাল ফ্যাশনের বিরাট এক বাড়ি বানিয়েছিল ওর বাপ। ওটাও ওকে দিয়ে গেছে বুড়ো মরার সময়। সামনে বিরাট বাগান, কৃত্রিম ঝরনা, ফোয়ারা সব আছে ওতে, কিন্তু ওটা ভাড়া দিয়ে দিয়েছে ফেকু, থাকে

এই পুরনোটাতেই। থাকে তো না, বলা উচিত 'থাকতো'।

শালা।

বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে জাকি। পাশের গলি-টাও দেখলো, আগের মতোই আছে ওটা। এমনিতেই কেমন অন্ধ-কার অন্ধকার। আরও সামনে গিয়ে খুব সরু হয়ে গেছে, রিকশও যেতে পারে না। তাই প্রায় নির্জনই থাকে রাস্তাটা।

ঘড়ি দেখলো জাকি, পোনে এগারোটা বাজে। দেরি করছে মও। সামনে একটা ছোট্ট পান সিগারেটের দোকান। এগিয়ে গেল ও। একটা সিগারেট কিনে পাশে লটকে থাকা দড়ি থেকে ধরিয়ে নিলো। আর কেউ নেই। খুচরো পয়সা নিতে নিতে কথাচ্ছলে জিজ্ঞেস করলো, 'ফেকুরে চেনো তুমি?'

'হ, চিনি, কেলে গা?' জাকির আপাদমস্তক দেখলো লোকটা। সন্দেহ।

'আমি ওর বন্ধু। এখন থেকে এই বাড়িতে থাকবো।' ইশারায় ফেকুর বাড়িটা দেখালো জাকি। 'তুমি কতক্ষণ থাকো এখানে?'

'এই সারে দশটা, এগারোটাবি বাজে এহেকদিন।'

'আচ্ছা, ঐ শুক্রবার, যেদিন ফেকু মারা গেল, সেদিন রাতে ও তোমার এখান থেকে সিগারেট কিনলো কটার সময়, মনে আছে?' আন্দাজে ঢিল মারলো ও। লাউঠা বলেছিল উনিশটা সিগারেট পেয়েছে, হয়তো মারা যাওয়ার কিছুক্ষণ আগেই কিনেছিল ও।

'হ, ঐ তো, কুনো কাস্টোমার-উস্টোমার আইতাছে না, আমি গরি দেখলাম সারে দশটা বাজে। এই টাইমে ফেকুবাই আয়া কইলো এক প্যাকেট ফাইপ ফাইপ দিবার। আমিবি দিলাম অর বাদেই কারেন গেল গা। বাস্, আমিবি চাট্টিপাট্টি গুটায়া দোকান বন কইরা

গেলাম গা।'

মনোযোগ দিয়ে শুনলো জাকি। 'যাওয়ার সময় ওর বাড়ির সামনে কাউকে দেখেছিলে?' বললো ও।

'ঐ ম্যার (রাস্তা থেকে গেট পর্যন্ত কয়েক ধাপ সিঁড়ি)-এর উপ্‌রে আগুন দেখছি, লাগলো জানি—ফেকুবাই বয়া বয়া সিগারেট খাই-তাছিল।'

উত্তেজিত হয়ে উঠলো জাকি, 'ঠিক দেখেছো তুমি? আর কাউকে দেখনি?'

'ঠিকই দেখছি, ফেকুবাই একলাই আছিলো।'

রিকশ থেকে নামলো মও। একগোছা চাবিসহ একটা কীপার্স দিলো জাকির হাতে। 'প্রথমে দিতে চাচ্ছিলো না শরীফ, বললো ও, 'মনে হয় তুমি ওকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছো।'

'সবে তো শুরু,' বললো জাকি। চিন্তিত।

পাশের বন্ধ গ্যারেজটা দেখালো মও, একটা সুবারু-৭০০ আছে ওখানে। ওর চাবিটাও পার্সে আছে।

বিরাট কাঠের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো ওরা। সামনের সবকটা লাইট জ্বেলে দিলো মও অভ্যস্ত হাতে। অবাক হয়ে গেল জাকি।

অন্যান্য আগের দিনের বাড়ির মতোই এটারও মাঝখানে উঠোন-মত একটু খোলা জায়গা, চারদিকে দালান। সেই উঠোনটায় এখন বিরাট এক ফোয়ারা শোভা পাচ্ছে। নিচের চৌবাচ্চাটা মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো।

চমৎকার!

কি যেন কবিতাটা শালা, যখন টাকা ছিলো আমার!

অন্য ঘরগুলোতে এখন আর ঢুকলো না জাকি, দোতলার বেড-

রুমে চলে এলো। আলো জ্বালতেই চোখে পড়লো এক চোখ ছোট করে ঠোঁটের কোনায় এক টুকরো হাসি নিয়ে চেয়ে আছে ফেকু। চমকে উঠলো জাকি পোস্টার সাইজ ছবিটা দেখে। ঐভাবে হেসে আর কেউ ওর দিকে তাকাবে না কোনোদিন।

শালা।

ঘরের চারদিকে চোখ বুলালো জাকি। এবার আর তেমন অবাক হলো না, শুধু দেখতে লাগলো তাকিয়ে তাকিয়ে। পাঁচতারা হোটেলের ডিল্যাক্স স্যুইটের মতো করে সাজানো ঘরটা। সবই ঠিক আছে, শুধু রাজা নেই।

ঘরটা ভালোকরে দেখলো জাকি। বাথরুমটাও দেখে এলো। সবখানেই পুলিসের নাড়াচড়ার চিহ্ন পেলো ও। কিন্তু এক কোনায় ছোট্ট ফ্রিজটার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে গেল, এগিয়ে গেল। কেউ ওটাকে সরিয়ে আবার জায়গামত বসিয়ে রেখেছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। মণ্ডকে ডেকে দেখালো জাকি।

ঠোঁট কামড়ালো মণ্ড, 'পুলিস ওটা নড়ানোর কথা নয়।'

'পুলিস ওখানে হাত দেবে কেন? কী এমন জিনিস ঐ ছোট্ট ফ্রিজটার পেছনে কিংবা নিচে লুকাতে পারে ফেকু?'

এমন সময় হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো। দুজনেই দুজনের দিকে চাইলো। কে হতে পারে?

জাকি গিয়ে তুললো রিসিভারটা, 'ইয়েস?'

'ক্যাঠা, ওস্তাদ নিকি?'

'আরে বিশা, কি খবর?'

'হারি মিয়া তোমারে বিছরায়া পাওন যায় না, কোই থাকো? এইদিকে তো বাজার গরম। রহমতগঞ্জের দুই জল্লাদ নুরা আর

ফকিরারে কেঠা বলে হায়ার কইরা লয়া গেছে। লাগে কি তোমার পিছেই ছুলায়া দিবো অগরে। তোমারে বিছরাইতে বিছরাইতে, পরে আমাগো উকিলসাব, সরিপ মিয়া খবর দিলো কি তুমি ফেকুর বারিতে থাকা পারো। এলায় ঠিকই পাইলাম। হেন্দে কী করতাছ?'

'আমি এখন থেকে এখানেই থাকবো, বিশা।'

'ধুরও পচা কাম!'

'মানে?'

'পচা কামে আত দিও না, ওস্তাদ। আমি কই কি তুমি কয়দিন বাইরেই থাকো। এক্কেরে কইলজার বিরতে ডুইকা বয়া রইছো, কামটা বালা অইতাছে না লাগে।'

'এই বাড়ি এখন আমার। আমি আমার বাড়িতেই থাকবো।'

'তুমি হালায় আগের রহম হ্যাকড়াই রয়া গেছো। যাউক গা, তাইলে আমিবি আইতাছি, কি কও?'

'তা আসতে পারো।'

ফোন রেখে দিলো জাকি। মওকে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে বিদায় করে দিলো। দরজা বন্ধ করার দরকার নেই, বিশা আসবে; তাই জাকি আর নিচে গেল না, একাই বেরিয়ে গেল মও।

শিস দিতে দিতে কি করা যায় ভাবছে জাকি, দরজার পাশেই ম্যাগাজিন শেলফটার দিকে এগিয়ে গেল, বসলো হাঁটু গেড়ে। টানতেই খুলে গেল পাশের ড্রয়ারটা। ভেতরে নানান কাগজপত্র, পত্রিকা, নিচে কয়েকটা ফাঁকা মানিঅর্ডার ফরম।

ভ্রূ কুঁচকে উঠলো জাকির, মানিঅর্ডার ফরম কেন? কাউকে টাকা পাঠিয়েছিল ফেকু? কিন্তু ওর তো কোনো আত্মীয় স্বজন নেই। তাছাড়া অতগুলো কী দরকার!

একলা ঘরে এদিক ওদিক চাইলো জাকি। ফ্রিজটার দিকে চোখ পড়লো। কী জিনিস খুঁজছিল ওরা? পেয়েছে? চারদিকে তাকাতে লাগলো, বিরাট স্টেরিও সেট, টিভি, ভিসি আর···হঠাৎ গীটারটার ওপর চোখ পড়তেই তাজ্জব হয়ে গেল জাকি। শোকেসের ওপরে ওরই স্প্যানিশ গীটারটা শুয়ে! ঠিক তার পাশেই ছোট্ট একটা স্ট্যাণ্ডে সুরাইয়ার একটা পোস্টকার্ড সাইজ ছবি। এখানে আরও উচ্ছল আর প্রাণবন্ত লাগছে ওকে। ওর ছবি এখানে কেন?

গীটারটা হাতে নিলো জাকি। তারগুলো চকচকে, হয়তো এর মধ্যে বদলেছে ফেকু। বাজাতো নাকি শালা? সাত বছর আগের বন্ধু এটা···সাত বছর! আহ্! পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছলো। সি-মাইনর কর্ডটা বাজাতে গেল—হাতে লাগে। সাত বছর আগে বাম হাতের এই তিনটে আঙুলের ডগায় কড়া পড়ে শক্ত হয়ে গেছিলো।

সোফার গায়ে হেলান দিয়ে কার্পেটের ওপর বসলো জাকি। একটা সিগারেট বানালো, ধরিয়ে নিয়ে গীটারটা কোলে টেনে নিলো। শুধু চার পাঁচ আর ছয় নম্বর তারটা বাজাতে লাগলো মৃদু মৃদু। তারপর ওরা এলো।

দরজাটা খুলতেই মুখ তুলে তাকালো জাকি। মুখ থেকে সিগারেটটা নামালো। লম্বা ছাই জমেছে, গীটারটা সরিয়ে রেখে পাশের নিচু টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়লো। তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে বসতে ইশারা করলো, 'বসুন। কোনো সমস্যা?'

দাঁড়িয়েই থাকলো রবীন্দ্র চৌধুরী দু'পাশে দুই স্যাঙাৎকে নিয়ে। 'এই, একটু দেখা করতে এলাম আরকি,' বললো সে।

'বেশ করেছেন। তা কি করে জানলেন আমি এখানে আছি?'

'এ আর এমন শক্ত কি ? লম্বা লেজ তোমার, খোলামেলা ঘুরে বেড়াচ্ছো, লেজ ধরে এগোতেই পেয়ে গেলাম। কিন্তু ভেবো না খুব চালাক তুমি।'

তুমি করে বলায় বিরক্ত হলো জাকি।

'শুধু এই কথা বলার জন্যে এখানে এসেছেন ?' আপনি করেই বললো ও।

'ঠিক তা না অবশ্য।'

'তো ?'

সময় নিলো রবীন্দ্র। চেয়ে আছে। তারপর ধীরস্বরে বললো, 'ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছো তুমি। কত লাগবে খরচ ?'

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে পিষে ফেললো জাকি। তারপর হাতটা ফিরিয়ে এনে কোলের ওপর রাখলো। আর একটু ঢিলে হয়ে বসলো। জ্যাকেটটা এখন বেশ একটু ফাঁক হয়ে আছে।

'যাচ্ছি নাকি ? কৈ, জানি না তো।'

'হ্যাঁ যাচ্ছো। কত টাকা চাও বলো। ফেকুর রাজত্বটা চমৎকার তা মানি, কিন্তু ওগুলো সামলে রাখাও খুব ঝক্কি ঝামেলার ব্যাপার। তারচে' বরং অন্য কোথাও গিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে রাজার হালে থাকতে পারবে।'

'আচ্ছা ! তা কেনইবা এই দয়া আমার ওপর ?'

'কেন—তা তুমি বুঝবে না। যেভাবে খুশি নিতে পারো, ক্যাশ, কিংবা কোনো ফরেন একাউন্টে জমা—যেভাবে খুশি।'

'লোভনীয় প্রস্তাব।'

'তাহলে ?'

'তাহলে, তোমরা এখন বেরিয়ে যাচ্ছো। আর হ্যাঁ এর পরে

আমার বাড়িতে ঢুকতে অনুমতি নিয়ে ঢুকবে। দ্বিতীয়বার আর ক্ষমা করবো না। যাও।'

স্যাঙাৎদের একজন এমনভাবে একটুখানি হাসলো যেন খুব দুঃখ হচ্ছে ওর জাকির জন্যে।

'বস্, পাখিটারে এট্টু আদর করি?' অন্যজন বললো।

রবীন্দ্র চেয়ে আছে জাকির দিকে। ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে বুকে দাগ কাটছে জাকি। অনেকটা ফাঁক হয়ে আছে ওর জ্যাকেট। সঙ্গের দুজনের কথা ভাবলো রবীন্দ্র, ওদের কাছেও আর্মস আছে, কিন্তু···তেমন কিছু হলে ও নিজে অক্ষত থাকবে এমন গ্যারান্টি নেই। বোঝাই যাচ্ছে নিজের জানের পরোয়া করে না এই লোক।

'কেউ একটু নড়লেই কপালে টিপ পরিয়ে দেবো, বলে দিলাম।' সাবধান করে দিলো জাকি। চেয়ে আছে রবীন্দ্রর দিকে, কিন্তু সঙ্গের দুজন নজরে আসছে পরিষ্কার।

'খবরদার চান্নু, জ্যাকেটের ভেতরে রড আছে ওর,' রবি বললো।

সবাই টানটান হয়ে আছে। চান্নুর সঙ্গের মাস্তানটা মুখ খুললো, 'ঐহানথেইক্যা তুমি হয়তো অরে ফালাইবার পারবা, মগর ততক্ষণে আমি কি করুম কও দেহি?'

'তুই মইরা মেলা করবি!' পেছন থেকে বললো বিশা বিলাই।

পাঁই করে ঘুরলো সবাই। দেখলো একটা ছোট্ট রিভলবার হাতে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিলাই। ততক্ষণে জাকির হাতে চলে এসেছে '৩৮।

'কাজটা ভালো হচ্ছে না, জাকি। আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখা উচিত তোমার।'

'ভ্যাপ্। বেয়াদ্দপ!' ঝাড়া মারলো জাকি।

ল্যাজ গুটিয়ে বেরিয়ে গেল সবাই। দরজা বন্ধ করে দিয়ে এলো বিশা।

'কে এই গরুটা?' সোফায় বসে বললো জাকি।

'শক্ত মাটিতে বিলাই হাগে না, ওস্তাদ। ফেকুর থে' খালি এইটুক হুনছি কি ব্যাবসা করে। ব্যাস, আর কিছু কয়া পারি না। রোজ রাইত বারোটা তামাতি "লক্ষি হোটেলে", খায়া খুয়া বয়া থাকে! বহুৎ গাঢ্ঢা পানির মাছলি।'

'থাকে কোথায়?'

'কামরাঙ্গির চরে।'

'যাকগে, ছাড়ো ওসব। শোনো, ওখানে কয়েকটা মানিঅর্ডার ফরম দেখলাম। কী কাজে লাগতো ওগুলো, জানো কিছু?'

গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করলো বিলাই। বললো, 'পরতেক মাসে এক হাজার কইরা ট্যাকা পাঠাইতো জয়দেবপুরের এক মাই-য়ার কাছে।'

'মেয়ের কাছে! কে? দুঃস্থকে সাহায্য, না ব্ল্যাকমেল?'

'কয়া পারি না। আমারে কিচ্ছুবি কয়নিকা এই ব্যাপারে। অর ট্যাকা-পসার সব কাম ঐ ডিপ্টিই করতো, মগর এই কামটা আমারে দিয়াই করাইতো ফেকু। কাউরে কইবার না করছিল, আইজকা তোমারে কইলাম।'

'নাম ঠিকানা মনে আছে?'

'হ-অ-অ, তোতা পাখির রহম। মিসেস ফৌজিয়া রহমান, নিঝুম ভিলা, ছায়াবীথি, জয়দেবপুর।'

'কী মনে হয় তোমার? কে হতে পারে ও?'

'জানি না। তয় এটুক আন্দাজ করা পারি বি, কেসটার ম'দে

গাপলা আছে। কিল্লেগা, কুন সময় নিজের নাম ঠিকানা দিতো না উই, উল্টাপুল্টা ঠিকানা দিতো আর নাম দিতো কুটু।'

'মানে? প্রেরকের নাম দিতো কুটু?'

'হ।'

ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করতে লাগলো জাকি, কুটু! কোনো নামের সংক্ষেপ, না ব্ল্যাকমেলারের ঠিক করে দেয়া কোডওয়ার্ড! অবশ্য, কোনো মেয়ে ব্ল্যাকমেল করবে—এত সোজা লোক ছিলো না ফেকু। নিশ্চয়ই পেছনে আরও কেউ আছে।

যাই হোক, খোঁজ নেয়া দরকার। যদি ব্ল্যাকমেলই হয়, জন্মের মতো খিদে মিটিয়ে দিতে হবে। লাগলে পুরো পাইপটাই খাইয়ে দেয়া যাবে।

হুঁহ্!

দুহাত ঘষলো বিশা, সামান্য কাশলো, তারপর সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললো, 'ওস্তাদ, যেটার লেইগা ফেকু জান দিছে, চলো ওস্তাদ, ঐ কামটা দুইজনে মিলা আমরা কইরা ফালাই।'

'কি?' বিস্মিত হয়ে তাকালো জাকি।

কোনো কথা না বলে ফ্রিজ খুলে জনি ওয়াকার, রেড লেবেল এর বোতলটা বের করে জিভের আগা দেখিয়ে নিঃশব্দে হেসে রইলো বিলাই।

দেখে প্রচণ্ড হাসতে লাগলো জাকি। অনেকক্ষণ পর একটু রিল্যাক্সড্ ফীল করছে। জোরে হাসতে গিয়ে খুব কাশতে শুরু করলো বিশা, বাথরুমে কফ ফেলে আসলো।

'অসুখটা কতদিন থেকে বিশা?'

দুটো বড় গ্লাসে ঢাললো বিলাই। জাকিরটাতে একটু পানি মিশিয়ে

দিলো, নিজে নিলো একদম নির্জলা।

'জানি না, এক বছর আগে পয়লা রক্ত বাইরইল। তারপর ডাক-তর ডুকতর দেহাইছিলাম, হায়ত না থাকলে ঐ (···)-র পোলারা কী করবো? আর, বাইচা থাইকাইবা কি অইব? যাওবি কানা বালতি এক মা আছিলো উইবি মইরা গেল, আর বউ (ছাপার অযোগ্য) তো পোলাটারে লয়া ওই যে গেল—আইজও গেল কাইলও গেল। আর পাইলাম না।' একবারে অনেকটা ঢেলে দিলো গলায়, 'সব ( )-র পোলা ট্যাকার পিছে লৌড়াইতাছে, মায়া-মহব্বত উইঠা গেছে দুনিয়াথনে। রাস্তা দিয়া আটতেই ডর লাগে। এটার লেইগা হরওয়াকৃত ম্যাচবাত্তি (রিভলবার) লগে থাকে আমার। ঐ (···) মারানিগো আতে মরলে কব্বরে গিয়াবি শরীলটা জ্বলবো।'

'ও হ্যাঁ, সুরাইয়ার ছবি এখানে কেন, বিশা?'

অবাক হয়ে ছবিটা দেখলো বিশা, হাসলো। 'ঐটা সুরাইয়া না, অর ভইন জুবাইদা। ফেকু অরে বিয়া করবো কইরা কইছিল, মগর একদিন···মইরা গেল।'

গ্লাস শেষ করে আবার ঢাললো বিলাই। জ্যাকেটটা খুলে সোফায় রাখলো জাকি। আর একচুমুক খেয়ে বাথরুম ঘুরে এলো। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। জাকির গ্লাসের বাকিটা আবার ভরে দিয়ে বোতলটা নিয়েই পাশের ঘরে চলে গেল বিলাই। গেস্টরুম ওটা। বিলাই প্রায়ই থাকে ওখানে।

জুতো প্যান্ট সব খুলে বিছানায় উঠলো জাকি। লেপটা টেনে নিলো। খুব শীত। গ্লাসের দিকে চোখ পড়লো। নেমে গিয়ে একটা চুমুক দিলো। স্টেরিওর সামনে গিয়ে ক্যাসেট খুঁজতে লাগলো,

স্ট্যাণ্ডের নিচে পেলো একটা। আরে, রড স্টুয়ার্ট! ঢুকিয়ে দিয়ে অন করলো সেটটা। তারপর সব লাইট নিভিয়ে গ্লাস নিয়েই বিছানায় উঠলো। উ-উ-উ···শীত! বন্ধ ঘরে প্রাণ পেলো রড—

সামবডি সামহয়ার, ইন দা হীট অব দা লাইট
লুকিং প্রেটি ডেনজারাস, রানিং আউট দা প্যাশন
টুনাইট ইন দা সিটি, ইউ ওউন্ট ফাইণ্ড এনি বীয়ার দেয়ার
হার্ড টু বি আনটুইস্টেড, নেভার লাভ এ চিভী
ইন দা বার অ্যাণ্ড দা কাফে, ইন দ্য স্ট্রীট অ্যাণ্ড এ্যালে
লট অব প্রিটেণ্ডিং, এভরীবডি'জ মার্চিং

ওয়ান্স এনাফ, য়্যু নেভার আউট অব ডেনজার
ওয়ান হট নাইট, স্পেণ্ট উইথ এ স্ট্রেঞ্জার
অল য়্যু ওয়ান্ট, ইজ সামবডি টু হোল্ড অন টু

নিউইয়র্ক মস্কো (প্যাশন), হংকং টোকিও (প্যাশন)
প্যারিস অ্যাণ্ড ব্যাংকক (প্যাশন), লট অব পীপল প্লেইং ড্রাগ (প্যাশন)
হিয়ার ইট ইন দ্যা রেডিও (প্যাশন), রিড ইন দ্যা পেপার (প্যাশন)
চিউ ইট ইন দ্যা চার্চেস (প্যাশন), সি ইট ইন দ্যা স্কুলইয়ার্ড (প্যাশন)
এ্যালোন ইন দ্যা বেড এ্যাট নাইট, ইটস হাফপাস্ট মীডনাইট
এ্যাট টার্ন অব সাইনলাইট, উউউ-উউউ সামথিং এইণ্টলাইট
হিয়ার'স নো প্যাশন, দেয়ার'স নো প্যাশন
দেয়া···র'স নো প্যাশন
আই নীড প্যাশন, ইউ নীড প্যাশন, উই নীড প্যাশন
ক্যাণ্ট লীভ উইদাউট প্যাশন, ওউন্ট লীভ উইদাউট প্যাশন
ইভেন দা প্রেসিডেণ্ট নীড্স প্যাশন

এভরীবডি আই নোও, নীড সাম প্যাশন
সাম পীপল ডাইড অ্যাণ্ড কীল্‌ড ফর প্যাশন
নোবডি এডমিড দে নীড প্যাশন
সাম পীপল আর স্কোয়ার্ড অব প্যাশন
ইয়েহ্‌ প্যাশন…

নেমে গিয়ে গানটা আবার দিলো জাকি। এসে শুয়ে পড়লো। পুঁচকে মেয়েটার কথা মনে পড়লো, কী যেন নাম—লিব্বা না ডিব্বা, ওকে তুমি করে বলেছে। শয়তান মেয়ে, মজাটা দেখাবো তোমাকে, দাঁড়াও। অবশ্য, মেয়েটা…, মানে…, খুবই সুন্দর।

ধুত্তোর!

লেপমুড়ি দিলো ও।

এলোন ইন দা বেড এ্যাট নাইট (প্যাশন)

ইটস হাফ পাস্ট মীড নাইট (প্যাশন)

…

সাত

সকালে ঘুম থেকে উঠে অবাক হয়ে গেল বিলাই, জাকির ঘরের দরজা জানালা সব খোলা। ভেতরে ঢুকে দেখলো দেয়ালে ঠেস দিয়ে হাতের ওপর খাড়া হয়ে আছে জাকি। ধীরে ধীরে মাথা

মেঝেতে ঠেকলো, আবার উঠতে লাগলো। এভাবে কয়েকবার করার পর লাফিয়ে পায়ের ওপর দাঁড়ালো। লম্বা দম নিলো। তারপর কারাতের কয়েকটা কাটা প্র্যাকটিস শুরু করলো। বসে বসে দেখতে লাগলো বিলাই। ওর চোখ দেখে মনে হচ্ছে যেন হারিয়ে যাওয়া ভাইকে অনেক দিন পর ফিরে পেয়েছে।

উজিরের দোকানের বুঁদিয়া দিয়ে নাস্তা করার পর চা নিয়ে বসলো জাকি, একটা সিগারেট বানাতে লাগলো। পিরিচে ঢেলে ফড়াৎ ফড়াৎ করে চা খাচ্ছে বিলাই।

হাতে একগাদা কাগজপত্র, বগলে তরতাজা ইত্তেফাক নিয়ে মও এসে হাজির হলো। কাগজপত্র শরিফের কাছ থেকে এনেছে, ফেকুর সাম্রাজ্যের বিশদ বিবরণ। মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলো জাকি।

পড়া শেষ করে ইত্তেফাক ধরলো। খানিক পরেই চোখে পড়লো একটা হেডলাইন—শহরে সন্ত্রাস: খোলাখুলি বোমাবাজি। লিখেছে আব্দুল্লাহ্ আবু সালেহ্। মৃদু হেসে মও-র দিকে একবার চাইলো জাকি, এজন্যেই এনেছে কাগজটা। গতকালের নিউ-এলিফ্যান্ট রোডের কাহিনীটা লিখেছে। কিন্তু···একটু অবাক হলো জাকি। ঘটনাটার জন্যে পরোক্ষভাবে ওকেই দায়ী করা হয়েছে, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—ও ই যে ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু সেটা জানে না সালে, জানলে আরও সরাসরি তীব্র আক্রমণ করতো। তার মানে গত কালের ঘটনা লিব্বা ওকে বলেনি। কেন?

পুরো ব্যাপারটা নিয়ে ওদের সাথে আলোচনা করলো জাকি। যেসব ঘটনা ওরা জানতো না, সেগুলোও বললো। সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেল ওরা। বিশা কিছুক্ষণ কাশলো। মও ওর বিরাট ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, 'এখন তাহলে কি করবে?'

'আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, তোমরা এখানেই থাকবে। ফিরে এসে তোমাদের নিয়ে বেরুবো।'

জয়দেবপুরে কোস্টার থেকে নেমে রিকশ নিলো জাকি। ইচ্ছে করেই গাড়ি আনেনি। ছায়াবীথিতে নেমে হেঁটে চললো, রিকশঅলার কাছেই জেনে নিয়েছে পথ।

প্রাচীন মন্দিরের সঙ্গে কালো পাথরের তৈরি বিশাল শিবলিঙ্গটার পাশ দিয়ে মেঠো পথ ধরে চলেছে ও। একটু পরেই ঝাঁকড়া এক আম গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ছোট্ট ছিমছাম একতলা বাড়িটা, নিঝুম ভিলা।

কনুই দিয়ে পাইপটাতে একটু চাপ দিলো জাকি। এদিক ওদিক চাইলো একবার, গেটের সামনে দাঁড়ালো কোমরে হাত দিয়ে। জ্যাকেটটা ফাঁক হয়ে আছে, যে কোনো পরিস্থিতির জন্যে তৈরি। ঢুকে পড়বে কিনা ভাবছে, এই সময় ওপাশের বাগান থেকে বছর পাঁচেকের একটা ফুটফুটে ছেলে দৌড়ে এসে দেখতে লাগলো ওকে।

ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো জাকি, বাচ্চাদের সাথে··· ঠিক সহজ হতে পারে না ও। কিন্তু ছেলেটা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, 'তোমাকে চিনি আমি, তুমি জাকি চাচু। বলো, ঠিক বলিনি?' এগিয়ে এসে হাত টেনে ধরলো, 'এতদিন আসোনি কেন? এসো, ভেতরে এসো।'

হতভম্ব হয়ে গেল জাকি, হাত ছাড়িয়ে শক্ত করে ধরলো ছেলে-টাকে, জিজ্ঞেস করলো, 'কি করে চিনলে আমাকে?'

অবাক হলো ছেলেটা ওর রুক্ষ আচরণে, 'আব্বুর সাথে তোমার ছবি দেখেছি।'

'কে তোমার আব্বু? নাম কি?'

'ফখরুদ্দিন আহমেদ ফেকু। কেন তুমি জানো না?'

ধড়াস করে উঠলো জাকির ভেতরটা, ফেকুর ছেলে! হাঁটু ভেঙে পায়ের আঙুলের ওপর বসে দুহাতে ধরলো ওকে, ফেকুর ছেলে ও! ফেকুর ছেলে! কিন্তু···, ও তো সঙ্গে করে টফি নয়, বুলেট নিয়ে এসেছে শুধু। হাত দিয়ে ওর মুখটা ধরে দেখতে লাগলো জাকি, তাইতো, এতক্ষণ খেয়াল করেনি, ফেকুর মতোই চেহারা। অজানা এক আবেগ ভর করলো ওকে, বুকে চেপে ধরলো ছেলেটাকে শক্ত করে।

জীবনে প্রথম কোনো শিশুকে চুমু খেলো ও।

কিন্তু ওর মা কে? 'শোনো, তোমার আম্মু কোথায়?'

'আব্বু আম্মু দুজনেই বিদেশে থাকে, আসবে।' আদর পেয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠলো ছেলেটা, 'দেখি তোমার বুদ্ধি আছে কিনা, বলো কোন দেশে মাটি নেই?'

'মাটি!'

'পারলে না? সনদেশে! আচ্ছা বলো তো, কোন সাগরে পানি নেই? জলদি বলবে।'

সাগরে পানি নেই!

এই সময় সামনের বারান্দায় বেরিয়ে এলো অল্পবয়েসী এক মহিলা, 'কি হচ্ছে, পাপ্পু?'

'এই যে, চাচু, তুমি আন্টির সাথে কথা বলো, আমি এক্ষুণি আসছি।' মহিলাকে পাশ কাটিয়ে দৌড়ে ভেতরে চলে গেল ছেলেটা।

অনেক প্রশ্ন ভীড় করে আছে, সবকটার উত্তর পেতে হবে। ফেকুর ছেলে এখানে কেন! উঠে দাঁড়ালো ও, 'আপনিই কি মিসেস

ফৌজিয়া রহমান ?'

'জি, কিন্তু আপনাকে তো ঠিক···?'

'কুটু নামটা শুনেছেন কখনও ?'

বিব্রত ভঙ্গিতে হেসে ফেললো মহিলা, 'সেকি, আমার বান্ধবী জুবাইদার ছোটবেলার নাম কুটু। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে ? আমি তো ভেবেছিলাম আমি ছাড়া আর কেউ বুঝি জানে না ওটা। আসুন, ভেতরে আসুন। আপনি বুঝি কুটুর বন্ধু ?'

হতবাক জাকিকে ভেতরে বসিয়ে এক দৌড়ে ক্ষীরের পাটিসাপটা নিয়ে এলো ফৌজিয়া। সঙ্গে পুতুল-পুতুল চেহারার পাপ্পুর বয়েসী একটা মেয়ে। চোখ বড় করে দেখছে জাকিকে।

বড় একটা অ্যালবাম নিয়ে এলো পাপ্পু, 'এই দেখো, চাচু, আব্বুর সাথে তোমার ছবি।'

'ওমা, আপনিই জাকি! চিনতেই পারিনি। দুষ্টুটা কি করে চিনলো রে!'

ছবিতে ফেকুর পাশে দাঁড়িয়ে ভ্রূ কুঁচকে একটা বিশেষ ভঙ্গিতে ক্যামেরার দিকে চেয়ে রয়েছে জাকি। ঠিক এভাবেই বাইরে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল ও, হয়তো সেজন্যেই চিনে ফেলেছিল পাপ্পু। জুবাইদারও কয়েকটা ছবি রয়েছে।

'এ বুঝি আপনার মেয়ে,' জ্যান্ত পুতুলটার গাল টিপে দিলো জাকি, 'ওর আব্বাকে দেখছি না, কোথাও গেছেন নাকি ?'

'ও তো ডাক্তার, হাসপাতালে গেছে। আমি এখানে এক স্কুলে পড়াই, কিছুক্ষণ হলো এসেছি।'

'আচ্ছা, এই কুটু, মানে জুবাইদা এখন কোথায় ?' অবশেষে এভাবেই প্রশ্ন শুরু করলো জাকি।

'কোথায় যে আছে সে ও-ই জানে। প্রায় পাঁচ বছর আগে হঠাৎ একদিন এসে হাজির, বললো খুব নাকি বিপদে পড়েছে—তাই উপায় না দেখে এই ছোট বেলার বন্ধুর কাছেই এসেছে। তখনই জানলাম ওর বিয়ের কথা। ছবি দেখালো ফেকু ভাইয়ের। কিন্তু ওর সাথে নাকি ঝগড়া হয়েছে বললো। টের পেলাম ও তখন অন্তঃসত্ত্বা। ছোট বেলা থেকেই অসম্ভব জেদী ও, ভাবলাম সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

'এখনকার হসপিটালেই পাপ্পু হলো। ওর বয়েস যখন ছ'মাস তখন ওকে আমার এখানে রেখে চলে গেল কুটু। তারপর মাঝে-সাঝে আসতো, কিন্তু কখনও ফেকু ভাই আসতো না। আমি তো ওকে চিনি না, ঠিকানাও জানি না, তাই কোনো যোগাযোগ করতে পারিনি। তারপর প্রায় সাড়ে তিন বছর থেকে আর আসে না ও; কোনো চিঠিপত্রও দেয় না। শুধু প্রতিমাসে এক হাজার করে টাকা পাঠায়। কী যে ছাই করে কিছু বুঝতে পারি না। মনে হয় খুব ঘুরতে হয় বেচারিকে, প্রতিবার টাকা পাঠাবার সময় ঠিকানা বদলে যায়। ওসব ঠিকানায় চিঠি লিখেও কোনো উত্তর পাইনি।

'আপনি নাকি বিদেশে ছিলেন? যাক, এবার নিশ্চয়ই ওদের ঝগড়াটা মিটিয়ে দিতে পারবেন। আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো, কে পাঠিয়েছে আপনাকে, কুটু না ফেকু ভাই?'

হায় ফেকু, হায় কুটু, হায় বেচারি ফৌজিয়া! একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলো জাকি।

কিছুক্ষণ পর ছায়াবীথির রৌদ্রছায়াময় পথে হাঁটতে হাঁটতে ফেকুর কথাই ভাবছিল জাকি। মনে হয় হঠাৎ করেই জুবাইদাকে বিয়ে করে ফেলেছিল ও, সেজন্যেই ব্যাপারটা গোপন রেখেছিল। তারপর অতি একগুঁয়ে মেয়েদের যা হয়—হয়তো সামান্য কোনো কারণেই

ঝগড়া-ঝাটি করে এখানে চলে আসে জুবাইদা ওরফে কুটু। বাচ্চা হওয়ার পরেও ওদের গোলমাল মিটলো না, হয়তো ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নেয়নি ফেকু, কুটুকে রাগিয়েই মজা পাচ্ছিল, ভেবেছিল আপনিই থেমে যাবে ঐ অভিমান। কিন্তু একদিন হঠাৎ আত্মহত্যা করে বসলো বোকা মেয়েটা। ফেকু নিশ্চয়ই জানতো তার ছেলের কথা, তখন থেকে গোপনে টাকা পাঠাতে থাকে ও নিয়মিত। কিন্তু নিজের কাছে নিয়ে গেল না কেন ওকে? এত সুন্দর ছেলেটাকে না দেখে কী করে থাকতে পারতো ও। যাকগে, পাপ্পুর সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হবে তাকেই। ফেকুর অভাব ওকে বুঝতে দেয়া চলবে না কিছুতেই। ভালোই হয়েছে, থাকুক এখানে আর কটা দিন। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হলে একটা ব্যবস্থা হবেই।

কোথাও পাওয়া গেল না সালেকে। অফিসে একজন বললো বাসাতেই পাওয়া যেতে পারে। মও চেনে বাসাটা, মালিবাগের কাছেই একটা মাত্র ঘর নিয়ে থাকে। ওদিকেই ঘোরালো ফেকুর সুবারু-৭০০।

বিশা আর মওকে গাড়িতে রেখে একাই ভেতরে গেল জাকি। খেয়েদেয়ে সবে একটু গড়িয়েছিল বেচারা, জাকিকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসলো।

রাজ্যের বইপত্র, ম্যাগাজিন, কাগজ, ছবি, ক্যামেরা, ফিল্মের খালি বাক্স, মশার কয়েলের টুকরো, টাইপরাইটার, মোমবাতির গলিত দেহ—এসবের মধ্যে এক কিনারে লেপের নিচে শরীরের অর্ধেকটা দিয়ে চেয়ে আছে সালে বিস্মিত দৃষ্টিতে।

'কি চাই?' বিরক্ত ভঙ্গিতে বললো ও।

'তুমি কি চাও, আমি কি করে জানবো, বলো ?' নিজেই একটা চেয়ার খালি করে বসে পড়লো জাকি। তামাকের টিন আর কাগজ বের করলো।

'বিড়ি খাওয়ার আরও অনেক জায়গা আছে, দয়া করে এখানে ওটা না খুললেই খুশি হবো।'

'দয়া! হুম্, কেউ দয়া ভিক্ষা চাইলে অবশ্য তাকে করাই উচিত। কিন্তু ঐ অশ্লীল শব্দটা উইথড্র করতে হবে, এটা বিড়ি নয়।'

সবকিছুর একটা সীমা আছে, কাঁহাতক আর সহ্য হয় এইসব···, 'আমার কাছে কেন এসেছো, বলে বেরিয়ে যাও, ঘুমাবো।'

'ঠিক আছে আজকের মতো ছেড়ে দিলাম।' বানানো সিগারেটটা ধরালো না জাকি। 'শোনো, যে জন্যে এসেছি, পুলিসের সাথে যোগাযোগ আছে তোমার ?'

দেয়ালে হেলান দিলো সালে, 'আমি কিছু দিলে সেটা লুফে নেয় পুলিস। কখন আমি কিছু দেবো এই অপেক্ষায় হাঁ করে থাকে ওরা। বদলে ওরা যা জানে আমাকে জানায়।'

'হাঁ হাঁ, বাহোত বড়া হো তুম, ভঁয়সা যেয়সে! আচ্ছা, ফেকু কোথায় মরেছে বলে পুলিসের ধারণা ?'

'কেন ? ওর ঘরেই গুলি খেয়েছে ও!'

'হুম্, তাহলে ঠিকই রিপোর্ট পেয়েছি আমি।'

'কেন ? তুমি কি অন্যকিছু ভেবেছিলে ?' বিদ্রূপের হাসি সালের মুখে।

'ভেবেছি নয়, প্রমাণ পেয়েছি। ফেকু ওর বাড়ির পশ্চিমের গলিতে গুলি খেয়েছে এবং ওখানেই মরেছে।'

'কি বলতে চাও ?' তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ওর হাতে কাগজ

আর বলপেন চলে এলো, নোট লিখছে। পুরোদস্তুর সাংবাদিক।

'বললামই তো।'

'তোমার এ ধারণা হলো কেন?'

'সুরাইয়া আখতারকে চেনো? একটা অ্যাডফার্মে কাজ করে, মডেল কাম কলগার্ল?'

'হ্যাঁ, কি হয়েছে?'

'ও আমার লাশের ওপর থুতু ফেলতে চেয়েছে যেভাবে ও ফেকুর লাশের ওপর করেছে। অদ্ভুত এবং দুঃসাহসিক চিন্তা, সন্দেহ নেই; কিন্তু তাই করেছে ও।'

'চাপা।'

'নাহ্, প্রমাণ পেয়েছি আমি।'

'কি রকম?' হাত চলছে সালের।

একটুখানি চিন্তা করলো জাকি, বলা যায় ঘটনাটা, 'আর একজন দেখেছে ওর লাশ, ঘড়িটা খুলে নেয় সে। কিন্তু বেচতে গিয়ে ধরা পড়ে আমাদেরই এক ভক্তের হাতে। গতকালই ঘড়িটা ফেরত পেয়েছি আমি।'

দ্রুত বলপয়েন্ট চলছে সালের, কিন্তু চেয়ে আছে জাকির দিকে, উত্তেজিত। 'জানো, কি বলছো তুমি?'

'জানি।'

'তাহলে লাশটা আবার ওর ঘরে গেল কিভাবে? সুরাইয়া ঠিক কখন দেখেছে ওর লাশটা? আশপাশে কাউকে দেখেনি?'

'কোনোটারই উত্তর জানি না। সুরাইয়া অসুস্থ।' মুখ টিপে টিপে হাসলো জাকি, 'আমাকে ভুল করে কিছু দোয়া দরূদ শুনিয়ে এখন ভয়ে আধমরা হয়ে পড়ে আছে। দেখা যাক, ওর কাছে হয়তো কিছু

পাওয়া যেতে পারে।'

'পুলিসকে জানানো দরকার।' সালে চিন্তিত।

'ঝেড়ে ফেলো, কি কচুটা করবে ওরা?'

'তাহলে আমাকে কেন বললে?'

'বললাম। এর বদলে তুমিও আমাকে বলবে। তোমার নিজের সোর্স এবং পুলিস দু'জায়গা থেকেই খবরাখবর পাবে তুমি, ওগুলো হয়তো আমার কাজে লাগবে।'

'তা অবশ্য মন্দ বলোনি।' মাথা ঝাঁকাতে লাগলো সালে, 'তুমি নিজে নিজেই খুন হয়ে গেলে সত্যিকারের খুশি হবো আমি। আর, যতই ব্যাপারটার ভেতরে ঢুকবে ততই সে সম্ভাবনা বাড়বে। তোমার শরীরে কাফন দেখতে পাচ্ছি আমি।'

মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো সালে।

খুট করে সিগারেটটা ধরালো জাকি। একবারে বেশ কিছু ধোঁয়া নিয়ে সোজা ওর মুখের ওপর ছেড়ে দিলো।

তারপর বেরিয়ে গেল।

গ্রীন রোজ ট্যাভার্ন।

গ্রীন রোড।

কোনো ঝামেলা ছাড়াই মদ বেচে নাম করে ফেলেছে কোব্বাত আলি। হিল ট্র্যাক্টস্-এ পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো শুয়োরের মাংস পাওয়া যায় বলে ওর ধারণা। এবং সুযোগ পেলেই নিজে গিয়ে কিংবা কাউকে দিয়ে আনিয়ে নেয়। কিন্তু কক্ষনো মদ খায় না, ফেরেস্তা আদমী।

এবং ওর প্রধান ব্যাকিং হচ্ছে রীঠা। দোকানের পেছনের

ঘরটাতেই ওর আড্ডা। ওর ভয়েই কেউ এখানে গোলমাল করার সাহস পায় না। দুধ কলা দিয়ে (আসলে মদ আর মাংস দিয়ে) ওকে পোষে কোব্বাত। নিজে অসম্ভব ভীতু ও।

'রীঠা আছে ভেতরে?' গটমট করে ভেতরে ঢুকে কোব্বাতকে জিজ্ঞেস করলো জাকি। দু'পায়ে দাঁড়ানো একটা বুনো ঘোড়ার মতো লাগছে ওকে।

'কে?' রুক্ষভাবে ঝাড়া মারলো কোব্বাত। আত্মবিশ্বাসহীন লোকরা এমনিই করে, পরে পায়ে ধরতেও বাদ রাখে না।

এই সময় বিশা আর মও ঢুকে জাকির দুপাশে দাঁড়ালো। ততক্ষণে কিছু একটা ঘাপলা আন্দাজ করে ফেলেছে কোব্বাত। 'কি-কি ব্যাপার?' ও জিজ্ঞেস করলো।

'বস্ কি জানতে চাচ্ছে বলো।' শান্তভাবে পরামর্শ দিলো মও। বিশা কাউন্টারে তবলা বাজাতে শুরু করলো নিশ্চিন্তে।

'তোমার এখানে কাউকে পারতপক্ষে গুলি করবো না, অন্তত তোমাকে বোধ হয় না। ঠিক আছে?' জাকি বললো।

ভয়ের চোটে কোনো কথাই বলতে পারছে না কোব্বাত। ঘাড় কাত করে হাত কচলাতে লাগলো ও। ঢোক গিলছে খামোখাই।

'তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেছি আমি।' মোলায়েম গলায় মনে করিয়ে দিলো জাকি।

শুধু মুখে নয় আঙুল দিয়ে ইশারা করে ঘরটাও দেখালো কোব্বাত, 'রীঠা ভাই, ডিপ্‌টি ভাই, বুঢ্‌ঢা ভাই আরও দু'জন লোক ঐ অফিস ঘরে কথা বলছে।'

বিশা ওখানেই রইলো, একটা ড্রিঙ্ক ফাটকে মারার তালে আছে। শালা টাউট!

পেছনের সেই ঘরের সামনে গিয়ে নক করলো মও, একজন একটু-খানি ফাঁক করতেই হ্যাঁচকা টানে পুরোটা খুলে ফেললো। হুমড়ি খেয়ে পড়লো লোকটা, লাফিয়ে ওকে টপকে ভেতরে ঢুকে পা ফাঁক করে দাঁড়ালো জাকি। দুই হাত কোমরের বেল্টে।

পেছনে লোকটাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে ওতে হেলান দিয়ে আরামে দাঁড়ালো মও, যেন দুনিয়াতে আর কোনো কাজ নেই ওর।

যে যেভাবে ছিলো, মুহূর্তের ঘটনায় হকচকিয়ে গিয়ে সেভাবেই রয়ে গেল। ডিপ্‌টি সোফায় আধশোয়া, অদ্ভুত লাগছে ওর বিস্মিত চেহারা। রীঠা আর বুঢ্‌ঢা বড় সোফাটায় বসে আছে, ওদেরও ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা। দুটো সোফার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'জন—লাল আর শুক্কুর। লালের একটা হাত পকেটে। কিছু ঘটলে ওরাই ঘটাতে পারে, খেয়াল রাখলো জাকি।

'কি চাও, জাকি?' রীঠাই মুখ খুললো।

'চাই! আমিতো কারুর কাছে কিছু চাই না, আমি কাউকে কিছু দেই,' গালের একদিকে ধারালো একটা হাসি ঝুলিয়ে বললো জাকি।

'হাচাই নিহী? অহনে কি দিবার আইছস, ক দেহি!' লালের দিকে একবার তাকিয়ে সাহস ফিরে পেলো বুঢ্‌ঢা।

'উপদেশ।' বললো জাকি।

'উপদেস্‌!' আকাশ থেকে পড়ার ভান করলো বুঢ্‌ঢা।

'কী উপদেশ?' রীঠা জিজ্ঞেস করলো।

'আমার বিরুদ্ধে ঘুটু পাকানো ছেড়ে দাও। জানে মরে যাবে। একদম শরীর থেকে কল্লা আলাদা করে ফেলবো, বলে দিলাম। মনে রেখো কথাটা, খুব দামী একটা উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি বিনে পয়সায়।'

বুচ্চাকে লালের দিকে চাইতে দেখলো জাকি, চোখে সুস্পষ্ট নির্দেশ। অমনি আর দেরি করলো না ও, লাফ দিয়ে লালের পকেটে ঢোকানো হাতটা কনুইয়ের কাছে ধরে ফেললো, সাথে সাথে ওর প্রিয় অস্ত্র, হাঁটু দিয়ে মারলো ওর পেটে। তারপর এখান থেকেই পা'টা সোজা করে শুক্কুরের কোমরের কাছে ঝাড়লো। মোচড় দিয়ে লালের হাতটা উল্টো দিকে জোরে চাপ দিতেই খালি হাতটা বেরিয়ে এলো পকেট থেকে। চাপ আরও বাড়াতে ঘুরে গেল লাল, ঐ অবস্থায়ই মারলো লাথি, আর হাতটা জোরে ঠেলে দিলো ওপর দিকে। প্রচণ্ড চিৎকার করে পড়ে গেল লাল, জন্মের মতো গেছে হাতটা। হতবুদ্ধি হয়ে গেছিলো শুক্কুর জাকির অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতা দেখে। ঐ অবস্থায়ই ওকে ধরলো জাকি। প্রথমে নাকে একটা পাঞ্চ করে বুদ্ধি ঘোলা করে দিলো ওর। তারপর বেছে বেছে মারলো, রক্তাক্ত করে ধরাশায়ী করলো ওকে। তারপর সোজা হয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালো বুচ্চার।

বড়জোর বিশ সেকেণ্ডের এই প্রলয় দেখে হাঁ হয়ে গেছে বুচ্চার মুখ। লাথি ঝ্যাটা দিয়ে এই হাতির কিচ্ছু হবে না, '৩৮টা বের করলো জাকি। কক্ করে কলার ধরে দাঁড় করলো বুচ্চাকে।

'জা-জা-জাকি···ভাই···বস্···,' থরথর করে থুতনি কাঁপছে ওর।

'এদিকে আয় হারামজাদা,' ঠেলে এক কিনারে ওকে নিয়ে গেল জাকি। তারপর ঠিক হাড় ছুঁয়ে যায় এমনভাবে পাছার সবচেয়ে উঁচু অংশটার একপাশে পাইপটা ঠেকালো। বদ্ধ ঘরে প্রচণ্ড শব্দ করলো '৩৮। বোধ হয় আগেই অজ্ঞান হয়ে গেছিলো, রক্তের একটা ফোয়ারা বানিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল বুচ্চা।

'ঠিক আগের মতো! এবার যদি একটু শিক্ষা হয়!' সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে

বললো জাকি। দুহাতে পাইপটা লুফতে লুফতে ঘুরলো, 'কী খবর রীঠা ?'

'আমার কিছু বলার নেই। মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার।'

'হতে পারে। ডিপ্‌টির কি অবস্থা ? খেলবে ?'

'মারাত্মক জখম করেছো ওকে,' ডিপ্‌টির হয়ে রীঠাই জবাব দিলো, 'মারা যেতে পারতো ও, এখনও সে ভয় আছে।'

'হুঁহ্‌!' গালের একপাশে একটু বিদ্রূপের হাসি ওর, 'অথচ আমার বিরুদ্ধে ঠিকই লেগেছে। শোনো, এরপরে যে কোনো মিটিঙে আমাকে ডাকতে হবে। আমাকে না জানিয়ে কোথাও কোনো আলোচনা হবে না। ঠিক আছে ?'

মাথা ঝাঁকালো রীঠা।

'মনে থাকে যেন। সবাইকে বলে দেবে এই কথা। এটা আমার আদেশ।'

কেউ কোনো কথা বললো না।

উদ্বিগ্ন বিশা, কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়েছিল। ওদের বেরোতে দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে একটু হাসলো, টেবিলে রাখা গ্লাসের বাকিটা এক ঢোকে শেষ করে ফেললো।

'রাগ করো না মোটা ভাই, ওরা আমাকে বাধ্য করেছে,' কোব্বাতকে বললো জাকি। থুতনিতে একটু আদর করে দিলো।

বোকার মতো একটু হাসলো কোব্বাত আলি, কি বলবে ভেবে পেলো না।

ঢঙ করে মদের দামটা দিতে গেল বিশা, কাঁদো কাঁদো ভঙ্গিতে জিভের সাইজ দেখালো কোব্বাত, হাত জোড় করে মাপ চাইলো।

চলতে শুরু করলো ছোট্ট চমৎকার সুবারু-৭০০।

ওরা কেউ পুলিসের ছায়াও মাড়াবে না, ওদের স্বার্থেই।

হাঃ হাঃ হাঃ।

আট

খাওয়াদাওয়ার পর বিলাইকে রেখে একাই বের হলো জাকি। মও বাসায় চলে গেছে। সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে হাঁটতে লাগলো ও।

হঠাৎ এক বেলুনঅলাকে দেখে থেমে দাঁড়ালো, কি যেন ভেবে সাত টাকা দিয়ে সবচেয়ে বড় বেলুনটা কিনে ফেললো জাকি। হয়তো ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেছে ওর। সিগারেট ফেলে দিয়ে বেলুনটাকে জড়িয়ে ধরে খ্যাস্‌স্‌ খ্যাস্‌স্‌ শব্দ করতে করতে হাঁটতে লাগলো ও। কি যেন কবিতাটা··?

শালা, যখন লেবু ছিলো আমার!

হুঁহু!

আজিমপুরে কারেন্ট নেই। লোড শেডিং না লাইনের গোলমাল কে জানে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটা মটর সাইকেলের হেড লাইট চোখ ধাঁধিয়ে দিলো ওর। ব্রেক চাপার শব্দ হলো, ফিরে আসছে মটর সাইকেল। ব্যাপার কি? ঘুরে দাঁড়ালো জাকি। কাছে এসে বাইক থামিয়ে নেমে দাঁড়ালো লোকটা।

পুলিস!

'কিরে, বিচ্ছু, বাইরে মন টিকলো না ?'

'আরে, হাবিব ভাই, ট্রাফিক পুলিস হয়ে গেলেন নাকি ? মটর-সাইকেল ?'

সাইকেলের দিকে চেয়ে একটা চাপড় মারলো ওটায়, 'না, পুলিসেরই সকটা স্পেশাল ফোর্স হইসে, কমাণ্ডো টাইপের, অলিগলিতে ফাস্ট মুভিঙের জন্যে প্রত্যেককেই মটর সাইকেল দিসে। আমি এখন ইনস্পেক্টর, এই এলাকার ট্রুপ লীডার।'

'তাই নাকি ? ও হ্যাঁ, আপনার সাথে দেখা হওয়া উপলক্ষে···,' বেলুনটা ছেড়ে দিলো জাকি।

মাথা উঁচু করে ওটার উড়ে যাওয়া দেখলো হাবিব ভাই। হাসলো, 'বেলুন ওড়ানো ! বাহ্ বাহ্, কিন্তু···, আমার সাথে দেখা হওয়াটা কিন্তু কারো জন্যেই খুশির ব্যাপার না। বিশেষ করে সে যদি আবার রংবাজ-টংবাজ হয়।'

'আচ্ছা !'

'হ্যাঁ, আমাদের মিশন একটাই—শহর থেকে মাস্তানি উচ্ছেদ করা।'

কিছু বললো না জাকি।

'কেন ফিরে আসলি, জাকি ? তুই চলে যাওয়াতে খুব খুশি হইসিলাম আমি, এইখানে থাইকা জীবনটা নষ্ট না কইরা বাইরে গেসিলি, খুব ভালো হইসিল। আবার কেন আসলি ?'

চুপ করে রইলো জাকি।

'থাক, আসছোস, ভালো করছোস, থাক। খালি একটা কথা কই—ক্লীন থাকার চেষ্টা করিস। আমার এলাকায় যদি কিছু হয়—আমি কিন্তু ছাড়বো না।'

'ঠিক আছে, চেষ্টা করবো। চলি।'

ঘুরে হাঁটা ধরলো জাকি।

সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো পুলিসের লোকটা। হয়তো মায়া লাগে ওর একটু অন্যরকম এই গুণ্ডাটার জন্যে।

শীতকালে তাড়াতাড়ি রাত নেমে আসে। এইটুকু রাতেই রাস্তা-ঘাট প্রায় নির্জন হয়ে গেছে। চায়না বিল্ডিঙের গেট দিয়ে ঢোকার সময় কারও কোনো সাড়াশব্দ পেলো না জাকি।

সিঁড়িটা ডান দিকে। হোঁচট খেলো। শুয়োরের বাচ্চা, কী অন্ধকার! সিঁড়ির নিচে কিসের একটা খস্‌খস্ শব্দ হলো যেন! লাইটার বের করে ঘুরলো জাকি, জ্বাললো।

ধুশ্‌ শালা!

ঘিয়ে ভাজা একটা কুকুর গা চুলকাচ্ছে। লাইটার জ্বেলে রেখেই ঘুরতে গেল জাকি, আর তখনি বাড়িটা খেলো।

মুগুর না লোহার ডাণ্ডা কে জানে, প্রচণ্ড জোরে বাড়িটা খেয়েই দড়াম করে পড়ে গেল জাকি। দ্রুত একটা পায়ের শব্দ গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারলো, সাথে সাথে এও বুঝলো, অজ্ঞান হয়নি ও।

তেমন একটা ব্যথা লাগছে না, বোধহয় তেমন একটা লাগেনি। ডান হাতটা বুকের নিচে ভাঁজ হয়ে আছে। আস্তে করে শরীরটা একটু উঁচু করলো, হামাগুড়ি দিয়ে উঠে বসলো। বমি আসছে। থুতু ফেললো। নিশ্চয়ই ফুলে আলু হয়ে আছে—বাড়ি খাওয়া জায়গাটায় হাত দিলো ও। আরে! ভেজা ভেজা লাগছে চুল। রক্ত নাকি!

কিংবা হয়তো পানি ছিলো ওখানটায়। হাতড়ে হাতড়ে লাইটারটা খুঁজে পেলো ও, জ্বাললো। বামহাতটা মাথার পেছনে ঠেকিয়ে চোখের সামনে ধরলো, লাল। রক্ত!

শালা!

টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালো জাকি। মাথার ভেতরটা দপদপ করছে। আবার থুতু ফেললো। জ্যাকেট হাতড়ে দেখলো, পাইপটা ঠিকই আছে। লাইটার উঁচু করে ধরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। সাবধানে পা ফেলতে লাগলো যাতে হোঁচট না খায়, তক্ষুণি চোখে পড়লো পেপসির বোতলটা। চোখ ফিরিয়ে নিতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো ও, পেপসির বোতল পড়ে থাকবে কেন!

এগিয়ে গিয়ে খালি বোতলটার কাছে বসে পড়লো জাকি। রক্ত লেগে আছে ওটার গায়ে। তারমানে এটা দিয়েই মেরেছে ওকে। কিন্তু···যতদূর মনে পড়ে একটাই বাড়ি খেয়েছে ও, তাহলে এত রক্ত এলো কোত্থেকে?

ধুত্তোর!

উঠে দাঁড়ালো জাকি। যে মেরেছে সে তো গেছেই চলে, কি দিয়ে মেরেছে সেটা পেয়ে আর কি হবে। ফিরে যাবে কিনা ভাবছে ও, ঠিক তখনি কারেন্ট চলে এলো। এদিক ওদিক চাইলো জাকি, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বোতলটার দিকে চাইলো, কে মারলো ওকে? পকেটে হাত দিলো, মানিব্যাগ ঠিকই আছে। কব্জি উঁচু করলো, নটা বিশ বাজে; ঘড়িও আছে। তাহলে কেন মারলো? আবার বোতলটার দিকে চাইলো, এত রক্ত···! হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল ও, কেঁপে উঠলো একবার।

ঘুরেই দৌড়াতে শুরু করলো। লাফিয়ে উঠে যেতে চাইছে, কিন্তু

একেবারে একটার বেশি ধাপ টপকাতে পারছে না। মাতালের মতো রেলিঙ ধরে ধরে কোনোরকমে তিনতলায় উঠলো। দুহাত সামনে বাড়িয়ে দড়াম করে পড়লো দরজায়, হাট হয়ে খুলে গেল ভেজানো দরজা।

দৌড়ে ভেতরের ঘরে চলে এলো জাকি, বিছানায় শুয়ে আছে রাসু, মাথার একপাশ থেঁৎলে গুড়ো হয়ে গেছে। রক্তে ভেসে যাচ্ছে বালিশ, চাদর, এখনও জমে যায়নি রক্ত।

পালস্ দেখলো, মারা গেছে মেয়েটা।

সোজা হয়ে দাঁড়ালো জাকি। বোঝাই যাচ্ছে, ঐ একই লোক এটাও করেছে। দরজা কি খোলাই ছিলো? ওদিকে তাকিয়েই জমে গেল জাকি। দরজার পাশেই পড়ে আছে আর একটা লাশ!

দ্রুত ওটার কাছে গেল জাকি। ঠেলা দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো। লাশটাকে চিৎ করলো। যা ভেবেছিল তাই, লিব্বা।

মরে গেছে।

কপালের পাশে চুলের ভেতর ইঞ্চিখানেক লম্বা একটা ক্ষত থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, ঠিক সিনেমার নায়িকাদের মতো।

ওখানেই বসেই রাসুর লাশের দিকে চাইলো জাকি। চিন্তা করছে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে এখন। একসাথে দু'দুটো লাশ! আর সেই লাশ ধরে বসে আছে ও।

কেস খারাপ!

লিব্বার মুখের দিকে চাইলো ও, বহুৎ ফোঁসফাঁস করেছিল মেয়েটা। কিন্তু···মরেই গেল? এভাবে? কেন? পাবে না জেনেও পাল্‌স দেখলো ও, হাতটা এখনও গরম। আরে! চমকে উঠলো ও। পাল্‌স পাওয়া যাচ্ছে?

ভালো করে আর একবার দেখে ঠিক করে শুয়ে দিলো। আলনা থেকে একটা তোয়ালে নিয়ে বাথরুম থেকে ভিজিয়ে আনলো। একটা বালিশ হলে ভালো হতো। এদিক ওদিক চেয়ে লম্বা সোফার ওপর একটা বালিশ দেখতে পেলো। ওটাকে না এনে লিব্বাকেই উঠিয়ে নিয়ে গেল ওখানে। তারপর মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে ভেজা তোয়ালে দিয়ে ওর চোখমুখ মুছিয়ে দিলো।

একটু পরে গুঙিয়ে উঠলো লিব্বা, নাম ধরে ডাকলো জাকি। দু'-গালে দু'হাত দিয়ে আস্তে আস্তে ঝাঁকি দিলো ক'বার। ধীরে ধীরে চোখ মেললো ও, জাকির দিকে দেখলো। কেমন একটা ফাঁকা হতভম্ব দৃষ্টি।

'কি হয়েছে, লিব্বা?'

'জাকি···।'

'কোথায় লেগেছে তোমার'

'জাকি···'

'শোনো!' ধমক দিলো ও, 'কি হয়েছে?'

ব্যাস ঠিক হয়ে গেল লিব্বা। প্রাণ ফিরে এলো চোখে, সেই সাথে আতঙ্কে বড় হয়ে যেতে শুরু করলো। চিৎকার করার আগেই ওর মুখে হাত চাপা দিলো জাকি।

একটু শান্ত হওয়ার পর আবার জিজ্ঞেস করলো জাকি, 'কি হয়েছে?'

'আমি···দরজাটা নক হলো···আমি খুলে দিলাম···ভেবেছিলাম বুঝি তুমি···'

'আমি না। তারপর?'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজালো লিব্বা। 'তখন কারেন্ট ছিলো না,

মোমবাতি ধরিয়ে একটা ম্যাগাজিন দেখছিলাম, নক শুনে মোম বাতিটা নিয়েই দরজা খুললাম। একটু ফাঁক করতেই পাল্লাটা দড়াম করে এসে মুখে লাগলো, মোমবাতি পড়ে গেল হাত থেকে। সাথে সাথেই অন্ধকারে মাথায় কি যেন লাগলো খুব জোরে। ব্যাপার কি, জাকি ?'

'বাড়ি মেরে তোমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। যাক, লোকটাকে চেনো তুমি ? কিছু বলেছে ও ?'

'বাড়ি মেরেছে···কে ? কেন ?'

'জানি না। তুমি দেখেছো ওকে ?'

'দরজা পুরো খোলার আগেই তো বাতিটা পড়ে গিয়ে নিভে গেল, দেখবো কি করে ? তারপরেই মাথায় লাগলো। তোমার মাথায় রক্ত কেন ?'

ওর বিভ্রান্ত মুখে হঠাৎ উদ্বেগটা খুব সুন্দর···মানে ভালো লাগলো জাকির।

'আমাকেও মেরেছে ও। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম। থাক, রাসু তখন কি করছিল ?'

'ও ঘুমিয়েছিল। ও ঠিক আছে তো ?'

'রাসু মরে গেছে।'

'কী···!' তীব্র আতঙ্ক আর অবিশ্বাস নিয়ে অচেনা লোকের মতো তাকিয়ে থাকলো লিব্বা। ফাঁক হয়ে যাওয়া ঠোঁট দুটো কান্নার চাপে ফুলে বেঁকে উঠেছে, তারপর পাগলের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়লো সোফা থেকে, কুঁজো হয়ে অন্ধের মতো সামনে দুহাত বাড়িয়ে মাতালের মতো টলতে টলতে ছুটে গেল ভেতরে ঘরে, রাসুর থ্যাঁৎলানো মাথাটা দেখেই ডুকরে কেঁদে উঠে ওর বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে

পড়লো, প্রায় নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো ফুলে ফুলে।

লাফিয়ে ওর পেছন পেছন চলে এসেছে জাকি। সান্ত্বনা দিতে চায়, কিন্তু কি বলবে বুঝতে পারছে না। অবশেষে স্বভাবসুলভ রূঢ় আচরণই করলো ও—লিব্বার দু'বাহু শক্ত করে ধরে সোজা করে দাঁড় করালো, তারপর একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলো, 'চুপ করে থাকো, কাঁদবে না,' বললো। 'কোনোকিছু ধরবে না, পুলিস ডাকতে হবে।'

'জাকি,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো লিব্বা, 'কে করলো এমন কাজ? কী ক্ষতি করেছিলাম আমরা?'

যাক বাবা, ওকেই খুনী বলে সন্দেহ করবে ভেবেছিল জাকি। বললো, 'মনে হচ্ছে রাসুকেই মারতে এসেছিল, আমরা দুজন জাস্ট পরিস্থিতির শিকার।'

'কেন মারবে ওকে?'

'নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে, জানি না, তবে জানবো।'

আবার ফুঁপিয়ে উঠলো মেয়েটা, 'এখন কি হবে?'

'নীল জামা ডাকা ছাড়া আপাতত আর কিছুই করার নেই। টেলিফোন আছে?' ঘরের এদিক ওদিক চাইলো জাকি।

'না। নিচে কয়েনবক্স আছে।'

'হুম্।' পকেট হাতড়ালো জাকি, 'কয়েন আছে?'

'আছে।' ব্যাগ খুলে কয়েকটা বাঘমার্কা সিকি বাড়িয়ে দিলো লিব্বা, 'আমিও যাবো।' শিউরে উঠলো একবার। ভয়ে।

'চলো।'

প্রথমে বিলাইকে ডাকলো জাকি।

তারপর পুলিস।

পেপসির বোতলটা ওভাবেই পড়ে রয়েছে। হাতে রুমাল পেঁচিয়ে দু'আঙুলে ধরে ওটাকে ঘরে নিয়ে এলো জাকি।

একটু পরেই বিলাই এলো সুবারু নিয়ে। ওকে সংক্ষেপে ঘটনাটা বললো জাকি। লিব্বাকে আড়াল করে '৩৮টা দিয়ে দিলো। তার-পর শরীফকে এক্ষুণি থানায় নিয়ে আসতে নির্দেশ দিয়ে বিদায় করে দিলো।

কিছুক্ষণ পর পুলিসের সাইরেন শোনা গেল।

একজন ক্রিমিনালের মতোই পুলিসকে ঘৃণা করে শরীফ। আর নাম করা উকিল হিসেবে পুলিস ওকে একটু সমীহই করে। কাজেই কোনো ঝামেলা হলো না জাকির। আর ঐ বোতলটা এবং ডাক্তার জাকির পক্ষেই রায় দিলো, একই বোতল দিয়ে তিনজনকেই আঘাত করা হয়েছে। বেঁচে গেল জাকি।

কিন্তু বোতলে কোনো হাতের ছাপ পাওয়া গেল না।

নয়

'তুমি এখন কোথায় যাবে? মানে···রাতে থাকবে কোথায়?' থানা থেকে বেরিয়ে সুবারু চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করলো জাকি।

'ইস্কাটনে যাবো। শিখা আপার কাছে থাকবো।' ইচ্ছে করেই ইঙ্গিতটা দিলো লিব্বা।

কিন্তু ওটা ধরতে পারলো না জাকি, বরং ওকে একটু চিয়ারআপ করার জন্যে মুচকি হেসে বললো, 'খাশি আপা?'

কিছু না বলে মুচকে হাসলো লিব্বা। টোল পড়লো গালে।

জাকির মনে পড়লো রানা এজেন্সির শিখা আপার কথা। হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে গেল ওর, লিব্বা শিখা আপা বললো কেন? "আমার এক আপার কাছে থাকবো"—বললেই পারতো; এমনভাবে বললো যেন শিখা আপাকে চেনা উচিত ওর। লিব্বার দিকে চাইলো ও, 'শিখা আপা মানে? বোন পেলে কোথায়?'

লিব্বাও ওর দিকে ফিরলো, 'ও, হ্যাঁ, তোমার জন্যে একটা মেসেজ আছে,' প্রশ্ন এড়িয়ে বললো ও, 'ফেকু রানা এজেন্সির হয়ে কাজ করতো।'

হার্ড ব্রেক করে গাড়ি থামালো জাকি, 'বিলাই, আমার পাইপটা দাও, তারপর বাইরে যাও।'

অবাক হলেও বিনা বাক্যব্যয়ে পাইপটা দিয়ে নেমে গেল বিলাই।

এবার লিব্বার দিকে ফিরলো জাকি, 'পুরো গল্পটা শোনাও আমাকে। প্রথম থেকে!' কক করার শব্দটা বেশ জোরেই হলো।

সব শুনে গুম হয়ে রইলো জাকি। মাসুদ রানা! খুব সেয়ানা মনে হচ্ছে! আটঘাট বেঁধেই নেমেছে, এখন আবার ওর পেছনে স্পাই লাগিয়েছে। কী চায় সে!

'তোমার ভাই জানে?'

'না, বলবো বলবো করে এখনও বলা হয়নি। তাছাড়া ব্যাপারটা খুব গোপনীয়। আগে ওকে ভালো করে বুঝাতে হবে ব্যাপারটা,

ব্যাখ্যা করে।'

'ফেকুর সাথে তোমার যোগাযোগ ছিলো?'

'খুব কম। মারা যাওয়ার ঠিক আগের রাতে ওর বাসায় গিয়েছিলাম আমি।'

'কেন?'

'ও একটা ছবি দিয়ে বলেছিল বাংলাদেশের কোথাও এর নামে কোনো কেস আছে কিনা খোঁজ নেয়ার জন্যে। এজেন্সি খোঁজ নিয়ে গ্রীন রিপোর্ট পায়। সেটাই দিতে গিয়েছিলাম।'

'কার ছবি, জানো?'

'রবীন্দ্র চৌধুরী।'

রবীন্দ্র! কে এই লোক? ফেকুর কথা ভেবেও অবাক মানলো, আগে বুদ্ধির চেয়ে গতর খাটাতেই বেশি ভালোবাসতো ও। নিশ্চয়ই জটিল কোনো সমস্যায় পড়েছিল। কি সেটা?

'তাহলে তোমার কাজ আমাকে সাহায্য করা?'

'হ্যাঁ।'

'আর আমার কাজ ফেকুর খুনীকে খুঁজে বের করা।'

'এবং···লাল ফাইল খুঁজে বের করা।'

'কী?'

'ফেকুর একটা লাল ফাইল ছিলো, রানা এজেন্সিরই দেয়া। বিশেষ কিছু জানি না এ সম্পর্কে। ওটা পাওয়া যায়নি কোথাও।'

আচ্ছা! এই তাহলে ঘটনা। এটাই কি রেখেছিল ফ্রিজের পেছনে? নিয়ে গেছে কেউ? কে? কারা?

হঠাৎ সব রাগ গিয়ে পড়লো লিব্বার ওপর। যেন ও-ই যত নষ্টের গোড়া। 'শোনো,' ওর দিকে আঙুল তুললো জাকি, 'রানা এজে-

লিতে তুমি কতদিন আছো বললে ?'

'প্রায় তিন মাস।' মিনমিন করে বললো লিব্বা।

'আর আমি প্রায় ছ'মাস। তাছাড়া বয়সেও তোমার চেয়ে বড় আমি। এরপর থেকে আমাকে মিস্টার জাকি বলে ডাকবে এবং আপনি করে বলবে। ঠিক আছে ?'

স্টার্ট নেয়ার শব্দে দরজা খুলে উঠে বসলো বিলাই।

তখনও চোখ বড় করে জাকির দিকে চেয়ে আছে লিব্বা।

চিন্তা করছে জাকি।

এখন দ্রুত অ্যাকশনে যাওয়া দরকার। কিন্তু কোথাও কোনো ছিদ্র পাচ্ছে না ও। কত জায়গায়ই ঢুঁ মারলো, কিন্তু···লাভ তো হচ্ছে না। কি করা যায় !

'বিলাই, ডিপ্‌টি কোথায় থাকে জানো ?'

'হ। ভাটা মজিদের গল্লি মোদে। কেলা ?'

লোকেশনটা ভালোমত শুনে নিলো জাকি। তারপর বললো, 'মওকে গিয়ে আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও,' চাবির পার্সটা দিলো ও, 'আর তুমি দেখো ডিপ্‌টি বাসায় আছে কিনা, তারপর মওকে টেলি-ফোনে খবরটা জানিয়ে তুমি ওখানেই থাকবে আমি না আসা পর্যন্ত। আর হ্যাঁ, মওকে বলবে ঐ বাড়ির প্রতিটা ইঞ্চি খুঁজে দেখার জন্যে, একটা লাল ফাইল খুঁজবে ও। পারবে তো ?'

কাজ পেয়ে খুশি হয়েছে বিলাই, 'হিল্লায় রুজি, বাহানায় মউত। পারুম না মাইনি ?'

'ঠিক আছে তুমি তাহলে এখানেই নেমে যাও।' গাড়ি থামালো জাকি।

'তুমি কই যাইবা ?'

'একে ইস্কাটনে নামিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রর লেজে একটু সুড়সুড়ি দেবো।'

নেমে গেল বিলাই।

গিয়ারের ওপর হাত রাখলো লিব্বা, 'এটা আমাদের যৌথ অ্যাসাইনমেণ্ট—সে-ক্ষেত্রে আমার কনটাক্টকে একা যেতে দিতে পারি না আমি।' গম্ভীরভাবে বললো ও।

গুষ্টির পিণ্ডি! 'আমার মতো একটা গুণ্ডার সাথে এতো রাতে কেউ দেখলে বদনাম হবে না তোমার ?'

'সেটা আমার ব্যাপার।'

'মরুকগে, আমার কি!' বিড়বিড় করলো জাকি, গাড়ি ছেড়ে দিলো।

লক্ষ্মী হোটেলেই পাওয়া গেল রবীন্দ্রকে। প্রায় মধ্যিখানে একটা টেবিলে রীঠার সাথে বসে কফি খাচ্ছে। আর দুই মাথা এক করে ফুসুর ফুসুর করছে।

ধীরেসুস্থে কাছে গিয়ে ঐ টেবিলেরই একটা চেয়ার টেনে লিব্বাকে বসতে দিয়ে নিজে আর একটা টেনে বসে পড়লো জাকি। ওদের দেখেই চট্ করে দুটো মাথা সোজা হয়ে গেল, তারপর আবার পরস্পরের দিকে চাইলো ওরা, আবার ফিরলো জাকির দিকে। রীঠার চেহারায় পরিষ্কার উদ্বেগ, কিন্তু রবীন্দ্রর চেহারায় কৌতূহল। আঙুল তুলে একটা বেয়ারাকে ডাকলো ও, আরও দুটো কফি দিতে বললো। ভদ্রতা!

'তারপর ?' বললো রবীন্দ্র, 'আমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছো

নিশ্চয়ই ?' রীঠার চাউনি দেখে বুঝলো জাকি, প্রস্তাবটা সম্পর্কে জানে না ও।

'যদি হই-ও,' বললো জাকি, 'দ্বিগুণ দাম পড়বে ওটার।'

'যেমন ?' আগ্রহ রবীন্দ্রের কণ্ঠে।

'তার আগে কয়েকটা কাজ করতে হবে আমাকে।'

'জাকি,' হঠাৎ করে রীঠা বললো, 'নেক্সট যে কাজটা তুমি করতে যাচ্ছো, তা হচ্ছে মরে যাওয়া। মৃত্যুর দোকান খুলে বসেছো তুমি। এবং বাজারটাও ঠিকই চিনেছো।'

'ভুলে গেছ ? গ্রীন রোজ ট্যাভার্নের খানিক আগের ঘটনা ?' কথা বললো না রীঠা, দৃষ্টি দিয়ে বিদ্বেষ গলে গলে বেরোচ্ছে ওর। 'ঠিক এ মুহূর্তে আর একটা ওরকম ঘটনা ঘটাতে পারি আমি। বিশ্বাস না হলে আবার বলো কথাটা।'

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার।' যেন নিজেকেই শোনালো কথাটা রীঠা, চেয়ারে পিঠ দিলো।

বেয়ারা কফি দিয়ে গেল।

'রবীন্দ্র, কেকু তোমাকে কি করেছিল ?'

'মানে ?'

'বুঝতেই পারছো, কি বলছি।'

'কৈ, নাতো !'

'ঠিক আছে, খোলাসা করে দিচ্ছি। কেকু বোকা ছিলো না, লোক চিনতে ভুল হতো না ওর। শুধু অপরাধ জগৎ নয়, দেশের রাজনীতিও আংশিক অথবা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করবে, এমন লোকদের ও সম্মান না দেখিয়েই পারে না। তোমার কানেও নিশ্চয়ই একটু মোচড় লেগেছিল ? সেটাই জানতে চাচ্ছি।'

'নাহ্, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না।'

'রবি!' চাপা গলায় হুঙ্কার ছাড়লো জাকি, 'কেকু ধরেছিল তোমাকে, পুরোপুরি চিৎ করে ফেলেছিল। টালবাহানা না করে সাফ সাফ কথা বলো।'

'এতোই যদি জানো তুমি, তাহলে তো তুরুপের তাস তোমার হাতেই থাকার কথা,' বললো রবি, মুচকি হাসলো, 'কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে, কোনো কার্ডই নেই তোমার। থাকলে এতক্ষণে শো হয়ে যেতো।'

সাথে সাথেই বুঝলো জাকি, কাইলটা অন্তত রবীন্দ্র পায়নি। হা হা করে হাসলো ও। 'এত জলদি?' বললো, 'খেলা তো সবে শুরু। এখনো অনেক ডাক বাকি।'

নাক দিয়ে বিরক্তিকর শব্দ করলো রবি, 'তুমি ভুল খেলায় ঢুকে পড়েছো, জাকি, তোমাকে মোটেই হুমকি বলে মনে করছে না কেউ।'

'কেউ কেউ নিশ্চয়ই করে,' হেলান দিয়ে কফিটা টেনে নিলো জাকি, 'নাহলে আমাকে গুঁতো মারার জন্যে একজোড়া ষাঁড় ভাড়া করতো না।'

'আচ্ছা!' প্রায় তেড়ে এলো রবি, 'ভাবছো আমি নিয়েছি ওদের?'

'তা অবশ্য মনে হয় না, তোমার নিজেরই যখন গোয়াল ভরা।' রীঠার দিকে চাইলো জাকি, বুনো দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ও। 'রীঠাও করবে না ঐ বোকামি। কারণ ও জানে তাহলে কী ঘটবে।' আবার হাসলো জাকি।

চোখ ছোট করে টেবিলে ঝুঁকে এলো রবীন্দ্র, 'বলো তো, জাকি, কোত্থেকে এসেছো তুমি? এতদিন কোথায় ছিলে?'

'তোমার কাছে থেকে অনেক দূরে, দোস্ত।'

'কি করতে ওখানে ?'

'এই যে, এখানে যা করছি! ওখানেও কিং ছিলাম আমি, বিরাট।'

'বিশ্বাস করো,' রবীন্দ্র বললো, 'অতটা বিরাট কিছু হলে তোমার কথা অবশ্যই কানে আসতো আমার। অত উঁচুতে উঠে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে না, সম্ভব না!'

'বলতে পারো আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়। আমি অসাধারণ।' চিবিয়ে চিবিয়ে বললো জাকি, 'আর হ্যাঁ, আমার গায়ে যদি কোনো আঁচড় লাগে, একটা আছাড় খাবে তুমি। একদম ছ'ফুটি আছাড়। বুঝেছো আমি কি বলেছি ?'

'ফেকুর চেয়েও বিশ্রী লোক তুমি।' কাপে চুমুক দিলো রবি।

'ফেকু কিভাবে ধরেছিল তোমাকে ?'

'বললাম তো, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না তোমার কথা।'

আবার হাসলো জাকি, 'দো-স্তো-ও, আমি ঠিকই বের করবো। শোনো, ফেকু খামোখাই মরে যায়নি। ও ছিলো একটা হুমকি, একটা মূর্তিমান আতঙ্ক। কোনও একজনের কাছে হুমকিটা নিশ্চয়ই বড় বেশি হয়ে গেছিল। তাই কোনো এক দুর্বলতার সুযোগে ছেড়ে দিয়েছে ওকে। কিন্তু মজাটা হচ্ছে যেটার জন্যে ওকে খুন করা, সেই জিনিসটাই সে পায়নি।'

'তুমি তাই মনে করো ?'

'জি, স্যার।'

'যদি তা জানতেই, তবে ওটা এখন তোমার হাতে থাকতো এবং দরাদরি শুরু হয়ে যেতো এতক্ষণে।'

'হয়তো। ঘাবড়াও মৎ, খুব শিগগিরই ওটা আমার হাতে থাকবে।'

'তাই ?'

'তাই। এবং ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ঝামেলা চাই না আমি। আর, কেউ যদি ঝামেলা করেই···নিশ্চয়ই শুনেছো আজ সন্ধ্যায় গ্রীন-রোজে কি ঘটেছে? বুড্ঢার পাছা আবার ফুটো করে দিয়েছি আমি।' শিউরে উঠলো লিব্বা কথাটা শুনে—লক্ষ্য করলো জাকি। বলতে লাগলো, 'এর পরেও যদি তোমাদের শিক্ষা না হয় তাহলে তোমরা বোকা, একেবারেই গাধা আমি বলবো।'

'আমার কাছে কী চাও তুমি?' অনেকক্ষণ পর বললো রবি।

'ফেকুর খুনী। সব হালুয়াতেই আঙুল আছে তোমার, হয়তো তুমি ওকে খুঁজে পেতে সাহায্য করতে পারবে।' উঠে দাঁড়ালো ও, 'যাক্, কফির জন্যে ধন্যবাদ।'

বেরিয়ে আসার সময় দরজার কাছে রবির দুই স্যাঙাৎকে জুলজুল করে তাকিয়ে থাকতে দেখলো জাকি। ওরা নাকি দুই ভাই—চামু আর চানু।

সামনের ওষুধের দোকান থেকে ফোন করলো জাকি। মও জানালো, বিলাই ফোন করেছিল, ডিপ্টি বাড়িতেই আছে। ফাইলটা খুঁজে পায়নি, তবে এখনও খুঁজছে ও।

ফোন রেখে গাড়িতে উঠলো জাকি। তামাক বের করে একটা সিগারেট বানালো। তারপর ছেড়ে দিলো গাড়ি।

লিব্বার দিকে আড়চোখে একবার চাইলো, ও-ও ঠিক তখনি একইভাবে তাকাচ্ছিল। ধরা পড়ে গিয়ে চটে উঠলো জাকি।

'সুরাইয়ার সাথে তোমার কোনো কথা হয়েছিল?' রুক্ষ গলায় বললো ও।

'তেমন একটা না, বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়েই ছিলো ও। টাকা-গুলো কে দিয়েছে জানতে পেরে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। ঘুমের

ঘোরে প্রলাপ বকছিল মাঝে মাঝে।' সতর্কভাবে সম্বোধন এড়িয়ে যাচ্ছে লিব্বা।

'কি বলছিল ?'

'এই···তেমন কিছু না। ফেকু···আর···আমার কনটাক্ট-এর নাম বলছিল বারে বারে।'

মিস্টার বলতে হবে তাই ওর নাম নিচ্ছে না বুঝতে পেরে আরও ক্ষেপে গেল জাকি। বেয়াদব।

'ফেকু ফেকু করছো কেন ? ও বয়সে আমার চেয়েও বড় ছিলো জানো না ? আর এখন তো জেনেছোই, ও সিম্পলি একটা গুণ্ডা-বদমাশ ছিলো না, একজন দেশপ্রেমিক সৎ নাগরিক ছিলো। এবং হয়তো সে কারণেই খুন হয়েছে ও। ওর নাম নেয়ার সময়েও মিস্টার বলবে।'

চুপ করে রইলো লিব্বা।

কিছুক্ষণ পর বললো, 'আমরা কি এখন আপনার বন্ধু মিস্টার বিলাই-এর সাথে কনটাক্ট করতে যাচ্ছি, মিস্টার জাকি ?'

না তাকিয়েও ওর চিকন হাসিটা অনুভব করতে পারলো জাকি। গা জ্বলে গেল ওর। জবাব না দিয়ে হেঁড়ে গলায় এলিস কুপারের গানটা গাইতে শুরু করলো—

"সাম ফোক্‌স লাভ টু ফিল পেইন
সাম ফোক্‌স ওয়েক আপ এভরী মোর্নিং
সাম ফোক্‌স লীভ ফর নো রীজন
সাম ফোক্‌স ডাই উইদাউট এ ওয়ার্নিং
আ-অ্যাম জাস্ট নো গুড উইদাউট ইট
'অ্যাম নট এ ম্যান অ্যাট অল

ইট মেক্‌স মাই স্কীন ক্রল
...”

স্টিয়ারিঙের পাশে বেরিয়ে থাকা ক্যাসেটটা একটু ঠেলে দিলো লিব্বা। অমনি পিন্টু বেজে উঠলো—

“তুমি নির্জন উপকূলে নায়িকার মতো
পথ চলতে গিয়ে কিছু বলতে গিয়ে
ঢেকে মিষ্টি দু'চোখ হলে লজ্জানত
তুমি নির্জন উপকূলে...”

ঝাপটা মেরে অফ করে দিলো জাকি। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক করে গাড়ি থামালো। ঘুরে সোজা চাইলো লিব্বার দিকে, 'তোমার সাহস তো কম না দেখি।' চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে ওর।

লিব্বাও ফুঁসে উঠলো, 'বয়সটাই সব কথা নয়, আমিও আপনার মতোই একজন এজেন্ট। আমাকেও সম্মান করতে হবে। আপনি করে বলবেন আমাকে। আর, এখন একটা কাজে যাচ্ছি আমরা, বেড়াতে নয়। আপনারটার চাইতে ঐ গানই আমার ভালো লাগছিল, বন্ধ করলেন কেন?'

তাজ্জব হয়ে গেল জাকি। হাঁ করে চেয়ে রইলো লিব্বার দিকে। আজব তো মেয়েটা! উল্টে ওকেই চার্জ করে বসলো!

ধীরে ধীরে ঘুরলো জাকি। কোনো কথা জোগালো না মুখে। চুপচাপ ছেড়ে দিলো গাড়ি। ভ্রূ জোড়া গভীরভাবে কুঁচকে আছে।

দশ

ফ্যাকাসে মুখে হাতে একটা নাকবোঁচা রিভলভার নিয়ে একবার জাকি আর একবার বিলাইয়ের দিকে তাকাচ্ছে ডিপ্‌টি। এতো রাতে এদেরকে দেখে মহা ঘাবড়ে গেছে ও। বিশেষ করে লিব্বাকে দেখে অবাক হচ্ছে বেশি। বৌকে চাপা গলায়, 'হৈ ঢেম্‌নি মাগী, হেন্দে কি চাস ?' বলে ভাগিয়ে দিয়েছে। দুটো বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছে ও। পেটের ব্যাণ্ডেজটা ঝকঝকে নতুন, বোধ হয় আজ আবার বদলেছে।

ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাঙ তুলে আরামসে একটা সিগারেট বানাচ্ছে জাকি। 'তুমি মরে গেলে তোমার বৌ কি খুব কাঁদবে, ডিপ্‌টি ?' জিভ দিয়ে কাগজটা ভিজিয়ে নিয়ে বললো ও, 'তোমার একটা মেয়ে হয়েছে শুনেছি, ওরও খুব অসুবিধা হবে তুমি না থাকলে।'

কুঁতকুঁতে চোখে তাকিয়ে আছে ডিপ্‌টি, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। ভয় লাগছে ওর।

প্রচুর সময় নিয়ে সিগারেটটা ধরালো জাকি। তারপর মুখ থেকে ধোঁয়া এবং কথাগুলো একসাথে বের করে দিলো, 'অথচ তোমাকে মারতেই হবে আমার, যদি না আমি যা জানতে চাই সেগুলো ঝট্‌-পট বলে ফেলো।' উদাস ভঙ্গি ওর। ভয়ঙ্কর।

'কিচ্ছুবি জানি না আমি, একেরে কিচ্ছু না, খোদার কসম।'

'কিন্তু ফেকু খুন হয়েছে।'

'ব্যাস, তুমি ভাবলা কি আমি মারছি? আরে মিয়া, অন্ধর ভাই যে কানা—উইবিতো কইবো কি আমি মারি নিকা! পুলিস কি কম চ্যারেষ্টা করছে আমারে হান্দানের লেইগা? মগর পারে নিকা। পারবো ক্যামতে, আমি কিচ্ছু জানলে না!'

'শোনো, বেশি কথা বলবে না, যা জিজ্ঞেস করি তার সোজাসাপ্টা জবাব দাও। যতদূর জানি, খুব একটা মাতাল ছিলো না ফেকু, অথচ অতো রাতে তোমাকে হুইস্কি আনতে পাঠালো কেন?'

'হ্যার কি তালের কোনো ঠিক আছিলো নিহী? যহন যেইটা মাথায় আইতো ওমবেহ হেইটা করণ লাগতো।'

'কতক্ষণ লেগেছিল আনতে?'

'যাইতে-আইতে আধা গণ্টা আর হন্দে পরায় আধা গণ্টা, মোট-মাট পরায় এক গণ্টা লাগছে। কহক মিনিট এদিক উদিক অয়া পারে।'

'ওখানে আধঘণ্টা লাগলো কেন?'

'আবর বি আমারে সন্দ করতাছে! আরে, বাই, আমি একলা আছিলাম নিহী, এমাত মিয়ারে জিগাও না, উইবিতো আছিলো আমার লগে।'

'আধঘণ্টা কিভাবে লাগলো তাই বলো। ইচ্ছে করেই দেরি করছিলে না? জানতে যে ঐ রাতে কিছু একটা ঘটবে? নাকি তোমাকে দূরে থাকতে বাধ্য করেছিল ওরা?'

প্রায় ভেঙে পড়ার দশা হলো ডিপ্‌টির। ভাঙা গলায় হড়বড় করে বলে উঠলো ও, 'খোদারই কসম, কিচ্ছুবি জানি না আমি।

গ্যাষ্টিকের ব্যাতা আছে আমার, ঐ টাইমে আৎখা চিরিক দিয়া উঠলো, জানটা ভাইরয়া যাইবার লইছিল, ঈমানে কই, প্যাট ধইর! বয়া গেলাম। লগেই আছিলো একটা বরি, খায়া ফালাইলাম। অর বাদে ব্যাতাটা এট্টু কইমা আইলো, এট্টু হানি রেস লয়া দুইজনে আয়া পরলাম। আয়া দেহি এই হিষ্টিরি!'

চুপ করে রইলো জাকি। ভাবছে, আর বিরক্ত হচ্ছে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, ডিপ্‌টি কিছুই জানে না।

তো জানেটা কে?

'রীঠা কোথায় পেলো তোমাকে?'

'আমি মনে করলাম রীঠা বুঝি বস্ অইতাছে, ব্যাস অর লগে ভাজ খায়া গেলাম। দিহি উইবি আমারে পায়া খুশি।'

'আমি আসার আগে ওরা আমার কথা আলোচনা করেছিল কিছু?'

'আমি হুনি নেইকা।'

'ফেকুর খুনে রীঠার হাত থাকতে পারে?'

'থাকা বি পারে, আবর নাওবি পারে। তয় আমার মনে অয় না কি উই এই রহম একটা কিছু করা পারে।'

'ঠিক আছে,' উঠে দাঁড়ালো জাকি, 'মুখে একদম তালা দিয়ে রাখবে। আর কোথাও কোনো সূত্র পেলে সবার আগে সেটা আমি চাই। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকালো ডিপ্‌টি।

বেরিয়ে এসে ঘড়ি দেখলো জাকি, প্রায় বারোটা বাজে।

'অহনে কৈ যাইবা, ওস্তাদ?'

চাবিটা লিকার দিকে এগিয়ে দিলো জাকি। 'আমরা এখান

থেকে একটা রিকশ নিয়ে নেবো, কিংবা না পেলে, হেঁটেও যেতে পারবো। তুমি বরং গাড়িটা নিয়েই যাও। একা যেতে পারবে তো?' বলেই খেয়াল হলো ওর হুঁশিয়ারির কথা, উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো উল্টো-পাল্টা কিছু বলে কিনা, বিলাইয়ের সামনে···সব্বো-নাস হয়ে যাবে।

কিন্তু প্রশান্ত বদনে ঘাড় কাত করলো লিব্বা, চাবিটা নিয়ে দরজায় ঢুকালো। তারপর জাকির দিকে ফিরে বললো, 'শিখা আপার টেলিফোন নম্বর তো আছেই না? সকালে টেলিফোন করো, আর ···সাবধানে থেকো।'

রেগে-মেগে কিছু বলতে গেল জাকি, ততক্ষণে মুচকি হেসে ঘুরে গিয়ে দরজা খুলেছে লিব্বা। হঠাৎ কি ভেবে জাকিও হেসে ফেললো।

কিন্তু ভিউ মিররে ওটা দেখে ফেললো লিব্বা।

রিকশয় উঠে কথাটা আর না বলে পারলো না বিশা, 'ওস্তাদ, এই মাইয়া তোমার লগে ভাজ খাইলো কেম্‌নে?'

'চেনো?'

'হ। ঐ হালা সালের ভইন এইটা। আম্‌গোরে দেহা পারে না। আম্‌গোরে বলে উচ্ছেদ করবো।'

'হুম্‌ম্।'

অতঃপর ভাঙা গলায় গান ধরলো বিলাই—

গোরোকী না কালোকী
দুনিয়া হ্যায় দীল ওয়ালোকী—

খান মোহাম্মদ মসজিদের মোড়ে ছেড়ে দিতে হলো রিকশ, এখানেই ওটার গ্যারেজ। বাকি পথটা হেঁটেই চললো ওরা। একটা ভারি মোটর সাইকেলের শব্দ হলো কাছেই কোথাও। ঠ্যাং ঠ্যাং করতে করতে একটা সাইকেল চলে গেল পাশ দিয়ে।

হাই তুললো বিলাই। জোরে গান ধরলো, 'গাঁজার নৌকা পাহাড় দিয়া যায়!'

জাকি ভাবছে রবীন্দ্র চৌধুরীর কথা। এভাবে ছেড়ে দেয়া ঠিক হয়নি, আর একটু টাইট দেয়া উচিত ছিলো। ওর ছবি নিয়ে অমন করলো কেন ফেকু? দাগী আসামী ভাবছিল নাকি? কেন? নাহ্, ভালো করে খোঁজ নিতে হবে।

বাড়ির সামনে এসে একটু অবাক হলো জাকি, ও ভাবছিল মও হয়তো গেটের কাছে অপেক্ষা করবে। গেটের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে গেল, কাঠের দরজাটা একটুখানি ফাঁক হয়ে আছে। তার মানে বন্ধ নয় দরজাটা, অথচ ভেতরটা অন্ধকার।

জ্যাকেটের ভেতর হাত ঢোকালো ও। বিলাইয়ের দিকে চাইলো, বলতে হয়নি, ওর হাতেও 'ম্যাচবাত্তি' চলে এসেছে। এসব পুরনো অভ্যেস।

দেয়ালের পাশে সেঁটে দাঁড়ালো বিলাই, দরজায় পা' দিয়ে জোরে একটা ঠেলা দিয়েই উপুড় হয়ে পড়লো জাকি, '৩৮টা আগে বাড়িয়ে ধরেছে।

ডান দিকে আগুনের ফুলকি দেখা গেল, হুপ করে শব্দ হলো, সাইলেন্সার। সাথে সাথেই পরপর দুবার প্রচণ্ড শব্দ করলো জাকির '৩৮। একটা গোঙানি শোনা গেল, ধপ্ করে শব্দ হলো পড়ে যাওয়ার। লেগেছে। বাম দিকে দুবার 'হুপ-হুপ' করলো, কিন্তু

গুলি করেই গড়িয়ে অন্ধকারে সরে গেছে জাকি।

দৌড়ে পালানোর শব্দ হলো বাঁ দিকে, উপরে উঠেছে। 'বিলাই এখানেই থাকো, সাবধান!' বলেই ছুটলো জাকি। দোতলায় উঠে বারান্দা ধরে গিয়ে শেষ মাথায় রেলিঙ টপকে ওপাশের কারনিসে পা রাখলো লোকটা। পেছন ফিরে একবার 'হুপ' করলো, দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়লো। দৌড়ে রেলিঙের শেষ মাথায় চলে এলো জাকি, লোকটা ততক্ষণে লাফিয়ে নিচের কারনিসে পড়েছে, সেখান-থেকে আর এক লাফ দিয়ে রাস্তায়।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো জাকি, লোকটা আর গুলি না করে দৌড়াতে শুরু করলো, ব্যাস জাকিও লোকটার মতো করেই লাফিয়ে পড়লো রাস্তায়। একটা গুলি করলো, লাগলো না।

পালাচ্ছে লোকটা।

এই সময় একটা ভারি মটরসাইকেলের শব্দ হলো, ঐ দিকেই। পরমুহূর্তেই রাস্তায় টিউবলাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল ইনস্‌পেক্টর হাবিব মোড় ঘুরে এগিয়ে আসছে।

চিৎকার করলো জাকি, 'হাবিবভাই! সাবধান!'

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক করলো ইনস্‌পেক্টর, রাস্তার মাঝখানে আড়া-আড়িভাবে দাঁড়িয়ে পড়লো। গুলি লেগে চুরমার হয়ে গেল স্পিড-মিটার, বাইক ছেড়ে লাফিয়ে রাস্তায় গড়িয়ে পড়লো ইনস্‌পেক্টর। নিউট্রাল করা হয়নি, বনবন করে ঘুরছে উল্টানো বাইকের পেছনের চাকা।

এদিক ওদিক দেখছে লোকটা, কি করবে ভেবে পাচ্ছে না, এই সময় ইনস্‌পেক্টরকে উঁকি মারতে দেখে আবার গুলি করলো। সরে গেল ইনস্‌পেক্টর। তারপর ধীরেসুস্থে লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার

টিপলো।

দুহাত ওপরে তুলে নাচের ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে এক পাক ঘুরলো লোকটা, তারপর খুব আস্তে একদিকে পড়ে যেতে লাগলো, অবশেষে ধপাস্ করে পড়লো। তখনও সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা ধরে আছে, যেন ওটা শরীরেরই একটা অংশ।

ওয়াকি টকিতে নির্দেশ দেয়া শেষ করে বাইকটা নিউট্রাল করে সোজা করলো ইনস্পেক্টর হাবিব। একটা ছায়ামূর্তির মতো জাকির পেছনে এগিয়ে এলো বিলাই, ওর হাতে এখন কোনো 'ম্যাচবাক্তি' দেখা যাচ্ছে না। রাস্তার লাইটের আলোয় লাশটা দেখলো ও।

আশপাশের জানালাগুলো দু'একটা খুলে গেল। এদিক ওদিক হৈচৈ শোনা গেল কিছু। কেউ একজন চিৎকার করে বললো পুলিস ডাকতে।

'ভালোই হাত আপনার,' ইনস্পেক্টরকে বললো জাকি। হাতের '৩৮টা লুকানোর অপচেষ্টা করছে না ও।

'সময়মত সাবধান কইরা দিবার জন্যে ধন্যবাদ।'

'আমি তো ভেবেছিলাম ওটা শুনতেই পাননি আপনি।'

'পাইসিলাম।' জাকির হাতের দিকে চোখ রেখে বললো ইনস্পেক্টর, 'আশা করি ভালো একখানি গল্প শুনতে পাইমু আমরা?'

পাইপটা জ্যাকেটের ভেতর ঢোকালো জাকি, 'খুবই ভালো। আমাকে ঝেড়ে দিতে চেয়েছিল। একজন আমার বাড়ির উঠানে শুয়ে আছে, আর একজন এই।'

'দেখি, ঐটা এদিকে দে।' '৩৮টার ব্যাপারে ইঙ্গিত করলো ইনস্পেক্টর।

'নাহ্, ওটা আমার কাছেই থাকুক। বুঝলেন না, একজন দিয়েছে,

উপহার, হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। অবশ্য ওর টেলিফোন নম্বর আছে আমার কাছে, আপনি আমার বাসা থেকেই কথা বলতে পারেন। ইচ্ছে করলে।'

মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলো না ইনস্‌পেক্টর, কিন্তু সতর্ক হয়ে গেল। বিলাইয়ের দিকে ফিরলো, 'এক্ষুণি আমাদের গাড়ি এসে পড়বে, ততক্ষণ তুমি এখানেই থাকো, পারবে না?'

তারপর জাকির দিকে ফিরলো, 'চল্, অতি চালাকের গলায় দড়ি, মনে রাখিস।'

সাবধানে ভেতরে ঢুকে উঠনের লাইট জ্বেলে দিলো জাকি। ইনস্‌পেক্টরের সাথে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। যেখানে প্রথম লোকটা পড়েছিল কেউ নেই সেখানে। অবশ্য রক্তের বিরাট একটা ছাপ রেখে গেছে।

পালিয়েছে ব্যাটা।

পুলিসের সাইরেন শোনা গেল।

উপরে উঠলো জাকি। ঘরটা খোলা। রিভলবার বাগিয়ে এগিয়ে গেল ইনস্‌পেক্টর। জাকি লাইট জ্বেলে দিলো।

রক্তে ভেসে যাওয়া কার্পেটের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে লোকটা। মাথায়, চোখে মুখে সব জায়গাতেই গুলির গর্ত। বুকেও আছে। প্রফেশনালরা কখনও রিস্ক নেয় না।

মও!

আঁৎকে উঠলো ইনস্‌পেক্টর, ওর হাতটা এখন জাকির দিকে ফেরানো।

কয়েকজন পুলিস বিলাইকে সাথে নিয়ে জাকির পেছনে এসে দাঁড়ালো।

ওদের ডাক্তার লাশ পরীক্ষা করে সাথে সাথেই রায় দিলো, আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে মারা গেছে। পোস্ট মর্টেম করলে আরও নির্দিষ্ট করে বলা যাবে।

জাকি বললো রবীন্দ্র, রীঠা এবং ডিপ্‌টির কথা। ওদের সাথে যোগাযোগ করলেই জানা যাবে ঐ সময় জাকি ওদের সাথেই ছিলো। তারপর ডিপ্‌টির বাসা থেকে কিছুদূর রিকশয় এসে বাকিটা হেঁটেই এসেছে ওরা।

মুচকি হাসলো ইনস্‌পেক্টর। যোগাযোগের দরকার নেই, ও নিজেই দেখেছে ওদেরকে রিকশ থেকে নেমে হেঁটে আসতে। বোঝা যাচ্ছে জাকিকেই মারতে এসেছিল লোক দুটো। জাকি ভেবে মওকে প্রথমে মেরে ফেলে। তারপর ভুলটা বুঝতে পেরে অপেক্ষা করতে থাকে জাকির ফেরার জন্যে।

কিন্তু জাকির আর্মস্‌?

রানা এজেন্সির ইমার্জেন্সি নাম্বারটা দিলো জাকি। একটু টেনশনে আছে ও, কতটা ক্ষমতা ওদের কে জানে!

অনেকক্ষণ পর ওপাশ থেকে সাড়া পাওয়া গেল। নিজের পরিচয় দিয়ে পিস্তলের প্রসঙ্গ তুলতেই ওপাশ থেকে বললো, 'দশ মিনিট ফোনের কাচে ডেঁড়িয়ে থাকেন, আপনার সাথে সওয়াল জওয়াব করার ক্ষমতা আমার লেইকো, যার সাতে কতা বললে আপনার সুবিদে হবে তাকেই দিচ্চি।' নিজের পরিচয় দেয়নি লোকটা।

দশ মিনিটের আগেই টেলিফোন বেজে উঠলো। ছোঁ মেরে রিসিভারটা তুলেই চোখ বড় করে ফেললো ইনস্‌পেক্টর। 'কিছুক্ষণ 'হ্যাঁ, স্যার; না, স্যার; ঝি, স্যার; ঝি, স্যার' করে রেখে দিলো ওটা।

চোখে আগুন নিয়ে জাকির দিকে চাইলো ইনস্‌পেক্টর, ফায়ার

আর্মসের জন্যে স্পেশাল পারমিশন পাইছোস্ তুই। কিন্তু মনে রাখিস, অন্য কোনো ব্যাপারে কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না।' তীব্র ঘৃণা ফুটে উঠলো ওর চেহারায়, 'আর হ্যাঁ, একটা কথা বলে দেই, পলিটিক্যাল সাপোর্ট চিরদিন থাকে না।'

পলিটিক্যাল সাপোর্ট!

ওহ্ হো, হাবিব ভাই বোধহয় ভেবেছে, জাকি কোনো পলিটিক্যাল পার্টির পাণ্ডা। কিংবা ভাড়াটে গুণ্ডা। পার্টির পাণ্ডারাও এরকম সুবিধে পায় নাকি? নাকি রানা এজেন্সি কোনো পার্টির মাধ্যমে কাজটা করিয়েছে? নাকি ওরা নিজেরাই একটা পলিটিক্যাল পার্টি? কিংবা পার্টির ভাড়াটে বাহিনী?

ধুত্তোর!

তবে হ্যাঁ, পাওয়ার আছে ব্যাটাদের। দশ মিনিটেই "বাত খালাস।"

না জানিয়ে শহরের বাইরে যেতে নিষেধ করলো ইনস্পেক্টর, এবং রাতটা অন্য কোথাও থাকতে বললো। টেকনিশিয়ানরা কাজ করবে।

বিলাই জানালো ওর সাথেই থাকবে জাকি, ঠিকানাটা নিলো ইনস্পেক্টর। তারপর বেরিয়ে এলো ওরা।

হেঁটে যেতে যেতে অপ্রাসঙ্গিকভাবে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো জাকি, 'তোমাকে আজ কাশতে দেখলাম না, ব্যাপার কি? ভালো হয়ে গেছো?'

'আরে নারে, ওস্তাদ। খামোশ খায়া রইছে এইটাই ডরের কথা। পরতেকবার রক্ত যাওনের আগে কয়ঘড়ি এই রহম খাসি বন থাকে। আজকা এক জারাবি খাসি নিকা। বহুৎ ডরের কথা!' হাত

দিয়ে মুখ ঘষলো বিলাই। 'থাউক্‌গা, কেঠা মরছে চিনছো?'

'না।'

'অর নাম নূরা। ফকিরা ভাগছে। আগেই সন্দ করছিলাম, অরা তোমার উপরেই চাঁছ্‌ লইবো, এলায় ঠিকী অইলো।'

আমলি গোলায় একটা ঝুপড়িতে থাকে বিলাই। রাস্তা থেকে ওর ঘরটা নিচুতে। একটা মাত্র ঘর, রান্নার কোনো ব্যবস্থা নেই। কিন্তু একটা ইলেকট্রিক হিটার আছে নড়বড়ে চৌকির নিচে, তার ওপর একটা তোবড়ানো কেতলি।

তুমুল তর্কাতর্কির পর অবশেষে স্থির হলো কেউই মেঝেতে শোবে না। দুটো নড়বড়ে চেয়ার আর একটা টুল পাশাপাশি রেখে তার ওপর রেশন দোকানের খালি বস্তা বিছিয়ে শুলো জাকি। পুরনো কাপড়ের দোকান থেকে কেনা বিশার সম্বল দুটো কম্বল দুজনে ভাগ করে নিলো। তারপরেও শীত লাগবে বুঝতে পেরে হিটারটা জ্বালিয়েই শুলো ওরা। রাতে কারেন্ট ফেল না করলেই হয়।

অকারণ খুশিতে নড়বড়ে চৌকি কাঁপিয়ে গান ধরলো বিলাই।

"কুক্‌কুরুহু কুক্‌কুরুহু
ঝোপড়ি সে চারপায়ী…"

দুটো পেইন কিলারের সাথে পঁচিশ মিলিগ্রাম ট্রাংকুইলাইজার দ্রুত ঘুম পাড়িয়ে দিলো জাকিকে। স্বপ্নবিহীন গাঢ় ঘুম।

ঘুমোবার আগে মনে পড়লো রাসুর কথা। দুঃখী, বোকা মেয়েটা মরে গেল, কেন? বড় ভালো লোক ছিলো মও, অনেক উপকার করেছে ওর, কেন মরলো ও? এতগুলো খুন…খুনী কি একই? রবীন্দ্র চৌধুরী…লোকটা কে? তারপর লিব্বা। মেয়েটা…! আধো ঘুমের মধ্যেই বিড়বিড় করে উঠলো জাকি—

শালা,
যখন লেবু ছিলো আমার !
হুঁহু !

এগারো

সারাটা দিন খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটলো জাকির।

প্রথমেই বিশাকে একটা দায়িত্ব দিলো ও, ফকিরাকে খুঁজে বের করতে হবে। খুশি হয়েই কাজটা নিলো বিশা বিলাই। তবে আকবর শেঠ নামে ওর নাকি এক পুরনো বন্ধু আছে, ওর সাথে "সিন্নির রহম দোস্তি।" তাকে দিয়েই কাজটা করাতে হবে—জানালো বিলাই।

আকবর শেঠ কতোটা গরজ নিয়ে করবে কে জানে—এটা বলতেই বিলাই বুঝালো কাজটা ও ঠিকই করে দেবে। না পারলে ওর নিজেরই মান ইজ্জত সব "প্লাস্টিক" হয়ে যাবে।

দশটার দিকে শিখা আপার নাম্বারে টেলিফোন করলো। ওপাশ থেকে প্রথমেই জানতে চাইলো, 'আপনি কে বাওয়া ?' তারপর নামটা শুনে বললো, 'বাবলি আপা তো সেই সাতসকালে পেলিয়ে গেচে, তবে চিন্তার কিছু লেইকো, কোনো মাসিজ থাকলে রেকে দিতে বলেচে, সোমায় মোতোন ওটা লিয়ে লেবে। আচে কিচু কতা ?'

ঠিক সাড়ে সাতটায় লিব্বাকে ম্যাগডোনাল্‌স-এ থাকতে বললো জাকি।

হঠাৎ সালের সাথে দেখা হয়ে গেল মতিঝিলে। আজকের কাগজে গতরাতের ঘটনাগুলোর ব্যাপারে ধুমসে বিষোদ্‌গার করেছে ও, পড়েছে জাকি। কাজেই তেমন একটা পাত্তা দিলো না ও। কিন্তু নাছোড়বান্দার মতো ধরে নিয়ে পূর্বানীর সামনের ছোট্ট রেস্ট্‌-রেন্টটায় ঢোকালো সালে। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে ভেজি-টেব্‌ল স্যাণ্ডউইচ আর কোকের অর্ডার দিলো।

বোধহয় ঠিকমত ঘুম হচ্ছে না ওর, চোখমুখ বসে গেছে। 'জাকি,' ও বললো, 'গতরাতে বাবলিকে নিয়ে লক্ষ্মী হোটেলে গিয়েছিলে?'

আচ্ছা, এই ব্যাপার! ঘটনাটা ওর কানে গেছে তাহলে।

'একটা কাজে ওখানে গেছিলাম আমি।' জাকি বললো, 'হ্যাঁ, বাবলিও ছিলো আমার সাথে।' সালের দিকে একবার চাইলো ও, তারপর তামাক আর কাগজ বের করলো, কোনো রেয়াত করলো না।

কেমন একটা ক্লান্ত দৃষ্টিতে জাকির দিকে চেয়ে আছে সালে। 'তোমার কাজের সাথে ওর সম্পর্ক কী?' জিজ্ঞেস করলো, 'ও কেন গেল অতো রাতে?'

'সেটা বরং ওকেই জিজ্ঞেস করো।'

'একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সালে। দুহাতের দশ আঙুল একত্র করে গম্বুজ বানালো। তারপর ঐ গম্বুজটাকেই যেন শোনাচ্ছে এমন-ভাবে বললো, 'বেশ কিছুদিন থেকে ওর সাথে ভালো করে কথাটথা হচ্ছে না, দেখাই হয় না প্রায় মাসখানেক হয়ে গেল। অফিসে আসে

না, কোনো কাজও করে না। কর্মজীবী মহিলাদের ওপর একটা রিপোর্ট কাভার করার জন্যে রফিক ভাই ওকে খুঁজছিল, পায়নি। কোথায় যায়, কী করে···অবশ্য আমিও খোঁজখবর নিইনি তেমন। ওর ওপর ভালো আস্থা আছে আমার। কিন্তু এখন দেখছি, বুদ্ধি-সুদ্ধি···যতটা ভেবেছিলাম, কিছুই নেই ওর। না হলে তোমার মতো একটা পচা ইতরের সাথে "ওর" কি কাজ থাকতে পারে!'

'সালে, শোনো, তুমি আর কখনও আমাকে এইসব বলো না। মেজাজ খারাপ হয়ে গেলে কখন কি করে বসি, ঠিক তো নেই। যদিও, কেউ আমাকে খারাপ লোক মনে করলে তাতে কিছু এসে যায় না আমার, বরং প্রায়ই সেটা এনজয় করি। কিন্তু, মুখের সামনে এসব শুনলে—বলা যায় না, মাথায় রাগ চড়ে যেতে পারে। তোমার মতো একটা নিরীহ লোককে মারলে, পরে খুবই খারাপ লাগবে আমার। তাছাড়া মারপিটের সময় প্রায়ই কোনো মাত্রাজ্ঞান থাকে না আমার, হয়তো মারাও যেতে পারো তুমি। যে একখান নাড়ু গোপাল শরীর তোমার!'

সদ্য বানানো গরম স্যাণ্ডউইচ দিয়ে গেল বেয়ারা। সাথে ঠাণ্ডা পেপসি। কোকা কোলা নেই।

পেপসির বোতলটা মুঠো করে ধরলো জাকি। সালের দিকে চাইলো, 'এটা দিয়ে তোমার মাথায় একটা বাড়ি মারলে কেমন হয় বলো তো?' বললো ও।

'কি বলছো তুমি!' সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে এদিক ওদিক চাইলো সালে। খুব ভয় পেয়ে গেছে ও।

হা হা করে হাসলো জাকি। বললো, 'ভয় পাচ্ছো কেন, খোকা, মারবো না তোমাকে। তবে ঠিক এইরকম একটা বোতল নিয়ে

গতরাতে আমার সাথে মশকরা করেছে এক আইনত ভ্রাতা। সেটাই ভাবছিলাম।'

জাকিকে ঢুকতে দেখে সোজা হয়ে বসলো শরীফ, 'কি ব্যাপার?'

'ব্যাপার গুরুতর।' আরাম করে একটা চেয়ারে বসলো জাকি।

'মানে?'

'ফেকুর ছেলে ওর সমস্ত সম্পত্তি পাচ্ছে। চিন্তার কিছু নেই।'

'কী বলছো!'

'ঠিকই বলছি।'

'ফেকু তো বিয়েই করেনি, ছেলে আসবে কোত্থেকে?'

'ও বিয়ে করেছিল, জয়দেবপুরের এক হাসপাতালে জুবাইদা, মানে ওর বউয়ের ছেলে হয়েছে।'

'বউ কোথায়?'

'আত্মহত্যা করেছে।'

ভ্রূ কোঁচকালো শরীফ। 'বিয়ের দলিলপত্র ঠিক আছে তো?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো ও।

'বিয়ের দলিল!' অবাক হলো জাকি।

'ছেলেটা যে জুবাইদার সেটা না হয় হাসপাতালে খোঁজ নিলেই পাওয়া গেল, কিন্তু জুবাইদা যে ওর বউ সেটা প্রমাণ করতে হবে না?'

গম্ভীর হয়ে গেল জাকি।

'কোনো দলিল যদি না পাওয়া যায়?'

'বিয়ে প্রমাণ করা না গেলে সম্পত্তি ঠেকাবার কোনো উপায় নেই।'

তাহলে উপায়! বিয়ে যখন করেছে, কাগজপত্র কিছু নিশ্চয়ই

আছে। কিন্তু কোথায় ? না কি আসলে বিয়েটিয়ে কিছুই করেনি ও ? সেজন্যেই কি আত্মহত্যা করেছে কুটু ?

'তুমিই কি একমাত্র অ্যাটর্নি ?'

'একমেবাদ্বিতীয়ম্।'

তাহলে ! চুপ করে ভাবছে জাকি।

'ফেকুর কথা কিছু বলো তো, শুনি।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করলো, টাক চুলকালো, তারপর বুদ্ধিমানের ভঙ্গিতে বললো, 'শিশুর সারল্য, কুটনীতিকের প্যাঁচ আর ক্রিমিনালের ভয়াবহতা, এই তিন বৈশিষ্ট্যের সহাবস্থান দেখেছি আমি ওর মধ্যে। তবে ইদানীং প্রথম দুটোর প্রাধান্য লক্ষ্য করেছি।'

'আরে ধুর, পণ্ডিতি রাখো, আমি বলছিলাম অন্য কথা। জরুরি অথচ গোপনীয় কাগজপত্র, ফাইল এসব কোথায় রাখতে পারে ?'

'কি বলছো বুঝতে পারছি না, জায়গাজমি ব্যবসার দলিলপত্র আমার কাছেই আছে। এছাড়া আর কি কাগজের কথা বলছো ? ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের খবর নিশ্চয়ই আমি জানবো না ?'

'না, মানে, আচ্ছা ধরো···তোমার কাছে ব্যবসাপত্র বা জায়গাজমি ছাড়া অন্য কোনো কাগজপত্র রাখেনি ? এমন কিছু কি আছে যেগুলো তুমি বোঝোনি ?'

'কৈ, না তো !'

'লাল রঙের ওর কোনো ফাইল আছে তোমার কাছে ?'

'নাহ্, ওর কোনো ফাইলই নেই, আমার ফার্মের ফাইলেই ওর সব কাগজপত্র রেখেছি আমি। সবগুলোর রঙ নীল।'

'ঠিক আছে, চেপে যাও।' উঠে দাঁড়ালো জাকি।

দরজায় রাইফেল হাতে নীল জামা দেখে ওটাকে সত্যিই একটা রাজার বাড়ি বলে মনে হলো জাকির। কিন্তু জাকিকে আটকালো ওরা, প্রবেশ নিষেধ। এই সময় কোত্থেকে ইনস্পেক্টর হাবিব এসে হাজির।

'এটা ওরই বাড়ি! ছেড়ে দাও,' বললো সে।

হাবিব ভাইয়ের শাদা প্যান্ট আর শাদার ওপর লাল নকশা করা স্বয়েটার দেখে জিজ্ঞেস করলো জাকি, 'কি ব্যাপার, ছদ্মবেশ নাকি?'

'অফ ডিউটি। গতরাতের পরথেইকা তোর উপ্‌রে আমার একটা ব্যক্তিগত ইন্টারেস্ট গ্রো কোর্সে। তাই দেখতে আইলাম একবার।'

'বেশ করেছেন।' দরজা খুললো জাকি।

'তুই কি এখানেই থাকবি নাকি?'

'রাগ করবেন না তো?'

'শোন্, জাকি, একটা কথা সোজাসুজি বলে দেই তোরে। প্রায় দশ বছরের চাকরি আমার। তখনও তোর দাড়িমোচ উঠে নাই, তখন থেকেই জ্বালাইতাছোস আমারে। তবুও যাহোক, তোদের তখনকার গুণ্ডামি একটা সীমার মধ্যেই ছিলো। কিন্তু এখন? তুই আসার সাথে সাথেই এতগুলো খুন হয়ে গেল। বলতে চাস্ তোর কোনো সম্পর্ক নাই এসবের সাথে? মনে রাখিস্, এতটুকু লাইন যদি পাই, আমার চাকরি যদি যায়ও, তোরে আমি ঠিকই ঝুলামু। যতই ব্যাকিং থাকুক তোর, কোনো ফায়দা হইবো না।'

চলে গেল ইনস্পেক্টর হাবিব।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভেতরে ঢুকলো জাকি।

পড়ন্ত বিকেল।

ওয়াইল্ড হর্সের সামনে দাঁড়িয়ে আছে জাকি। পকেটে হাত, ঠোঁটে সিগারেট, ভুরুতে ভাঁজ।

চোখে স্মৃতি।

আগে বিল্ডিঙটা ভাড়ায় খাটাতো। নিচতলায় ছিলো একটা বড় মুদি দোকান, একটা লোহার গ্রীল ইত্যাদি বানানোর ওয়ার্কশপ, আর একটা ফার্নিচারের দোকান। আর ওপরতলায় থাকতো একটা ভাড়াটে পরিবার।

পরে ওয়ার্কশপটা তুলে দিয়ে ক্লাব বানালো ওরা। তারপরেই জাকি চলে যায়। এখন পুরো বিল্ডিংটাই ক্লাব। ওয়াইল্ড হর্স প্রাইভেট ক্লাব। ছাদ এবং পেছনের ছোট্ট মাঠটা বিশেষ কোনো ফাংশনে কাজে লাগে।

আর মাটির নিচের ঘরটা ছিলো ওদের চোরা কুঠুরি। এখন হয়েছে কনফারেন্স রুম।

গেটের কাছে একটা ছোট্ট খুপরিতে বুড়ো মস্তাজ মিয়া থাকে। আগে ও ফেকুর বাপের কাছে কাজ করতো, পরে এই ক্লাবের কেয়ার-টেকার হয়েছে। জাকি ভেতরে ঢুকতে ঘোলাটে চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর চিনতে পারলো। ফোকলা মুখে হেসে উঠে অভ্যর্থনা জানালো।

'আরে আরে, আমাগো বাবুসাব আয়া পরছে!' একটা টুল মুছে এগিয়ে দিলো, 'ল্যান, বহেন।'

কিছুক্ষণ একথা-সেকথার পর আসল ব্যাপার পাড়লো জাকি, 'আচ্ছা, ফেকু একলা কখনও এখানে আসতো?'

'তেমুন একটা না, মাঝেমইদ্দে, কোনো মিটিঙের আগে কয়া যাইতো কি অমুক তারিকে মিটিঙ অইবো, নইলে কোনো ফাংশনের

আগে কয়া যাইতো কেমনে কি করন লাগবো।'

'এখানে ওর কোনো আলমারি বা সেল্‌ফ আছে? যেখানে ওর ব্যক্তিগত কাগজপত্র রাখতো?'

'হ, একটা আছে উপরে। স্টিলের আলমারি। অরমোদে খেলনের জিনিসপাতি থাকে। আর অর বিরতেই কেলাবের বেবাক কাগজ-উগজ থাকে।'

উত্তেজিত হয়ে পড়লো জাকি, 'আমি ওটা দেখবো।'

'হ, হ, এক্‌সবার। মতলব, কথা অইলো কি···,' বকর বকর করতে করতে জাকিকে নিয়ে চললো বুড়ো।

কিন্তু কিছুই পেলো না জাকি। শুধু ক্লাবের কাগজপত্র, দরখাস্ত, ফরম, ইলেকট্রিক বিল এইসব। লাল ফাইল বা ঐ জাতীয় কিছুই কোথাও নেই।

পুরো বিল্ডিংটা নতুন করে চক্কর মারলো জাকি। সব আগের মতোই আছে। পাশের বাড়ির নিমগাছের সেই পুরনো ডালটা এখনো তেমনি এবাড়ির দোতলার পেছন দিকের বারান্দায় ঝুঁকে থাকে।

অনেক ছোট বেলায় 'রেসকিউ' খেলায় জাকিদের সাথে কেউ পারতো না। ওপাশের গলি দিয়ে দেয়াল টপকে এবাড়িতে নামতো, তারপর নিম গাছ বেয়ে এই বারান্দায় এসে রাস্তায় নেমে উল্টো দিকে হাওয়া হয়ে যেতো—কেউ বুঝতেই পারতো না কিছু।

ওবাড়ির শেলীর কথা মনে পড়লো ওর। ওর বয়েসীই হবে মেয়েটা, কিংবা কিছুটা বড়ো। মাঝেসাঝে খেলতো ওর সাথে। একদিন দুষ্টুমি করে ওকে 'বউ' বলেছিল জাকি—অমনি মেয়েটা সোজা গিয়ে ওর মামার কাছে বলে দিলো! ওফ্, পল্টু মামা

পিটিয়েওছিল সেদিন। একদম হালুয়া টাইট বানিয়ে ছেড়েছিল। তার কিছুদিন পরেই বিয়ে হয়ে যায় মেয়েটার।

ভ্রূ কুঁচকে উঠলো জাকির। বিড়বিড় করলো ও—

শাআলাহ্,

যখন লেনু ছিলো আমার!

হুঁহ্।

একটা সরু সিঁড়ি বেয়ে নিচের কনফারেন্স রুমে নামলো ওরা। সিঁড়িটা এখন আর আগের মতো স্যাঁতস্যাঁতে নেই। এবং প্রচুর আলোর ব্যবস্থাও করেছে।

একটা বিশেষ নিয়মে খোলে এয়ারটাইট দরজাটা। কোনো মিটিঙ ছাড়া অন্য সময় ঐ নিয়মটা না জানলে দরজা খুলতে পারবে না কেউ। অনেকটা কমবিনেশন লকের মতো। দেয়ালে একটা বিরাট এয়ারকণ্ডিশনার। ভেতরে অনেকগুলো পিঠ-উঁচু চেয়ার আর নিচু কয়েকটা টেবিল ছিটানো। একধারে একটা বড় চেয়ার তার সামনে ডেস্ক। এক কোনায় টেলিফোন।

হঠাৎ চমৎকার টুংটাং শব্দে দেয়াল ঘড়িটা বেজে উঠে চমকে দিলো জাকিকে। সাতটা বাজে।

ওপরে উঠে এলো ও, সাড়ে সাতটার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ভোলেনি।

আসবে তো মেয়েটা?

বারো

রিকশ থেকেই লিব্বাকে দেখলো জাকি, গাড়ি লক করে গেটের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। শাড়ি পরেছে ও। কি শাড়ি ওটা? জামদানি না শিকন? খুব-সুন্দর শাড়িটা। নাকি ওর হাঁটাটাই সুন্দর?

কাউন্টারে কি যেন জিজ্ঞেস করলো, বোধহয় জাকি কোনো টেবিল রিজার্ভ করেছে কি না, তাই জানতে চাইলো। তারপর একটু ঘুরতেই জাকিকে দেখে এগিয়ে এলো।

কিন্তু ওকে একদম পাত্তা দিলো না জাকি, ইশারায় সঙ্গে আসতে বলে কোণের একটা টেবিলে গিয়ে বসলো। তারপর বেয়ারা মেনু এনে রাখতে সেটা দেখতে লাগলো গভীর মনোযোগ দিয়ে। হালকা অথচ মিষ্টি একটা সুগন্ধ আসছে লিব্বার শরীর থেকে। সুগন্ধ বললে ঠিক বলা হয় না, সৌরভ। কী মেখেছে ও? শ্যানেল নাম্বার ফাইভ? প্যাট্রা? না, কান্তা? ধুর, নাম শুনলেও, কোনটাই চেনে না জাকি। নিজের গালে হাত বুলালো ও, আসবার আগে আর একবার ক্রুট মেরে আসলে ভালো হতো।

'কি খাবে?' বলে গম্ভীরভাবে ওর দিকে তাকালো জাকি। আশ্চর্য রকম সুন্দর লাগছে ওকে। হালকা মেকআপ করেছে, চোখে বোধহয় কাজলটাজলও দিয়েছে, ঠোঁট দুটোতে গাঢ় রঙ। আবার টিপও

পরেছে। হুঁহু!

'আপনার পছন্দ মতোই নিন না।'

'আপনি' শুনে খুশি হলো জাকি। অর্ডার দিয়ে একটা সিগারেট বানাতে লাগলো মনোযোগ দিয়ে।

'আর্মস নিয়ে ঘাপলা হলো কেন?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো লিব্বা।

'মানে? রাতেরটা?'

মাথা ঝাঁকালো লিব্বা।

ধোঁয়ার একটা মোটা রিং সামনের দিকে এগিয়ে দিলো জাকি। খানিক ভেবে নিয়ে রাতের ঘটনাটা বললো সংক্ষেপে।

শুনে বেশ ঘাবড়ে গেল লিব্বা। 'ঘটনা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'কাজের লোক ছিলো মও। একটা শক্ত খুঁটি হারালাম। যাক, শিখা আপার সাথে কথা বলতে চাই আমি,' বললো জাকি।

'কেন?'

'আলাপ আছে। ফাইলটার ব্যাপারে কিছু জানা যেতে পারে।'

'শিখা আপা গিলটি মিয়ার সাথে আজ বিকেলের ট্রেনে চট্টগ্রাম গেছে। অবশ্য কালই ফিরে আসবে।'

'গিলটি মিয়া কে?'

'একজন পুরনো স্টাফ। ভারী মজার মজার কথা বলে।'

'অ।'

স্যুপ দিয়ে গেল বেয়ারা। ঢেলে দেয়ার জন্যে সিগারেটটা অ্যাশ-ট্রেতে পিষলো জাকি। কিন্তু ততক্ষণে লিব্বাই ওকে ঢেলে দিতে শুরু করেছে। খুশি হলো ও।

'আচ্ছা ঐ সুরাইয়ার সাথে ফেকুর সম্পর্ক কেমন ছিলো?' জিজ্ঞেস করলো জাকি।

গ্লাসের দিকে চেয়ে একটুখানি ভাবলো লিব্বা। তারপর বললো, 'অদ্ভুত সম্পর্ক ছিলো ওদের। রাসু ফেকুকে একদম দেখতে পারতো না, কিন্তু ফেকু রাসুকে খুব স্নেহ করতো। চায়না বিল্ডিঙের ঘরটা তো ও-ই সাবলেট নিয়ে দিয়েছিল, ভাড়াও সেই দিতো। তাছাড়া মাঝে মাঝে টাকা পয়সাও দিতো। অথচ ওগুলো নেয়ার সময়ও খুব গালাগালি করতো রাসু।'

'কেন?'

'ওর বোনের আত্মহত্যার জন্যে ফেকুকেই দায়ী করতো রাসু।'

'কি হয়েছিল ওর বোনের?'

'আমি অবশ্য চিনতাম না ওকে, তবে নানানজনের মুখে শুনেটুনে বুঝেছি, পাগলাটে ধরনের মেয়ে ছিলো ও, ফেকুর সাথে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর একদিন কী নিয়ে একটু কথা কাটাকাটি হতেই ফিরে এসে তিনতলা থেকে লাফিয়ে পড়লো।'

'ফেকু নাকি ওকে পিটিয়েছিল?'

'রাসু বলেছে, তাই না? আমি ফেকুর কাজের বেটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ফেকু এমনকি গালাগালিও করেনি। বরং ও-ই খুব খারাপ ভাবে কথা বলেছিল।'

'রাসুকেও কিছুটা···ইয়ে মনে হয়েছিল আমার,' জাকি বললো।

খানিক চুপ করে রইলো লিব্বা, তারপর বললো, 'ও খুব সরল ছিলো।'

কিছুক্ষণ পর জাকির প্লেটে রাইস দিতে দিতে জিজ্ঞেস করলো, লিব্বা, 'আচ্ছা, মাসুদ রানার সাথে আপনার পরিচয় হলো কিভাবে?'

'সে অনেক লম্বা গল্প।' এড়িয়ে গেল জাকি, 'পরে একদিন বলবো।'

প্রায় নিঃশব্দে খেয়ে চললো ওরা। মাঝে মাঝে দু'একটা কথা বলছে কেউ। ভাবছে ফেকু আর লাল ফাইলের কথা। কিন্তু জাকি হঠাৎ লিব্বার কথা ভাবতে শুরু করলো। ওর মনে হলো—আসলে খুব ভালো মেয়ে লিব্বা।

ওর দিকে চাইলো জাকি, ঠোঁটের একটু ওপরে একদানা খাবার লেগে রয়েছে। আঙুল দিয়ে ওটা ফেলে দিলো ও। খাওয়া ফেলে চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইলো লিব্বা।

দ্রুত খেতে শুরু করলো জাকি।

একদম কাছেই একটা স্পিকারে নিচু ভল্যুমে বাজছে—

"চাঁদনি রাতসে, চাঁদ কি সামনে, রূপ কি পর্দা হঠা না,

গজব হো গয়া…"

কিছুক্ষণ পর বললো জাকি, 'আচ্ছা, রীঠার সম্পর্কে কী জানো তুমি?'

একটুখানি ভাবলো লিব্বা, 'তেমন কিছু না, তবে শুনেছি খুব মারাত্মক লোক। দাঙ্গাবাজ কিন্তু বুদ্ধিও আছে। ওকে সন্দেহ হয়?'

'ফেকু মারা যাওয়ার পরে ওয়াইল্ড হর্স ক্লাবটা নিয়ে নিচ্ছিল ও।'

'ওয়াইল্ড হর্সের সাথে এসবের সম্পর্ক কি?'

'সবকিছুর মূলে তো ঐ ক্লাবটাই। ঐ ক্লাবের মাধ্যমেই পুরো অর্গানাইজেশনটা চলে।'

'তাহলে তো রীঠাকে একটু শান্টিং দেয়া দরকার।'

'ঠিক বলেছো। এখনো হয়তো চরতে বের হয়নি ও, চলো এখনি যাওয়া যাক। চেনো ওর বাসা?'

মাথা নাড়লো লিব্বা।

'আমি চিনি, কাছেই। লেকের ওপারে।'

খাওয়া শেষ করে বেরিয়ে এলো ওরা। গাড়ি না নিয়ে হেঁটেই চললো। নিঃশব্দে যেতে চায়।

পাশাপাশি, কাছাকাছি হাঁটতে লাগলো ওরা। আকাশের দিকে চাইলো জাকি, তারাভরা বিরাট আকাশ। ময়ূরকণ্ঠী রাত—ও ভাবলো। লিব্বার হাতটা নিজের হাতে নিলো ও।

কিছু বললো না লিব্বা। আর একটু কাছে সরে এলো। হয়তো শীত লাগছে ওর।

অবশ্য আজ তেমন শীত পড়েনি এখনও।

রীঠার একতলা বাড়িটার সামনে থেমে দাঁড়িয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাইলো ওরা। একটু দূরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। বাড়ির ভেতরে অন্ধকার। বোধহয় বাসায় কেউ নেই।

'চলো ওর ঘরটা একটু সার্চ করে আসি,' ফিসফিস করে বললো জাকি।

সায় দিয়ে এগিয়ে গেল লিব্বা।

একপাশের অন্ধকার জায়গায় গিয়ে লাফিয়ে নিচু পাঁচিলের ওপর উঠে বসলো জাকি। লিব্বাকে টেনে তুললো।

পুরনো নিয়মে পেছন দিকে রান্নাঘরের দরজাটা খুলে ফেললো জাকি। কিন্তু ভেতরের দরজাটাও আটকানো। একটুও দ্বিধা না করে পা চালালো ও। জায়গামত একটা চমৎকার লাথিই যদি সমস্যার সমাধান করে দেয় তাহলে আর চিন্তা কিসের!

জ্যাকেটের ওপর দিয়ে পাইপটা ছুঁয়ে দেখলো জাকি। বের করলো না। আগেই তো জেনেছে বাড়িতে কেউ নেই।

কিন্তু ভেতরে একটা পা রাখতেই অন্ধকারে ঘরের কোনার দিকে

একটা আবছা নড়াচড়া লক্ষ্য করলো। বোকামিটা বুঝতে পেরে সাথে সাথেই লিব্বাকে জোরে একটা ধাক্কা মারলো, নিজে লাফিয়ে পড়লো শক্ত মেঝেতে।

প্রচণ্ড শব্দ হলো গুলির।

মেঝেতে পড়েই এক গড়ান দিলো। হাতে একটা নিচু টুল ঠেকলো। না থেমেই ওটাকে আগুনের ফুলকির দিকে ছুঁড়ে মেরে আরো দূরে সরে গেল।

আরও দুটো গুলির শব্দ হলো।

জাকি যেখান থেকে টুল ছুঁড়ে মেরেছিল সেখানের মেঝের চলটা উঠে গেল।

দুদ্দাড় করে বেরিয়ে গেল লোকটা।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো জাকি। '৩৮টা এখন ওর হাতে। বাইরের দরজাটা প্রচণ্ড শব্দে খুললো এবং বন্ধ হলো। একটু পরে একটা গাড়ি স্টার্ট নিয়ে চলে গেল দ্রুত।

চিড়িয়া উড় গিয়া।

অনেক খুঁজে লাইটটা জ্বালতে পারলো জাকি। কয়েকবার চোখ পিটপিট করে দেখলো লিব্বা তখনো দেয়াল ধরে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে আছে। ভয় পেয়েছে মেয়েটা। হাত ধরে ওকে টেনে তুললো জাকি।

তারপর রীঠাকে দেখলো ওরা।

একটা সদ্যমৃত লোককে দেখার প্রাথমিক ধাক্কায় লিব্বার বড় বড় চোখ দুটো বৃহত্তর হয়ে উঠলো যেন এক্ষুণি বেরিয়ে আসবে। মুখটাও একটুখানি ফাঁক হয়ে আছে। জাকির হাত খামচে ধরলো, ঝট করে মুখ ফিরিয়ে জাকির দিকে চাইলো বিহ্বল দৃষ্টিতে।

ঠিক হৃদপিণ্ডের ওপর কাছাকাছি দুটো গর্ত। সামান্যই রক্তপাত হয়েছে, এখনো জমে যায়নি। চোখ দুটো আধখোলা। চিৎ হয়ে পড়ে আছে রীঠা।

'লোকটা কে···চিনেছো ?'

'নাহ্, শালা ভেগে গেল।'

'জাকি···জাকি, এখন আমরা কি করবো ?' গলা কাঁপছে ওর, আতঙ্ক। তুমি করে বলাটা ওরা কেউই খেয়াল করলো না।

'একটু ভাবতে দাও।' দাঁত চেপে থুতনিতে হাত ঘষলো জাকি।

'পুলিস···'

'নাহ্, সময় দরকার। আর একটা খুনের সাথে জড়িয়ে পড়তে চাই না।'

মনে মনে পুরো ঘটনাটা নেড়েচেড়ে দেখলো জাকি। বেশিক্ষণ আগে মরেনি রীঠা। খুব সম্ভব, ঠিক ওরা আসার আগে ঝেড়েছে ওকে। সেক্ষেত্রে সময় নষ্ট করার মানে হয় না।

দ্রুত সারা ঘরের সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজতে লাগলো জাকি ঠাণ্ডা মাথায়। কোনো জায়গা যাতে বাদ না যায় খেয়াল রাখলো। বিছানার নিচে চাবি পাওয়া গেল। আলমারি খুললো জাকি।

কতগুলো ভিডিও ক্যাসেট, নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ ছবি, কয়েকটা সচিত্র পর্নো বই, একটা দামী রাইফেল আর ছ'টা গ্রেনেড।

ভেতরে আর একটা তালা মারা শেল্ফ। খুললো। টাকা, বাড়ির দলিলপত্র, চেক বই, আর একটা পাসপোর্ট। আর কিছু নেই। আলমারির পেছনে উঁকি মারলো। নিচে হাতড়ে দেখলো। কিন্তু নেই সে জিনিস।

'সবকিছু একদম ধোয়ামোছা,' জাকি বললো।

বুঝতে পারলো না লিব্বা জাকির কথা, কিন্তু কিছু বললো না।

রীঠার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে ও। পোসপাস যতই মারুক, আসলে খুবই নরম মেয়ে ও।

'জাকি, সবাই তোমাকেই সন্দেহ করবে,' লিব্বা বললো। ক'দিন আগে হলে ও নিজেও তাই করতো।

'আরে না,' সান্ত্বনা দিলো জাকি।

'কেউ যদি আমাদেরকে দেখে থাকে! গুলির শব্দ নিশ্চয়ই শুনেছে?'

'আমাদেরকে কেউ দেখলেও খেয়াল করবে না। আসার সময় ঐ সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল দেখেছিলে না? ওটাতে করেই লোকটা পালিয়েছে, অথচ তখন আমাদের কিছুই মনে হয়নি।

'আর, দেখো, রীঠাকে গুলি করেছে খুব বেশিক্ষণ হয়নি, নিশ্চয়ই আমরা তখন কাছেই ছিলাম। কিন্তু গুলির শব্দ কি শুনেছি? আসলে শুনেছি ঠিকই, খেয়াল করিনি। এখন যদি চুপচাপ কেটে পড়ি তাহলে হয়তো কেউ দেখতেই পাবে না আমাদের।

'কিন্তু দাঁড়াও, আগে একটা টেলিফোন করতে হবে।'

নিচু শোকেসের ওপর থেকে রিসিভার তুলে শরীফের নাম্বারে ডায়াল করলো। শরীফ জানালো বিলাই টেলিফোন করেছিল এবং একটা নাম্বার দিয়ে বলেছে জলদি রিং করার জন্যে। নাম্বারটা একবার আউড়ে লাইন কেটে দিলো জাকি। তারপর বিলাইয়ের দেয়া নাম্বারে ডায়াল করলো।

'হ্যালো, ক্যাঠা?' প্রায় সাথে সাথেই ওপাশ থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

'বিলাইকে দিন।'

'বিলাই!!' আকাশ থেকে পড়লো লোকটা। জোরে চেঁচাতে

লাগলো, 'ও মিয়া, ফাইজলামি করেন নিকি হালায় ? বিলাই আবর কথা কয়া পারে ? এইটা আবর কুন কলমা ?'

'বিশা বিলাইকে চাচ্ছি আমি।'

'বিশা বিলাই !!!' আরো জোরে চেঁচাচ্ছে লোকটা, 'বাপের জন্মেবিতো এমুন নাম হুনি নিক্কা। বিট্‌লামির আর···' হঠাৎ বিলাইর গলা শোনা গেল, 'হ্যালো, ওস্তাদ নিকি ?' তারপর চাপা গলায়, 'আরে ভাই চাইপা যাও, বাত কারণে দো প্যাহ্‌লে। ফের দেকতো কেয়া ? দেমাগ খারাপ হ্যায় না কা ! যাও, উধার যাকে আপনা আপনা কাম করো,' বলে আবার, 'হ্যালো, ওস্তাদ ?'

ব্যাপারটা বুঝলো জাকি। নিশ্চয়ই কোনো দোকান এটা, এবং এখান থেকেই শরীফকে ফোন করার সময় দোকানিকে না জানিয়েই ওদের নাম্বারটা দিয়েছে ও। মৃদু হেসে সাড়া দিলো।

'ওস্তাদ, হুন,' প্রায় ফিসফিসিয়ে বলছে বিশা, 'ফকিরারে ধইরা হালাইছি। উই যেই ডাকতররে দেহাইছে, অর থনে খবর বাইর করছে আকবর শেঠ। অর বাদে আমি অর ল্যাঙ্গা কামুর দিয়া বয়া রইছি।'

'কোথায় এখন ও ?'

'চানখার পুলের কাছে খামারা হোটেল চিনো ? ঐটার লগের বারিটার লগের বারি। কনসটাক্‌শন চলতাছে, অহনতরি শ্যাষ অহেনিক্কা। ঐটার মোদে ডুকছে ঐ হালা। আমি হোটেলের উল্টা দিকের লণ্ড্রির লগের কনফেকশনারির মোদে বয়া থাকুম, জলদি কইরা আয়া পর।'

'পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছি আমি।'

রুমাল বের করে রিসিভারটা মুছলো ভালো করে। যেখানে

যেখানে হাত লেগেছিল সব ভালো করে দেখে নিয়ে লিব্বাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাস্তা একদম ফাঁকা।

একটা খালি রিকশ দেখে ওটাকে থামালো জাকি। গাড়িটা নিতে বড় রাস্তায় যাবে শুনে নেমে গিয়ে হারিকেন জ্বালাতে লাগলো লোকটা। ওদিকে ট্রাফিক পুলিস আছে।

'কোথায় যাবে তুমি?'

'অনেক কাজ আছে। এখন দরকার ফাস্ট অ্যাকশন। রাতে যে লোকটাকে লাগিয়েছিল আমাকে মারতে, ওকে খুঁজে পাওয়া গেছে। ওকে কথা বলাবো, তারপর পালের গোদাকে ধরবো। আজ রাতেই একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। অনেক মানুষ মরেছে, আর না।'

জাকির চেহারা দেখেই পরিস্থিতি বুঝতে পারলো লিব্বা। ভয় পেয়ে গেল ও।

'না জাকি, তুমি যেও না। ওরা মানুষ না, পশু।' শিউরে উঠলো ও। 'তোমাকে দেখলেই খুন করে ফেলবে। তুমি পুলিস নিয়ে যাও। বরং কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো, শিখা আপা আসুক, আরও লোক-জন নিয়ে নামবো আমরা। প্লীজ, জাকি!'

কেমন যেন হয়ে গেল জাকি। কেউ কখনো ওর জন্যে এমন উদ্বিগ্ন হয়নি। আঙুলের উল্টোপিঠ দিয়ে আলতো করে লিব্বার গাল ছুঁলো ও। বললো, 'ওখান থেকে গাড়িটা নিয়ে সোজা বাড়ি চলে যাও। আমার কাজ আমাকে একাই করতে দাও।'

ঝট্‌কা মেরে হাত সরিয়ে ফুঁসে উঠলো লিব্বা, 'না তোমার একার কাজ নয় এটা, আমারও কাজ। আমিও যাবো।'

'তোমার কাজ আমাকে সাহায্য করা। ঝামেলা করা নয়।

ভালোয় ভালোয় যাবে তো যাও, নইলে—,' জ্যাকেটের ভেতর হাত ঢোকালো জাকি।

'অসভ্য, বর্বর, গুণ্ডা!' ধুপধাপ করে রিকশয় উঠলো ও।

তেরো

কনফেকশনারীর মালিক জানালো—হ্যাঁ, বেঁটে মতো রোগা এক-লোক এখানে কিছুক্ষণ বসেছিল। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে কিছুক্ষণ পর আবার এসে বসতো। মনে হচ্ছিল যেন কারুর জন্যে অপেক্ষা করছে। শেষবার প্রায় মিনিট পাঁচেক আগে উঠে গিয়ে আর আসেনি।

হয়তো আশেপাশেই কোথাও আছে বিলাই।

পায়চারি করতে লাগলো জাকি। রাস্তার ধারে একটা ঘরের দর-জায় এক মহিলা দু'হাতে তার ছোট্ট বাচ্চাটাকে দাঁড় করিয়ে গান গাইছে, 'মেরা বাবু-কা কল-কা পানি আ'গিয়া, মেরা বাবুকা…,' আর বাচ্চাও মহানন্দে মুতে দিচ্ছে।

একটু দূরে একটা জটলা দেখে এগিয়ে গেল জাকি, দাবা খেলা চলছে। একজন একটা চাল দিয়ে বললো, 'খেল দেখো, খেলকা ধার দেখো!' অন্যজন ঝটপট ঘোড়াটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'খেলকা রাঙ্গ দেখো!' এইবার প্রথমজন বেশ কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা

করে অবশেষে হঠাৎ করে একটা চেক দিয়ে বললো, 'খেলকা তামাশা দেখো !'

সরে এলো জাকি। ঘড়ি দেখলো, এখনও পাত্তা নেই বিলাইর। গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। বিপদ ! অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলো ও।

একটু চেষ্টাতেই বিলাইর বলা বাড়িটা পাওয়া গেল। কনস্ট্রাকশন অসমাপ্ত রেখেই বন্ধ করে দিয়েছে কাজ। কোনো লেবার-টেবারও দেখা যাচ্ছে না।

খানিক ইতস্তত করে টিনের বেড়ার ভেতরে ঢুকে পড়লো জাকি। কেউ কোথাও নেই, না বিলাই, না ফকিরা। কি করবে ভাবছে জাকি।

হয়তো ফকিরা চলে গেছে এখান থেকে।

এবং বিলাইও ওর পেছনেই গেছে।

ঠিক এই সময় ওপরে দড়াম করে প্রচণ্ড একটা শব্দ হলো। গুলি ? না কাঠের তক্তা পড়লো ? পরক্ষণেই আর একবার। সাথে সাথে একটা তীব্র মরণ চিৎকার।

স্প্রিঙের মতন লাফিয়ে কুঁজো হয়ে অসমাপ্ত সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠতে লাগলো জাকি। '৩৮টা ওর হাতে। চিৎকার করে ডাকলো, 'বিলাই !'

'ওস্তাদ ! উপরে আছো !' ভাঙা গলায় চিৎকার শোনা গেল।

মড়মড় করে কিছু ভেঙে পড়লো। দড়াম করে খুললো কোনো দরজা। দোতলায় উঠে এলো জাকি।

শালার অন্ধকার !

কাছেই কোথাও গোঙানির সঙ্গে কাশির শব্দ শোনা গেল।

'বিলাই !' ডাকলো জাকি।

'ছাদে গেছে···ধরো হালারে !' আবার কাশতে লাগলো বিলাই।

অসম্পূর্ণ সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠতে গেল জাকি, বেরিয়ে থাকা একটা লোহার রডের সাথে পাইপ ধরা হাতটা প্রচণ্ড বাড়ি খেলো। পড়ে গেল পাইপটা !

ধুশ্ শালা !

ধুপধাপ শব্দ হলো ছাদে। পালাচ্ছে।

পাইপ খুঁজতে সময় নষ্ট না করে ওপরে উঠে গেল জাকি। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। প্রচণ্ড শোরগোল হচ্ছে নিচে, ছাদ নিস্তব্ধ। গেল কোথায় লোকটা !

চাঁদ নেই। তারার আলোয় আবছায়া কালো দেখাচ্ছে ছাদের সবকিছু। দরজা থেকে আস্তে করে আরো অন্ধকার এক কোনায় সরে গেল জাকি। লোকটা নিশ্চয়ই এখানেই আছে।

জ্যাকেটটা খুলে ফেললো জাকি। তারপর সামনের অন্ধকার কোনার দিকে ছুঁড়ে দিলো ওটা, যেন ও নিজেই লাফিয়ে গেল।

পরপর দুবার গুলি হলো ঠাঠা করে। মাঝপথেই ফুটো হয়েছে জ্যাকেট।

জাকির সামনে দিয়েই সরে যাচ্ছে লোকটা, পিস্তল ধরা হাতটা সামনে বাড়ানো, চেয়ে আছে জ্যাকেট যেখানে পড়েছে সেই দিকে।

পা চালালো জাকি, ছিটকে পড়ে গেল পিস্তল। দুম্ করে কানের পাশে ঘুসি মারলো, তারপর খপ্ করে একটা হাত ধরে ফেললো লোকটার, মোচড় দিতে লাগলো।

কাছে সরে এলো লোকটা, খোলা হাতে কনুই চালালো জাকির পাঁজরে, ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়েই দমাদম কয়েকটা ঘুসি মেরে বসলো জাকির বুকে পেটে। তারপর জাকির বেসামাল অবস্থায়

মারলো ঝেড়ে দৌড়।

পুরনো ঢাকার দুই বাড়ির মাঝখানে অনেকে কোনো ফাঁকই রাখে না, এটা নতুন হচ্ছে, তাই পাশেরটার থেকে ফুট চারেক দূরে করছে। ওদিকেই দৌড়ে গেল লোকটা। লাফিয়ে পাশের ছাদে চলে যাবে।

কিন্তু অন্ধকারে বাঁকা হয়ে বেরিয়ে থাকা কালো রডটাকে ও দেখতে পেলো না, লাফ দিতেই পায়ে বেধে উল্টে গেল ওর শরীর, দড়াম করে ঐ ছাদের কিনারে লাগলো মাথা, তারপর ওখান থেকে সোজা নিচে। ভয়াবহ মরণ চিৎকারটা খুব করুণ শোনালো।

ফুটো জ্যাকেটটা খুঁজে নিয়ে আবার গায় দিলো জাকি। সাবধানে দৌড়ে নামলো, এসে থামলো বিলাই যে ঘরে ছিলো সেখানে। লাইটার জ্বেলে নিজের পিস্তলটা খুঁজে নিয়ে জ্যাকেটে রেখে ছুটে গেল বিলাইর কাছে।

'ধরছো?' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো বিলাই।

'মরে গেছে। কি হয়েছে?' আবার লাইটার জ্বাললো জাকি। ইশারায় কিছু দূরে মেঝে দেখালো বিলাই।

এগিয়ে গিয়ে লাইটার জ্বেলে বুকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ফকিরার লাশটা দেখলো জাকি, মাথায় গুলি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। বোধ-হয় শেষমুহূর্তে পালাতে চেষ্টা করেছিল।

নিচে খুব হৈ চৈ করছে লোকরা, কিন্তু ভেতরে ঢোকার সাহস পাচ্ছে না। এখনো পাচ্ছে না, তবে পাবে।

বিশার কাছে ফিরে এলো জাকি, 'চলো ভাগি।'

'আমার হয়া গেছে, ওস্তাদ, টাইম স্যাস।' অদ্ভুত ক্যাঁসক্যাঁসে গলায় কথাটা বলেই কাশতে শুরু করলো বিলাই, একটু কেশেই বমি করলো।

লাইটার জ্বালিয়েই আঁতকে উঠলো জাকি, রক্ত বমি! মেঝেতে ঘরের কোনায় আরও রক্ত।

'বিলাই!!' আর্তনাদ করে উঠলো জাকি। হাঁটু গেড়ে বসে পেঁচিয়ে ধরলো ওকে।

'হুনো, ওস্তাদ,' থেমে থেমে ক্ষীণ গলায় বলতে লাগলো বিশা, 'গঠনাটা আগে কয়া লই। ঐ কনফেকশনারির মোদে বয়া রইছি আর দেহি কি এক পুরান জল্লাদ, ড্যাগার কইরা নাম, আস্তে আস্তে এদিক ওদিক চায়া এই বারির মোদে হান্দায়া গেল। আমি বি অর পিছে পিছে আইলাম, মগর কিছু করা পারলাম না,' বহু কষ্টে একটু হাসলো বিলাই, 'আগের রহম বিলাই তাকলে না···,'

'কথা বলো না, চলো আগে···'

'রাহ, ওস্তাদ, বেকার ঝাম্‌স কইরো না। ঐ ফকিরা খামারা হোটেল থনে একটা টেলিফোন করছিল, খবর লিও···আমি বালা কইরা কথা কওনের টাইম পাইনিকা···,' আবার কাশলো বিশা, খুব কষ্ট করে সামান্য একটু বমি করলো।

'বিশা !'

'ওস্তাদ··· যাইতাছি, ওস্তাদ···খেইলের স্যাস্‌টা দেহা পারলাম না, বালা কইরা···চাল দিও।'

'বিশা, ওস্তাদ···ভাই···,' গুঙিয়ে উঠলো জাকি।

'জাকি, ভাই আমার···,' সামান্য একটু কেশে জাকির হাতের ওপরেই স্থির হয়ে গেল বিলাইর প্রাণহীন দেহটা।

চোখ জ্বালা করতে লাগলো জাকির।

পুলিসের সাইরেন শোনা যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে ওখানেই শুয়ে দিলো বিশাকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে

ছাদে উঠতে শুরু করলো জাকি। খুব নিঃসঙ্গ লাগছে ওর।

নিচে বুটের শব্দ হচ্ছে।

লাফিয়ে ওপাশের ছাদে চলে গেল জাকি রড বাঁচিয়ে।

খামারা হোটেল।

লোকে বলে খামাখা হোটেল।

'খামাখা মানুষ,' অর্থাৎ ভবঘুরে বেকার অকেজো লোকেরা খামোখাই এখানে আসে যায়, কেউ কেউ ক'দিন থাকে, আর কেউ মরেও যায়।

ভেতরে ঢুকলো জাকি। কাউন্টারের পেছনে বসা লোকটা নিজেও একজন 'খামাখা' লোক। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।

'ঘর চাই?' ঢুলুঢুলু চোখে জিজ্ঞেস করলো লোকটা।

'বিলাই বলেছে তোমার সাথে দেখা করার জন্যে।'

'বিলাই?'

এসব জিনিস দুভাবে খেলা যায়। এবং প্রথম নিয়মটাই আগে চালালো জাকি। একশ' টাকার একটা নোট লম্বালম্বি চার ভাঁজ করলো ও, রাখলো টেবিলের ওপর। 'হ্যাঁ, বিলাই,' বললো ও।

'বিলাই।' লোকটা আবৃত্তি করলো। যেন বিলাইকে চেনার চেষ্টা করছে। নোটটার দিকে একবার তাকালো, তারপর জাকির দিকে।

সুতরাং দ্বিতীয় নিয়মটা ব্যবহার করলো জাকি। জ্যাকেটটা অনেকখানি ফাঁক করে পেটের ওপাশে আঙুল বুলাতে লাগলো, যেন চুলকাচ্ছে।

'ফকিরা কিছুক্ষণ আগে একটা টেলিফোন করেছিল?'

জ্যাকেটের ভেতরের বিশ্রী জিনিসটা চেনে ঐ লোক। ঠোঁট

ভিজিয়ে নিলো একবার। 'ফকিরা…,' ইতস্তত করছে সে।

'চিন্তা কোরো না, ও মরে গেছে।'

চোখ বড় হয়ে গেল লোকটার, ঢোক গিললো। ভয় কাটছে না, বরং বাড়ছে।

বিরক্ত হলো জাকি, 'শোনো, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে, তুমি জীবনে আমাকে দেখনি কখনও। ঠিক আছে?'

শাঁখের করাতে পড়ে অবশেষে টাকাটা নিলো লোকটা।

'কত নাম্বারে টেলিফোন করেছিল লোকটা?'

'পাঁচ তিন, তিন তিন পাঁচ। মাঝখানে একটা শূন্য আছে। গানের মতোন। মনে রাখা সোজা।'

ওর দোকানের সেটটা নিয়েই ডায়াল করলো জাকি।

গর্তের মুখ দিয়ে ইঁদুর যেমন উঁকি মারে, তেমনিভাবে জাকিকে দেখতে লাগলো লোকটা।

জাকি বলছে, 'সাহেব আছে? অ্যাঁ, নেই? থাকার তো কথা! এটা কত নাম্বার? আরে, নাম্বার ঠিক আছে অথচ সাহেব নাই! নাম কি তোর সাহেবের? অ্যাঁ! হ্যাঁ, নামও তো ঠিকই আছে। যাক, গেছে কোথায় তোর সাহেব? ফিরবে কখন? ধুর, ব্যাটা, তাও জানিস না, তো জানিসটা কি?'

ঠক করে রিসিভার রেখে দিলো জাকি। লোকটার দিকে বুড়ো আঙুল তুলে বেরিয়ে এলো ও।

নাম্বারটা রবীন্দ্র চৌধুরীর।

চোদ্দ

পিঁপড়ের মতো ঘন বসতি কামরাঙ্গির চরে। মাটি থেকে অনেক ওপরে বাঁশের খুঁটির ওপর সারি সারি ঘর, বর্ষাকালে তবুও ডুবে যায় কোনো কোনোটা। অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত, গরীব এবং সরল। এরা কাউকে ঘৃণা করলে বিষ্ঠার মতো ঘৃণা করে, ভালো-বাসলে জানপ্রাণ দিয়ে বাসে। এবং এদের পীর হলো রবীন্দ্র চৌধুরী।

মাত্র বছর দুয়েক আগে এখানে এসেছে চিরকুমার হিসেবে খ্যাত রবীন্দ্র চৌধুরী। কিন্তু এর মধ্যেই সমস্ত মানুষের মন জয় করে ফেলেছে ও। দুটো প্রাইমারি স্কুল, একটা দাতব্য চিকিৎসালয়, একটা বাজার এবং একটা মাটির উঁচু রাস্তা—সম্পূর্ণ নিজের খরচায় করে দিয়েছে। স্বয়ং চেয়ারম্যান সমীহ করে চলে ওকে। আসলে ভয় পায়, যে কোনো ইলেকশনে রবীন্দ্র দাঁড়ালে সব ক'টা ভোট সেই পাবে।

কিন্তু দু'বছর আগে কোথায় ছিলো ও? কোত্থেকে এসেছে? সেটা কেউ জানে না। যেমন জানে না ওর আয়ের উৎস।

একটা ছোট্ট একতলা বাড়িতে থাকে রবীন্দ্র। মাটি ফেলে ফেলে অনেক উঁচু করা হয়েছে ভিটে, ওখানে কখনও পানি ওঠে না। ভরা

বর্ষায়ও জেগে থাকে দ্বীপের মতো।

গাছাপালা ঘেরা বাড়িটা সুন্দর।

চুপিসারে বাড়ির ভেতরে ঢুকলো জাকি। দরজা খোলা। চাকরটা নিশ্চয়ই আশেপাশেই কোথাও আছে। বাইরের ঘরটায় উঁকি মারলো, কেউ নেই। ঢুকে পড়লো ভেতরে। '৩৮ ওর আগে আগে চলছে।

সোফা, বইয়ের ছোট দুটো আলমারি আর শোকেস দিয়ে সাজানো ঘর। আলো জ্বলছে।

তারপর বেডরুমের দরজাটা আস্তে করে ফাঁক করলো জাকি, উঁকি দিলো ভেতরে। শুধু একটা টেবল ল্যাম্প জ্বলছে। আর একটু উঁকি দিতেই বিছানাটা চোখে পড়লো, কেউ একজন চুপচাপ শুয়ে আছে। শালা, নিশ্চয়ই চাকরটা। মনিবের বিছানা চেখে দেখছে।

কিন্তু ঘরটা সার্চ করতেই হবে।

ঠিক আছে ও যদি ঘুমিয়ে না থাকে, ঘুম পাড়িয়ে নেয়া যাবে। ওটা কোনো সমস্যাই নয়।

'৩৮ বাগিয়ে ভেতরে ঢুকলো জাকি। ভালো করে তাকালো ছোকরা বয়েসী চাকরটার দিকে! তখনি বোকামিটা বুঝতে পারলো।

লোকটার হাত পা বিছানার সাথে বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা। এবং জাকির শিরদাঁড়ায় শক্ত ধাতব স্পর্শ। জমে গেল ও।

ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে। উপায় নেই।

ঠাণ্ডা গলায় আদেশ হলো, 'পাইপটা ফেলে দাও।'

তাই করলো জাকি।

পেছনের শক্ত জিনিসটা ধাক্কা মারলো, 'আগে বাড়ো।'

বাড়লো।

'ঘোরো।'

ঘুরলো।

মোট দুজন ওরা, কিন্তু চামু বা চানু নয়।

তারপর বুচ্‌ঢাকে দেখা গেল। এগিয়ে এসে জাকির পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়ে একটু নেড়েচেড়ে পকেটে ভরলো। মৃদু হাসলো শুধু, কিছু বললো না। চোখ জ্বলছে ধিকিধিকি।

দুজনের একজন, পরে জেনেছে জাকি এই লোকটার নাম জব্বার, এগিয়ে এলো। বললো, 'ঐ কাঠের ব্রীজের ওপারে আমাদের গাড়ি আছে, ওখানে যেতে হবে। হেঁটে যাবে? না, কোলে করে নিয়ে যাবো?'

'কোলে চড়ায় ঝামেলা অনেক, আমি হেঁটেই যাবো।' জাকি বললো।

হাসলো লোকটা, 'বুঝেছো ঠিক।'

পেশাদার লোকদের কাজে কোনো খুঁত থাকে না।

পথে যে কেউ দেখে ভাবলো চারবন্ধু বেড়াতে বেরিয়েছে। আসলে তিনটে কালো গর্ত তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে জাকিকে। অবশ্য বেশ আস্তে হাঁটছে ওরা, বুচ্‌ঢার জন্যে।

পেছনের সিটে জাকির দুপাশে দুজন বসলো। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে জাকির দিকে ফিরে সিটের ওপর উপুড় হয়ে রইলো বুচ্‌ঢা। মুখে মৃদু হাসি। প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করছে ও।

'এখনও ব্যাথা আছে, বুচ্‌ঢা?' জাকি বললো, 'যেভাবে উপুড় হয়ে আছিস···খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'তরে দেখতাছি, তর লেইগা দুঃখ হইতাছে আমার।'

'কেন?'

'একটু পরেই তরে লয়া মজা করুম আমরা।'

'তোকে নিয়ে এ পর্যন্ত ক'বার মজা করেছি মনে আছে? প্রত্যেক-বারেই কিন্তু তুই-ই শুরু করেছিলি।' ইচ্ছে করেই শরীর দুলিয়ে হাসলো জাকি।

'এইবার আর পার পাবি না তুই।'

জব্বার ফোড়ন কাটলো, 'এর কোনো কাভার আছে কি না দেখা দরকার।'

'মনে হয় খোকা বাবু এইবার এট্টু ভুল কইরা ফালাইছে।'

'কনফার্ম হওয়া উচিত।' জব্বার বললো।

'আমি শিওর। বহুৎ বহুৎ দিনের থে চিনি আমি অরে।'

কিছুক্ষণ জাকির দিকে চুপ করে চেয়ে রইলো জব্বার, তারপর বললো, 'আমি হলে কিন্তু এক্ষুণি ওকে ঝেড়ে দিতাম।'

'আমার জায়গায় তুমি নাই।'

'ওর চেহারাই বলছে, ও একটা ধারালো ছুরি। যেখানেই রাখো, ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে আসবেই।'

'আর আমি কইতাছি, চুপ থাকো। খালি দেইখা যাও।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে, চুপ করে গেল জব্বার।

অন্য লোকটা, লাট মিয়া যার নাম, একটা কথাও বললো না।

আজিমপুর নীলক্ষেত পেরিয়ে, মীরপুর রোড দিয়ে চলছে গাড়ি। কোথায় যাচ্ছে সেটা লুকোবার চেষ্টা করছে না মোটেও। কেন? একটাই কারণ হতে পারে—এটা একটা ওয়ান ওয়ে জানি। যেখানে যাচ্ছে কখনও ফিরবে না সেখান থেকে। ওরা নিশ্চিত।

'কি করে জানলি আমাকে এখানে পাওয়া যাবে?' কথা বলাতে চাইলো জাকি।

হা-হা করে হাসলো বুড্ঢা, 'তুই ভাব্ছস কি তরে ধরবার গেছিলাম ওহানে?' আবার হাসলো ও, 'তর পিছে লাগনের কথা আছিল পরে, আগে ঐ (ছাপার অযোগ্য) রবিরে ধরবার গেছিলাম। অরে পাইলাম না, মগর দেহি তুই আইতাছস জালের মোদে।' আবার হাসলো ও, 'আমাগো খাটনি বাচায়া দিছস।'

একটু ভয় পেলো জাকি। মও গেছে, বিশা গেছে, লিব্বাও জানে না ও কোথায়। এইখানে বোধহয় সত্যিই একটু ভুল হয়ে গেছে। একেবারে কিছু না জানিয়ে আসা ঠিক হয়নি। প্রত্যেকটা স্টেপে যোগাযোগ থাকলেই ভালো হতো। খুবই ভালো হতো। এখন এই ভুলের মাশুল কিভাবে দিতে হবে কে জানে। এরা পেশাদার লোক।

পেশাদার লোকদের কাজে কোনো খুঁত থাকে না।

লালমাটিয়ায় ঢুকলো গাড়ি।

মেয়েদের কলেজটাকে হাতের ডানে রেখে সামনে একটু এগিয়েই মোড়ের বিরাট জায়গার ওপর ছোট্ট বাড়িটার সামনে দাঁড়ালো। ড্রাইভার নিজেই নেমে গিয়ে ঠেলে গেট খুলে তারপর গাড়ি ঢোকালো।

প্রথমে নামলো বুড্ঢা। এদিক ওদিক তাকালো। হাতের পিস্তলটা একটু আড়াল করে রেখেছে, স্থানীয় রংবাজদের নজরে পড়তে চায় না। বেশ কিছুদিন আগে এদের হাতে একবার পিটুনি খেয়েছিল ও।

তারপর নামলো লাট মিয়া, ওর পাইপটাও পায়ের সাথে একটু লুকিয়ে নিয়েছে।

এবার নামলো জাকি, পরিস্থিতিটা মুহূর্তেই যাচাই করে নিলো।

সুযোগ বারবার আসে না।

কিন্তু জব্বার মিয়া জব্বর লোক।

ও ঠিকই বুঝলো জাকির মতলব। একটুও দেরি না করে হাতের জিনিসটা দিয়ে মারলো জাকির কানের পাশে, জোরে।

মাইলখানেক দূরে নিজের পা দুটো দেখতে পেলো জাকি; জুতো পরা 'পদযুগল' সুন্দর করে পাশাপাশি সাজানো। দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে আসতেই বুঝতে পারলো ব্যাপারটা—ওগুলোকে বেঁধে রাখা হয়েছে। হঠাৎ ওর মনে হলো ও মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে। যেমন-ভাবে ঝুঁকে আছে, এখনও কেন পড়ে যায়নি ও? এর উত্তরও পাওয়া গেল। হাত দুটো চেয়ারের সাথে বাঁধা।

'ডিম থেকে বেরোচ্ছে ও,' কেউ যেন বললো।

'জলি গুড! অ্যামোনিয়াটো আওর একবার ওর নাকে ধরো।' আর একজন।

তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধে নাক গলা জ্বলতে লাগলো জাকির, চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এলো, কাশতে কাশতে মাথাটা পেছন দিকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করলো। সামনে বসা বেঁটেখাটো হাতুড়ির মতো শক্ত চেহারার আধবুড়ো লোকটাকে দেখলো জাকি।

'ওয়েলকাম, ওয়েলকাম,' মৃদু হেসে বললো লোকটা। খুবই মার্জিত গলা।

চোখ পিটপিট করলো জাকি, চিনতে পারলো না। কোনদিন দেখেনি এই লোককে। মাথা ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকালো, বেশ কয়েকজন রয়েছে ঘরে। অনেককেই চিনতে পারলো জাকি, ওয়াইল্ড হর্স ক্লাবের সেই রাত্রের মিটিঙে দেখেছে। ওরা সবাই কৌতূহলী

কিন্তু নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। পথের কাঁটা উপড়ে ফেলা উপভোগ করছে।

'ইয়্যু আ-অলরাইট ?' সেই লোকটা বললো।

দপ্‌দপ্‌ করছে তবুও কোনোরকমে সোয়া পাঁচমণ ওজনের মাথাটা ঝাঁকালো জাকি।

'জলিগ্‌ গুড। জানো তোমাকে কেনো এনেছি এখানে ?'

আচ্ছা, এই তাহলে নাটের গুরু! মাথা নাড়লো জাকি।

মুখ বিকৃত করলো লোকটা, 'দ্যাট রীয়েলি ডাজেন্ট ম্যাটার। হাউ অ্যাভার, আমরা কী চাই সেটা মালুম আসে ?'

'ফেকুর ফাইল।' জাকি বললো। লুকোচুরি শেষ।

'জলি গুড!' খুশি হয়ে উঠলো লোকটা।

জোর করে গালের একপাশে ঠোঁট লম্বা করলো জাকি, 'আমার কাছে ওটা পাবে না তোমরা। আমি নিজেই পাইনি। কোথায় আছে তাও জানি না।' অর্থহীন প্যাচাল পেড়ে নিজের দাম বাড়ানোর অপচেষ্টা করলো না ও। বোঝাই যাচ্ছে এখন আর ওসবে কোনো ফায়দা হবে না।

'কিন্তু শেটা সিওর হোওয়া চাই।' লোকটা বললো তারপর পেছন দিকে বুড়ো আঙুল তুলে বললো, 'জাম্বো, প্লিজ।'

সার্থক নামকরণ। সাধারণ মানুষের চেয়ে একটু বড় লোকটা। এবং মাশাল্লা, স্বাস্থ্য···বেশ ভালো। জাকির প্রায় পাঁচগুণ মোটা। বুট্‌চার···না হলেও ডাবল্‌।

চাঁদ বদনে এগিয়ে এলো জাম্বো। ডাক্তারের মতো করে জাকিকে পরখ করলো একমুহূর্ত। তারপর হঠাৎ চাবুকের মতো করে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মারলো ওর মুখে। এতো দ্রুত এলো আঘাতটা,

তৈরি হওয়ার সময় পেলো না জাকি। এবং প্রথমটা হজম করার আগেই পরেরটাও চলে গেল।

খোলা দুই হাতে জাকির মাথাটা তুলোধুনা করলো লোকটা। যখন থামলো, রক্তে ভরে গেছে জাকির মুখের ভেতরটা, দাঁতের সাথে লেগে গালের ভেতরের চামড়া কেটে গেছে। নাকমুখ ফুলে উঠেছে, চোখ দুটো প্রায় বুজে গিয়ে কোটরের বাইরে চলে এসেছে।

'জলি-জলি গুড।' মোলায়েম গলায় বললো সেই লোকটা, 'আমার কোথা সুনতে পাচ্ছো, জাকি ?

কোনোরকমে মাথা ঝাঁকালো জাকি। থুতু ফেললো। বমি আসছে। শালা!

'সোনো, এটাই সেস নোয়, জাকি, এরপোর কি আসবে তা তোমার জানার কোথা। হোয় কোথা বলবে, নাহোয় খুব-খুব ধীরে মারা যাবে তুমি।'

বহু কষ্টে অদ্ভুত আওয়াজে কথা বললো জাকি, 'রুটিনটা জানি আমি। কিন্তু, তবুও বলছি, ওটা তোমাদের কোনো কাজে আসবে না।'

'মিছা কথা বলতাছে, বস্,' বলে উঠলো বুচ্চা। যথাসম্ভব শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলছে ও বসের সামনে।

'কি কোরে জানলে ?'

'ফেকু আর এই বিচ্ছুটা আঠ্ঠার রহম দোস্ত আছিলো। ফেকু অর সবকিছু উইল কইরা এই হালারে দিয়া গেছে। সবই দিলো, আর ফাইলটা গায়েব ?'

'ওর কাছে থাকলে কি এতোক্ষণে ওটা দিয়ে ফেলতো না ?'

কিন্তু বুচ্চার কথাটা খুব পছন্দ হলো জাকির। নাড়াচাড়া করতে

লাগলো মনে মনে। তাই তো! সবই আছে, অথচ ফাইলটা নেই। কোথায় থাকতে পারে? যতদূর বোঝা যাচ্ছে কেউ পায়নি ওটা, তাহলে গেল কোথায়? কোথাও লুকিয়ে রেখেছে? কোথায়?

'বস্,' বোঝাতে লাগলো বুড্ঢা, 'আর কুনোহানে ঐটা পাই নাই। নিশ্চয়ই ঐটা অর কাছেই আছে। হালার বড় শক্ত জান, ভালোমতন টাইট দিলে ঠিকই বাইরইবো।'

আশ্চর্য নরম গলায় লোকটা বললো, 'তোমার কিছু বোলার আছে, জাকি?'

'আমাকে মেরে ফেলতে চাইলে করে ফেলো কাজটা। 'বললো জাকি।

শ্রাগ করলো জলি-গুড বস্, 'হোবে হোবে, ওতো তাড়াহুড়ার কস্থ নেই, মাগার কোথা বোলাই তোমার জন্যে সোহোজ হোবে। আমি অনুরোথ করছি, জাকি, প্লিজ, কোথা বোলো। ভালো হবে তোমার।'

ঝাঁকিয়ে মাথাটা পরিষ্কার করতে চাইলো জাকি, আরও জড়িয়ে গেল। 'সূত্র দাও।' বললো ও।

'জলিগ্ গুড!' আগ্রহে ঝুঁকে এলো মিস্টার জলি, 'অভি শুরু হোলো। প্রথোমে ফেকুকে দিয়েই শুরু কোরা যাক। কে মেরেছে ওকে?'

যেন একটা চড় খেলো জাকি, চেয়ে রইলো লোকটার দিকে। 'তুমি খুন করিয়েছো?' জিজ্ঞেস করলো।

'কেয়া মুশকীল! আমরা কেনো মারবো? ওবশ্য এখোন যাসোব সুনছি ফাইলটার বেপারে, খুব শিগগিরই হোয়তো ওর সাথে কোথা বোলতে চাইতাম আমি। এবোং আশা কোরা যায় সে বেপারে

একঠো চুক্তিতেভি আসতে পারতাম আমরা। যাই হোক, কুছ্ ধারোণা কোরতে পারো, কে মেরেছে ?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো জাকি। তারপর বললো, 'তাহলে রবীন্দ্রই মেরেছে।'

'নেহি নেহি, উওভি মারেনি। বুঝতে পারছো না কেনো, এটা কোই প্রফেশনাল জব নেহি। '২২ জেনানারা বেবোহার কোরে। তাছাড়া ঘটোনাঠো জানো নাই মালুম হোতা। ফেকু আসোলে ওর বাড়িতে মোরেনি। রবীন্দ্রের বডিগার্ডদের একজন, চান্নু, ফেকুর মোকামের পাসের গলিতে লাশটা দেখতে পায়! সাথে সাথেই রবীন্দ্রকে খোবোর দেয় ও। পরে সোবাই মিলে লাশটা ওর ঘোরে নিয়ে যায় এবং বাড়িটা সার্চ কোরে। মাগার পায়নি কিছুই।'

আচ্ছা! এই তাহলে ব্যাপার!

খবরটা হজম করার চেষ্টা করলো জাকি। 'তাহলে রবিকে ধরতে পাঠিয়েছিলে কেন ?' জিজ্ঞেস করলো।

'সেটা ওন্যো বেপার।' বললো বস্, 'রবীন্দ্র কে, কুছু মালুম আছে ?' এই বলে একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিলো লোকটা।

'উওসসালে তো ফরেন স্পাই আছে। এই দেশের আণ্ডার ওয়ার্ল্ড মুভমেন্টকে পুরাপুরি নিজেদের কোন্ট্রোলে রাখতে চায় ওরা। সোনো, দেশে কোনো পলিটিক্যাল মুভমেন্ট আণ্ডার ওয়ার্ল্ড সাপোর্ট ছাড়া হোয় না। পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটির সাথে আণ্ডার ওয়ার্ল্ড মেম্বাররা সোরাসোরি জড়িত। আপ্ নিজেই দেখো, এক সোরকারকে বিশেষ এক লাঠিয়াল বাহিনী সাপোর্ট দিলো, সেই সোরকার বদলি হোই গেলো কিন্তু ঐ লাঠিয়াল বাহিনী বদলি হোয় না। পরেরবার যে খোমোতায় আসলো, সে আবার ওদেরকে চুক্তির

মোদ্দে লইয়া আসে।

'তো আভ দেখো, দেশের এই সোব লোকদেরকে যদি কোনো দালাল নিজের কণ্ট্রোলে লইয়া আসে, তোবে দেশের কী হইবে? ওদের চামচাবাহিনী ছাড়া আর কেউ গদ্দিতে টিকতে পারবে নাই। এবোং এইভাবে আহেস্তা আহেস্তা দেশটাকে ওরা নিজেদের পেটের মধ্যে লইয়া যাইবে।'

তাজ্জব হয়ে গেল জাকি।

'কিন্তু তুমি কে? এখানে তোমার ভূমিকা কী?' বললো ও।

'দেখো, তোম্‌ভি মুসলমান হামভি মুসলমান। এক মুসলমানের বিপোদে অন্য মুসলমান কভিবি চুপ থাকতে পারে না। বাংলাদেশের নাইন্টি পার্সেন্ট লোক মুসলমান। তো, এই দেশকে লেকর যোখোন কোনো প্লট চলতে থাকলো তোখোন আওরবি একঠো মুসলিম কান্ট্রি, হামকো এঁহা ভেজ দিলো। আমি তো নানান কামে বেস্তো থাকি, দুনিয়া জোড়া ঘুমতে হোয়, তাই আমি এখানে লোকাল কোনো এজেন্ট খোঁজ কোরলাম। এঁহা বুঢ্‌ঢাবি অ্যায়সা কোনো চান্সের ওপেক্ষায় ছিলো, কেনো না রবীন্দ্রর সাথে ওর বনিবনা হইতে ছিলো না। ব্যাস, আমাদের চুক্তি হইয়া গেল। আমি এঁহা গোপনে সবকুছু ঠিকঠাক করিয়া দিলাম, রবীন্দ্র কিংবা ওন্যো কেউ কুছুবি জানলো নাই। আমাদের সোম্পোর্কোটা পুরাপুরি গোপন থাকলো।

'লেকিন, ফেকু গোলমাল বাধাইয়া দিলো। উও কমিনে, বহুৎ ইম্পোর্টেন্ট কুছ কাগোজপোত্রো জোগাড় করিয়া লিলো, ব্ল্যাকমেল কোরার মোতলোব। মাগার হামিলোগ তো আগ লে কর খেলতে পারে না, অ্যায়সা কাগজাত যে কোনো সোমোয় ফাঁস হইয়া যাইতে

পারে। তাই আমি চাইতেছিলাম—যোতো টাকা চায় উসকো দে কর কাগোজগুলি লইয়া লইতে। এতে উও বুড়বাক্ রবীন্দ্রোকেভি প্যাঁচে ফেলা যাইতো।

'কিন্তু হোঠাৎ করিয়া খোদাবন্দ ফেকু মার্ডার হইয়া গেল আওর উও ফাইলটাভি গায়েব!'

'হুম্, তুমি তাহলে বিদেশী কুত্তা। দুই কুত্তা কামড়াকামড়ি করার আর জায়গা পেলে না?'

মজা পেলো লোকটা জাকির কথায়। 'কাহে? ইয়ে জাগা তো কোই খারাব নেই হ্যায়! বিলকুল নীট প্লেস!' মুচকি হাসি হাসলো ও।

'সাবধান! এখানে সবাই বুঢ্ঢার মতো ভেড়া না, বাঘও আছে। জানো তো, এটা রয়াল বেঙ্গল টাইগারের দেশ?'

জাকির চোখের দিকে চেয়ে হাসি মিলিয়ে গেল লোকটার। হঠাৎ একটা অসম্ভব চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠলো—বুঢ্ঢার বদলে এই যদি হতো ওর কো-অর্ডিনেটর!

'যাক, রীঠাকে কে মেরেছে?' কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলো জাকি।

'ড্যাগার! আমিই উসকো পাঠিয়েসিলাম।'

'আর ফকিরাকে?'

'আসোলে ফকিরা আওর সুরা হামলোগকাভি বহুৎ কাম কিয়া। ওরা আমাদের ওনেক কোথা জানতো। যভ দেখা কি উও গোলি খায়া—সাথে সাথে আমি উসকো ক্লীন করনেকো হুকুম দিয়া। আভি পাতা মিলা কি উও ভোঁস্ড়িকা খুদ্ভি ক্লীন হো গিয়া। যাই হোক, খোদার কাছে শুকরিয়া কি উও আহোতো হয় নাই, নেহিতো উসকো ক্লীন কোরতে দুসরা কিসিকো ভেজতে হোতো। আহোতো

লোক বিপোদ ডাকিয়া আনে।'

'কিন্তু রবিকে তোমরা পাওনি।' কথা বলাচ্ছে জাকি।

লোকটা বুঝলো জাকির মতলব, কিন্তু কিছু মনে করলো না, এসব কথায় কোনো ক্ষতি নেই। বলতে লাগলো ও, 'ওকে বেশক্ শায়েস্তা কোরা হোবে। অনেক ক্ষতি করেছে ও। তুম্ ধোরে লিতে পারো উও মারা গেছে।' মৃদু হাসলো বস্।

'খামাখা টাইম নষ্ট অইতাছে।' বুঢ্ঢার সহ্য হচ্ছে না।

'কোথা বোলে যদি ব্যাপারগুলো খোলাসা হয় তো বহুৎ আচ্ছা!'

'অর দুই একটা হাড্ডি-গুড্ডি বাংলে কেউ মাইণ্ড করবো না।'

ধারালো কর্তৃত্ব ফুটে উঠলো লোকটার শান্ত গলায়, 'আই মাইণ্ড।' তারপর সুর বদলে জাকিকে বললো। 'অভি শুরু কোরো।'

ভেতরটা খালিখালি লাগলো জাকির। শেষরক্ষা আর হলো না। অনেক রক্ত ঝরলো, অনেক মানুষ মরলো, বিশা, মণ্ড···অথচ এখনও শেষ হলো না।

'দুঃখিত···কিছুই বলার নেই আমার।'

'বস্!' বুঢ্ঢার গলায় এমন কিছু ছিলো—সবাই চমকে উঠে ওর দিকে তাকালো। এগিয়ে এসে চুল ধরে জাকির মাথাটা সোজা করলো বুঢ্ঢা: চেয়ে রইলো চোখে চোখে। বললো, 'উল্টা রাস্তায় হাঁটছিলাম আমরা। খামাখাই এতো কষ্ট করতাছি।'

'বুঝিয়ে বোলো বুঢ্ঢা,' মোলায়েম গলা বসের।

'ঐ ছেমরিটা···বাবলি···।'

হৃদ্‌পিণ্ডটা ব্রেকড্যান্স শুরু করলো জাকির!

'কেয়াহুয়া?' বস্ বললো।

'ফকিরার কাছে যাওনের আগে ড্যাগারের রিপোর্টটা মনে আছে,

বস্? একজন লোক, সঙ্গে একজন মাইয়া রীঠার বারিতে অর সামনে পইরা গেছিল। লোকটা তো জাকি, মগর মাইয়াটা ক্যাঠা? ঐ বাবলি। আবার রাইত এগারোটা বারোটা বাজে লক্ষ্মী হোটেলে রবির লগে বাঝাবাঝি করতে গেল। লগে লগে উলালে নাচলো ক্যাঠা? ঐ বাবলি। কেইসটা বুঝলেন না বস্?' একটা চোখ টিপলো বুড্ঢা, 'অরে ধইরা আনলেই আমাগো ময়না পাখি গান গাইতে শুরু করবো।'

কষ্ট করে নিজেকে সামলে রাখলো জাকি। এমন ভাব দেখাতে হবে যেন লিব্বার ব্যাপারে ওর কিছুই এসে যায় না। সালমা আপার বাসা চিনবে না এরা।

এবং ছিমছাম লোকটা এই পয়েন্টটাই ধরলো, 'লড়কিঠো থাকে কোথায়?'

দাঁত বের করে হাসলো বুড্ঢা, 'কাইল রাইত রবিরে ঝারি লিয়া বাইরনের পর এক পোলারে অর পিছে লাগাইছিল রবি। আমিবি পাইছি ঠিকানাটা—তের নম্বর ইস্কাটন গার্ডেনে থাকে।'

'জলিগ্ গুড!' উরু চাপড়ালো বস্।

সব শেষ! আর সামলে রাখতে পারলো না জাকি, 'ঐ মেয়ে এসবের কিচ্ছু জানে না, অযথা ওকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করিস না, বুড্ঢা!' গলা চড়তে লাগলো ওর, 'খবরদার, বুড্ঢা, আমি বলছি ওর গায়ে হাত দিবিতো একদম খুন করে ফেলবো, কসম খোদার!'

'দ্যাহেন, অহনেই কথা বাইরইতাছে!' ধিকি ধিকি জ্বলছে বুড্ঢার চোখ। হাসির চাইতে বিকৃত হয়ে আছে মুখ।

'বুড্ঢা (ছাপার অযোগ্য)! দুবার গুলি করেছি তোকে, (ছাপার অযোগ্য) তিনবারের বার তোর (ছাপার অযোগ্য)-র ভেতরে পাইপ

(ছাপার অযোগ্য) দেবো ! (ছাপার অযোগ্য) এবার আর বাঁচবি না তুই (ছাপার অযোগ্য) খুন করে ফেলবো (ছাপার অযোগ্য), (ছাপার অযোগ্য)…।'

কাঁধ ঝাঁকালো বস্। 'ভায়োলেণ্ট রী-অ্যাকশন।' গভীর সমবেদনা ওর চেহারায়। 'আহাহা !'

উঠে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে একটা নাম্বারে ডায়াল করলো বস্, নিজের পরিচয় না দিয়েই হুকুম করলো তের নম্বর ইস্কাটন গার্ডেন থেকে বাবলি নামের মেয়েটাকে ধরে আনতে।

তারপর পাশের ঘরে চলে গেল। পেছন পেছন জাম্বো বাদে সবাই গেল। খানিক পরেই গ্লাসের টুংটাং আর পানীয় ঢালার কলকল শব্দের সাথে বিভিন্ন গলার হাসি ভেসে এলো। বুচ্‌চার হাসিই সবচেয়ে উচ্চকিত।

একটু পরেই ফোনটা বেজে উঠলো। জাম্বো তুলে সাড়া দিয়ে শুধুই শুনে গেল, এর মধ্যে বস্ এসে ঢুকলো।

'মেয়েটা ভেগেছে বস্ !' জাম্বো বললো রিসিভারটা হাতে চেপে।

আশার আনন্দে কান খাড়া করে রইলো জাকি।

'কিধর গিয়া কোই পাতা মিলা ?' বিচলিত হয়নি বস্।

'না বস্। তবে যাদের সাথে গেছে, তাদের মধ্যে একজন হলো রবীন্দ্র চৌধুরী।'

ওফ্।

খালি হয়ে গেল জাকির ভেতরটা। একদম ফাঁকা।

'জলি গুড !' উত্তেজিত হয়ে পড়লো লোকটা, 'ওকে বোলো যেভাবে হোয়, ওরা কিধর গেছে বের কোরতেই হোবে। এবং সেটা এক্ষুণি চাই আমি।'

খবরটা বলে রিসিভার রেখে দিলো জাম্বো।

গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করছে বিদেশী লোকটা।

'আপনে অহনে কি করবেন, বস্‌?' বুট্‌টা বললো।

'শিডিউল চেঞ্জ কোরা আউট অফ কোশ্চেন।' ঘড়ি দেখলো সেই লোক, 'আওর পনরো মিনিট পোরে ফ্লাইট, অওভী রোওনা হোয়ে যাবো আমি। লেকিন শোনো, তোমার কাজে যেনো কোনো খুঁত না থাকে, রবিকে কট্‌ কোরতেই হোবে। মালুমহোতা কি লড়কিঠোকি পেটসে কোথা বের কোরার জন্যে কোথাও লিয়ে গেছে, ওদের পুরো চার্জ তোমার ওপর রইলো।'

খানিক পায়চারি করলো লোকটা, থামলো জাকির সামনে, বললো, 'উও লড়কিকে লিয়ে তোমার কোষ্টো হোচ্ছে তাই না?'

কিছু বললো না জাকি। কিন্তু লোকটা জানে।

'সোচো, রবি ওর থেকে কোথা বের কোরার জন্যে কী কী কোরবে?'

'ও কিছুই জানে না।' তিক্ত স্বরে বললো জাকি।

'ওকে কোথায় লিয়ে গেছে, বোলতে পারলে আমরা তোমাকে সাহায্যো কোরতে পারি।'

চুপ করে রইলো জাকি।

'ফাইলঠো আমাকে দিয়ে দাও। কোথা দিচ্ছি রবিকে শায়েস্তা কোরা হোবে এবং মেয়েটার গায়ে একঠো টোকাভী লাগবে নাই। আই প্রমিজ।'

জাকি চুপ।

চমৎকার ভঙ্গিতে শ্রাগ করলো ভদ্রলোক। বুট্‌টার দিকে ফিরলো, 'জব্বার আওর লাট মিয়া এঁহাই রইলো···।'

'অগো দরকার নাই…'

'যো বোলছি শোনো।' চাপা ধমক লাগালো, 'থোড়া বাদেই রবিকা পাতা মিল জায়েগা। টেলিফোনঠো এলেই যেখানে ওদের পাওয়া যাবে তার সোবচেয়ে কাছে আমাদের যে গ্রুপটা রোয়েছে ওদের খোবোর দাও। সবাইকে বলে দাওয়া হোবে, তোমার অর্ডার সুনবে ওরা। রবি বা মেয়েটার কি হোলো, কিছুই এসে যায় না তাতে, শুধু ফাইলঠো চাই আমি। সমঝা?'

মাথা ঝাঁকালো বুঢ্ঢা।

'আওর, হ্যাঁ, সেস মিলিটতক হাতের কার্ড নোষ্টো কোরবে না,' জাকিকে ইঙ্গিত করলো, 'ওবোশ্যো ঝামেলা মিটে গেলে জাকিকে আর দোরকার হোবে না আমাদের। বোরং ওনেক কছু জানিয়া গেছে উও। ক্লীয়ার এভরীথিং?'

জঘন্য মুখ করে হাসলো বুঢ্ঢা, 'এক্কেরে কিলিয়ার বস্।'

'জলি গুড!' জাকির দিকে ফিরলো, 'জাকি, অ্যাম ভেরি সরি অ্যাবাউট দিস। বুঝতেই পারছো আমার কিছু কোরার নেই, পরিস্থিতিই আমাকে বাধ্য কোরছে। আই রীয়েলি লাইক য়্যু, হয়তো ভালো একজন কো-অর্ডিনেটর হোতে পারতে তুমি।' বাঘকে মেরে ফেলার পরেও যেভাবে ভয় ভয় সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকায় লোকে, তেমনি করে তাকিয়ে রইলো বস। অনুভব করছে, সত্যিই ও একটা বাঘ।

চোখা চোখা কিছু শোনাতে চাইলো জাকি, কিন্তু বলার মতো কিছুই খুঁজে পেলো না।

বড় কষ্টে আছে ও।

একে একে সবাই চলে গেল, রইলো শুধু জব্বার, লাট মিয়া আর

বুঢ্‌ঢা। মুখে হাসি আর আঁটে না বুঢ্‌ঢার।

কোথেকে একজোড়া গ্লাভ্‌স বের করে হাতে পরতে লাগলো ও ধীরে সুস্থে। যেন একটা বাচ্চা ছেলে ঈদের দিন নতুন জামা পরছে।

জব্বার উঠে দাঁড়ালো, একটা হাই তুললো, 'খাওয়া দাওয়া করা দরকার। দেখে আসি কিছু পাওয়া যায় কি না।'

লাট মিয়া বললো, 'আমার জন্যেও আনিস।' বলে পাশের ঘরে গেল। খাটে শুয়ে পড়ার শব্দ হলো ধপ্‌ করে।

লোকটা তাহলে কথা বলতে পারে।

হাসিমুখে এগিয়ে এলো বুঢ্‌ঢা। এই মুহূর্তটার জন্যে অনেকদিন অপেক্ষায় ছিলো ও।

'জাকি, (ছাপার অযোগ্য), কেমন আছোস্‌, দোস্‌?'

তারপর শুরু হলো।

পনেরো

চেয়ারসহ একপাশে ছিটকে পড়লো জাকি।

প্রচণ্ড ব্যথা করার কথা, অথচ কোনো অনুভূতিই নেই। শুধু মাথার ভেতরে—বাঁধের গায়ে বন্যার পানি যেভাবে বাড়ি মারে—তেমনি করে কিছু যেন বাড়ি মারছে।

অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলো ওকে এঘর থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে

চিৎকার করে নির্দেশ দিলো বুঢ্‌ঢা।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আসলো লাট মিয়া, পা দিয়ে গুঁতো মেরে দেখলো নড়েচড়ে কি না। 'এখানেই থাকুক না হারামিটা,' বললো ও।

'কইতাছি সরাও এইটারে আমার সামনের থনে। ঐঘরে লিয়া গিয়া বাইনধা থোও। তুমিও ঐহানেই থাকো। আমার টেলি-ফোনের কাছে থাকন লাগবো।' হাঁপাচ্ছে বুঢ্‌ঢা। একটা সোফার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। 'আর হ, ঐ ঘরের থনে খোলা বোতলটা দিয়া যাও।'

জাকির বাঁধন খুলতে শুরু করলো লাট মিয়া। শুধুমাত্র শব্দ এবং চেয়ার থেকে আলাদা করে গড়িয়ে দেয়াতেই সেটা বুঝতে পারলো জাকি। বাঁধন কেটে বসে গিয়ে হাত পায়ে কোনো সাড়া নেই। আর মুখের তো একেবারে বারোটা বেজে গেছে। চোখ বন্ধ করে আছে ও, আসলে খোলা না বন্ধ বোঝা যাচ্ছে না মোটেই।

বগলের তলায় হাত দিয়ে ওকে টেনে তুললো লাট মিয়া, প্রায় ছেঁচড়ে বেডরুমে নিয়ে গিয়ে ধপাস করে ফেললো খাটের ওপর। তারপর গ্লাস আর ব্ল্যাকডগের আধখালি বোতলটা নিয়ে বুঢ্‌ঢার কাছে ফিরে গেল।

টানা হ্যাঁচড়ায় শাপে বর হলো জাকির, সারা শরীরে একসাথে অনুভূতি ফিরে এলো, হঠাৎ করে তীব্র জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রচণ্ড ব্যথা ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর সারা শরীরে।

দাঁতে দাঁত চেপে আর্তনাদ হজম করলো ও। দম চেপে চেপে হাঁপাতে লাগলো। ও ঘর থেকে গ্লাস বোতলের ঠুংঠাং আর হালকা কথাবার্তা ভেসে আসছে।

আস্তে করে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক চাইলো জাকি, হাত দুটো

মুঠ করে খুললো, ভাঁজ করে সোজা করলো। কান খাড়া রেখে আস্তে করে উঠে বসলো, পড়ে গেল মাথা ঘুরে।

চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো জাকি, কিছু একটা করতে হবে, এক্ষুণি। কিন্তু, কি করা যায়? সময় বেশি নেই। যা করার এক্ষুণি করতে হবে।

কি করা যায়!

মোটে নড়তেই পারছে না ও। একটা পা ভাঁজ করে আবার সোজা করলো। খুব ব্যথা, কিন্তু কথা শোনে। তাতে হলোটাই বা কি? ওর কাছে নিশ্চয়ই পাইপ আছে। এমনকি না থাকলেও তো লাভ হতো না, এই অবস্থায় একটা বাচ্চার সাথেও পারবে না ও।

শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করলো। একটু ফাঁক করে দেখলো সেই চেয়ার আর দু'টুকরো দড়ি নিয়ে আসছে লাট মিয়া। আবার আগের মতো বেঁধে রাখা হবে।

হঠাৎ করেই সমাধান পেয়ে গেল জাকি।

পুরো ঘটনাটা চট্ করে খেলে গেল মাথায়। একবারই মাত্র সুযোগ পাবে আঘাত করার। মাত্র একটা আঘাত।

মোক্ষম হতে হবে সেটা।

ঠিক যেমন ভেবেছিল জাকি, চেয়ার এবং দড়ি রেখে ওকে চেয়ারে নিয়ে যাবার জন্যে এগিয়ে এলো লাট মিয়া। দুই বগলের তলায় হাত ঢুকিয়ে টেনে তুললো, সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

বাঁ পায়ের ওপর কিছুটা ভর দিলো জাকি, তারপর আধঝুলন্ত অবস্থায়ই গায়ের সব শক্তি এক করে ওর প্রিয় অস্ত্র হাঁটু দিয়ে আচমকা মারলো গুঁতো, ঠিক তলপেটের নিচে, দু'পায়ের জোড়ায়।

টেলিফোন বেজে উঠলো ওঘরে।

দাঁত মুখ খিঁচে ওকে ধরেই রইলো লোকটা, দম বন্ধ হয়ে গেছে ওর। সুযোগ পেয়ে আবারো মারলো জাকি, হুড়মুড় করে পড়ে গেল লাট, জাকিও পড়লো ওর ওপর, গড়িয়ে সরে গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

জায়গাটা চেপে ধরে ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছে লাট মিয়া। গোঙাচ্ছে জন্তুর মতো।

টেলিফোনটা বেজেই চলেছে···উঠিয়েছে, সাড়া দিলো বুঢ্ঢা।

এদিক ওদিক চাইলো জাকি, হয়তো এক্ষুণি সামলে নেবে লাট-মিয়া···টেবিলে পানি রাখা একটা বোতল দেখতে পেলো। টলতে টলতে গিয়ে ওটা নিয়ে এসে মারলো মাথায় বাড়ি।

স্থির হয়ে গেল লাট মিয়া।

ওঘর থেকে শুধু 'হ-হ' করার শব্দ আসছে, 'আইচ্ছা, ঠিক আছে,' বলে রেখে দিলো রিসিভার।

দ্রুত লাট মিয়াকে সার্চ করলো জাকি, পাইপটা বের করে নিয়ে দাঁড়ালো সোজা হয়ে, ঢোক গিললো। প্রস্তুত।

কিন্তু এলো না বুঢ্ঢা, কাকে যেন ফোন করছে।

লাট মিয়াকে উঠিয়ে এনে চেয়ারে বসালো জাকি। এক হাত দিয়ে ধরে আছে ওকে আর এক হাতে ওরই নিয়ে আসা একটা রশির একমাথা দিয়ে ওর হাত দুটো পেছনে এনে চেয়ারের সাথে বাঁধলো। ঐ রশিরই আর একমাথা দিয়ে পা দুটোও বাঁধলো একইভাবে।

বুঢ্ঢা ততক্ষণে নির্দেশ দিচ্ছে কাকে যেন, 'তোমরা কতজন আছো ঐহানে? ব্যাস্ ব্যাস্, কাম চলবো। মেসেজ পাইছো? হ, অহনে আমিই চার্জে আছি। হ। হুন, বেবাকটি মিলা এক লগে এটাক করবা, রবি আর অর লগে যারা যারা আছে সবটিরে ঝাইরা ফালাও,

খালি ঐ মাইয়াটারে চাই আমি। অরে দিয়া কাম আছে। হ হ, আমিবি আইতাছি, তোমরা গুছায়া লয়া শুরু করো। হ, ঠিক আছে।' রেখে দিলো ফোন। হা হা করে হাসলো জোরে।

খটাস্ করে গ্লাস রাখার শব্দ হলো, পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে, দরজার আড়ালে দাঁড়ালো জাকি।

একটু পরেই জাকির এক হাত সামনে এসে দাঁড়ালো বুট্‌টা। বুকের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে চেয়ারে বসে থাকা হাত পা বাঁধা লাট মিয়াকে নিশ্চয়ই জাকি বলে ভুল করেছে, মজা করে হাসলো ওর দিকে চেয়ে। কিছুক্ষণ ডেকে ডেকে গালাগালি করলো, তারপর সাড়া না পেয়ে পকেট থেকে জাকিরই '৩৮টা বের করলো।

আবার কথা বলতে শুরু করলো, 'তরে ক্যান বাচায়া রাখতাছি জানছ? বাবলির লেইগা। বাবলিরে এইহানে লয়া আমু, তর সামনে·· হা হা হা···কৈ আছে উই জানছ? এট্টু হানি আগে খবর আইলো তগো ওই ঘোরা মার্কা কেলাব ঘরে লয়া গেছে রবি। হাঃ হাঃ সব ফিনিস অয়া যাইবো। খালি ঐ মাগীটারে লয়া আমু···উউ হাঃ হাঃ···।'

সময় নেই হাতে, অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। কানের পাশে একটু জোরেই মারলো রাগের মাথায়, হুড়মুড় করে পড়ে গেল বুট্‌টা। ওর হাত থেকে নিজের পাইপটা নিয়ে পকেটে ভরলো জাকি। লাট মিয়ারটা মুছে নিয়ে ফেলে দিলো। অন্য দড়িটা দিয়ে ভালো করে বাঁধলো বুট্‌টাকে।

এই সময় বাইরে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ করে '৩৮ বাগিয়ে দরজায় দাঁড়ালো জাকি।

চমকে উঠে হাতের খাবারের পুঁটলি ফেলে মাথার ওপর দুহাত

তুলে দাঁড়ালো জব্বার। বললো, 'আগেই বলেছিলাম আমি। সময় থাকতে আমার কথা শুনলো না কেউ।'

জাকির খ্যাঁৎলানো হাসিটা ভয়াবহ লাগলো।

'ওদের দুজনকেই ঝেড়ে দিয়েছো?'

'বেঁধে রেখেছি।'

'ধন্যবাদ, জাকি,' কৃতজ্ঞ গলায় বললো জব্বার, না বলতেই ঘুরে দাঁড়ালো।

কিন্তু মারলো না জাকি, 'আমার একটা প্রশ্ন আছে।'

আবার ঘুরে দাঁড়ালো জব্বার, 'বলো।'

'সুরাইয়া আখতারকে কে মেরেছে?'

'কে মেরেছে জানি না, তবে আমরা মারিনি, এটা ঠিক। ওটা অ্যামেচারের কাজ। কোনো প্রফেশনাল ওভাবে কাজ করে না।'

'হয়েছে, ঘোরো।'

ঘুরলো এবং '৩৮এর বাড়ি খেয়ে চমৎকারভাবে পড়লো জব্বার। আর কিছু না পেয়ে টিভি প্লাগটা খুলে ঐ তার দিয়েই ওকে বাঁধলো জাকি। অচেতন দেহগুলোর দিকে চেয়ে একমুহূর্ত ভাবলো, পালের গোদাটা এতক্ষণে উড়ে গেছে, ওকে ধরতে হলে এদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

বেশ কিছুদূর হেঁটে একটা বেবিটেক্সি পাওয়া গেল, সাথে সাথে উঠে পড়লো জাকি।

খুব ঠাণ্ডা লাগছে।

বসে বসে লিব্বার কথা ভাবছে আর ধোঁয়া গিলছে। লিব্বাকে ওরা ক্লাবে নিয়ে গেল কেন? নিজের ওপরেই রাগ হতে লাগলো জাকির। ড্রাইভারকে তাড়া দিলো।

শালা !

সবকিছুর মূলে ঐ ফাইলটা। কী আছে ওতে ? বুঢ্‌ঢার কথা-গুলো মনে পড়লো। কোথাও পেলো না ওরা ফাইলটা, কোথায় গেল ? নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে। কোথায় ?

কোথায় !

হঠাৎ করেই একটা কথা মনে পড়ে গেল জাকির।

হাঃ হাঃ হাঃ

সব জায়গাতেই খুঁজেছে ও, কেবল একটা জায়গা বাদে। নিশ্চয়ই ওখানেই আছে ওটা, ওদের প্রিয় ব্যক্তিগত জায়গাটাতে। যেখানে রাখলে কেউ কোনদিন খুঁজে পাবে না।

শুধু এক জাকি পাবে।

এবং একটু পরেই ওটা পেতে যাচ্ছে ও।

কেমন একটু বিষণ্ণ হয়ে গেল জাকি। সবকিছু এতো নিখুঁতভাবে সাজানো···ফেকু কি জানতো ও মারা যাবে ? নাকি রানা এজেন্সিতে ভিড়ে গিয়ে গোছান, স্মার্ট হয়ে গেছিল ও ?

রানা এজেন্সি !

শালা !

সবাই হঠাৎ একসাথে রানা এজেন্সিতে ভিড়ে গেল কেমনে ? ফেকু, জাকি, লিব্বা—সবাই রানা এজেন্সির এজেন্ট ! শুধু একজন বাদে, সালে।

ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত ! সালে জানে না ওর বোন একজন এজেন্ট, অথচ ও যাদেরকে ঘৃণা করে এবং করতো, ওরা হচ্ছে ওর বোনের কলিগ !

মিস্টার জলির কথা মনে পড়লো, ফেকুর কেসটা কোনো প্রফে-

শনাল জব নয়। কে মারতে পারে ওকে? ও মরলে কার কি লাভ। বরং জাকিরই ষোলো আনা লাভ।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল জাকি।

একটু পরেই স্বীকার গেল, লাঠ্যং মহৌষধি। মারের চোটে মাথাটা খুলে গেছে ওর।

হাঃ হাঃ হাঃ

ষোলো

ক্লাবের পাশের নিমগাছওয়ালা বাড়ির দেয়ালের ওপর চড়লো জাকি। এখন আর ছোট্ট বাচ্চা নেই ও, কেউ দেখলে নিশ্চয়ই চোর চোর বলে পাড়া মাথায় করবে।

একতলা ঘরগুলোর ছাদ হয়ে হয়ে ছোট্ট উঠনে নামলো সন্তর্পণে, তারপর নিমগাছ বেয়ে উঠতে লাগলো। বহুদিনের অনভ্যাসেও তেমন একটা অসুবিধা হচ্ছে না দেখে খুশি হলো ও। গাছটা আগের চেয়ে মোটা হয়েছে, এবং জাকির হাতও ছোটবেলার চেয়ে লম্বা হয়েছে।

ঝুঁকে পড়া ডালটা বেয়ে কেড্স পায়ে নিঃশব্দে নামলো দোতলার বারান্দায়। কেউ নেই। নিচে নামলো জাকি। একটা ঘর থেকে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে! হেসে উঠলো কে যেন।

চট করে সরে গিয়ে সরু সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলো নিচে, লক খুলে আণ্ডারগ্রাউণ্ড কনফারেন্স রুমে ঢুকলো। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে লাইট জ্বাললো।

এবং সহজেই খুঁজে পেলো জায়গাটা। দু'হাতের আঙুল দিয়ে চাপ দিয়ে টান দিতেই খুলে এলো আলগা ইটটা। হাত ঢুকালো জাকি, ধাতব স্পর্শ পেলো, বের করে আনলো—স্টেন। আবার হাত দিলো, ছুঁয়ে বুঝতে পারলো ম্যাগাজিন, গ্রেনেড, পিস্তল—বের করলো না ওগুলো। একপাশে শক্ত কাগজের মতো কিছু ঠেকলো হাতে, ধরলো ওটা। ভেতরেই একটু মুড়ে নিয়ে বের করে আনলো।

লাল ফাইল।

ওপরে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—ফখরুদ্দিন আহমেদ। রানা এজেন্সি।

কিছুক্ষণ দু'হাতে ধরে রইলো ওটাকে, এই সেই ফাইল। ঢোক গিললো জাকি। একটা চেয়ার টেনে বসলো। খুলতেই পেলো বিরাট একটা চিঠি, ওকেই লেখা। প্রচণ্ড বিস্ময়ে পড়তে শুরু করলো জাকি—

প্রিয় জাকি,

তুই যখন এই চিঠি পড়বি, তখন আমি আর এই পৃথিবীতে নেই। এবং জানি, খুব শিগগিরই পড়বি তুই এটা। কারণ বেশকিছু ভুল করে ফেলেছি আমি। ওদের পেছনে লেগেছি—এটা ফাঁস হয়ে গেছে। অবশ্য রানা এজেন্সি বা এ জাতীয় কিছু ওরা ভাবছে না মোটেই। ওরা ভাবছে আসলে ব্ল্যাকমেল করতে যাচ্ছি আমি। সে যাই হোক, ছাড়বে না ওরা, মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি পরিষ্কার।

কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার কি জানিস? মরে যাবো—সেজন্যে ভয় লাগছে না মোটেও। বরং সবসময়েই মনে একটা পুলক জাগছে—দেশের জন্যে মরছি আমি। এ মৃত্যু অর্থপূর্ণ। সার্থক।

খুব আশ্চর্য হচ্ছিস্ তাই না? একটু সবুর কর, গল্পটা বলছি, শোন।

কিছুদিন আগে মগবাজারের এক মারপিটে ডিউক নামের এক উঠতি মাস্তানকে বাঁচিয়েছিলাম আমি। ছেলেটাকে তখন কেন যেন অনেকটা তোর মতো মনে হয়েছিল আমার। তোর মতোই জেদী একরোখা অথচ বুদ্ধিমান। তোকে "ক্রেজি লাইক এ ফুল" বলে ক্ষেপাতাম মনে আছে? ওকেও তাই বলেছিলাম আমি।

সে যাই হোক, কয়েকদিন পরে হঠাৎ একদিন ও আমার বাড়িতে এসে হাজির, খুব নাকি খিদে লেগেছে—খাওয়াও। কাল্লু মিয়ার হোটেল থেকে বিরানি আনিয়ে খেতে বসলাম দুজনে। কথায় কথায় আমার সবকিছু জেনে নিলো ও।

তারপর, কি বলবো জাকি, আমার সামনে এক নতুন দুয়ার খুলে দিলো সেই গুণ্ডা। আমি নাকি এখনও শেষ হয়ে যাইনি, এখনও আমি ইচ্ছে করলে দেশের জন্যে কিছু করে যেতে পারি।

সত্যি বলছি জাকি, দেশ-দেশপ্রেম-মানুষ এইসব কথা ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে দিলো আমার। তুই তো জানিস, নষ্ট হলেও একেবারে পচে যাইনি কোনদিনই। চোরের ওপর বাটপারি করেছি, কিন্তু চুরি করিনি কখনও। যত যা কিছু করেছি, বাধ্য হয়েই করেছি। বেঁচে থাকার আর কোনো বিকল্প পথ না পেয়েই করেছি। সেদিন বুঝলাম, এর চেয়েও ভালোভাবে বেঁচে থাকা যায়।

এতিমখানায় কিছু টাকা দিয়ে, কয়েকটা গরীবকে কাপড় দিয়ে,

হাতভাঙা ইমুইচ্যাকে একটা রিকশ কিনে দিয়েই ভেবেছি সব করা হয়ে গেল। সেদিন বুঝলাম আমার জন্যে অন্য নিয়ম। ইচ্ছে করলে আরও অনেক কিছু করতে পারি আমি দেশের জন্যে, দেশের মানুষের জন্যে।

বুঝালো ডিউক, এপথে বিপদ আছে। যেকোনো সময় মরে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। কিন্তু দেশকে সব দিতে পারার আনন্দও আছে। তারপর বললো ও রানা এজেন্সির কথা। দুনিয়াজোড়া এরা কাজ করছে। শুধু বাংলাদেশই নয়, সারা পৃথিবীর সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এরা সক্রিয়। রোমাঞ্চিত হয়ে সেদিনই দীক্ষা নিলাম আমি।

তারপর শুরু হলো কাজ। আমার আশেপাশের লোকদের দিয়েই শুরু করলাম। ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম আমার দেশকে নিয়ে কীভাবে লুটপাটের ষড়যন্ত্র চলছে, অস্ত্র ছাড়াই কীভাবে আমাদেরকে গালটিপে মেরে ফেলার পাঁয়তারা করছে মুখোশধারী বন্ধুরা।

আমার সংগৃহীত সব দলিল এই ফাইলে রয়েছে। কাজ সম্পূর্ণ হয়নি, তাই এজেন্সিকে দিয়ে যাচ্ছি না। এভাবেই ওদেরকে দিতে পারতাম, দিইনি, তার কারণ আমি জানি এই ফাইল খুঁজে পাবি তুই। এবং একটা গোপন আশা এগুলো হয়তো প্রভাবিত করবে তোকে।

একটা অনুরোধ করি, জাকি, তুই আমার বন্ধু ছিলি, তুই আমার ভাই ছিলি, তাই তোকে এই অনুরোধটা না করে পারছি না। এভাবে শুধু-শুধু কিছুদিন বেঁচে থেকে তারপর মরে যাওয়া—এতে কী লাভ, বল? প্লিজ, জাকি, একটু চিন্তা করে দেখ, তোর বন্ধুর শেষ ইচ্ছাটা একবার ভেবে দেখ, যদি মনে হয় যে আমি ঠিক বলছি, তাহলে এখানে ঠিকানা আছে, ওদের সাথে যোগাযোগ করে আমার কাজটা

শেষ করবি তুই। আর যদি একান্তই কালতু আবেগ বলে মনে হয়, তাহলে শুধু একটাই অনুরোধ ফাইলটা ওদেরকে ফিরিয়ে দিস্।

আর হ্যাঁ, তুই যাওয়ার কিছুদিন পরেই জুবাইদা নামে একটা মেয়েকে বিয়ে করেছিলাম আমি ; বিয়েটা টেকেনি। আসলে আমিই যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারিনি ওর দিকে। কিন্তু আমাকে কোনো সুযোগই দিলো না অভিমানী মেয়েটা, ফাঁকি দিয়ে চলে গেল চিরতরে। যাক, বিশার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে জয়দেবপুরে ফৌজিয়ার সাথে দেখা করবি, ওর কাছে আমার ছেলেকে রেখে গেছে জুবাইদা। এখানকার পরিবেশ ওর জন্যে নিরাপদ নয়, তাই ইচ্ছে সত্ত্বেও নিয়ে আসিনি। মাঝে মাঝে শুধু গোপনে দেখে এসেছি ওকে, আমাকে চিনতে দিইনি। ওকে একটু দেখিস। ও যাতে সত্যিকার একজন মানুষ হতে পারে সে সুযোগ করে দিস।

আর কিছু বলতে চাই না, শুধু বলবো যতদিন বাঁচিস্, সুন্দর হয়ে, সার্থক হয়ে, বেঁচে থেকে বাঁচ।

ইতি
তোরই,
ফেকু।

চোখ জ্বালা করতে লাগলো জাকির। চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে ভরলো। তারপর ফাইলের ভেতরের কাগজগুলো উল্টাতে লাগলো। প্রথমেই এলো নীলচে একটা কাগজ—নিকাহ্‌নামা। বর—ফখরুদ্দিন আহমেদ ফেকু, কনে—জুবাইদা আখতার কুটু। আহ্, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো জাকি দলিলটা পেয়ে। অন্য কাগজগুলো দেখতে লাগলো একে একে। ধীরে ধীরে বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ফুটলো ওর চেহারায়। ঢোক গিললো একটা।

কয়েকটা ফটোগ্রাফ, একটা রসিদ, একটা ব্যাঙ্ক চেকের ফটোকপি, কয়েকটা দলিলের ফটোকপি, কয়েকটা মূল দলিলের নকল, বেশ কয়েকটা চিঠি, রেজ্যুলেশান, মিটিঙের সিদ্ধান্ত সমূহের কপি—এবং এরকম বহু কিছু।

এসবে কারও ব্যক্তিস্বার্থ থাকতে পারে না। সরাসরি জাতীয় স্বার্থের আওতায় পড়ে এগুলো। এই ফাইল রানা এজেন্সিকে কিছু দিতে পারে না, কিন্তু দেশের জন্যে এগুলো মহামূল্যবান।

মাসুদ রানা! তোর সাথে আমার কথা আছে, দোস্ত!

ফাইলটাকে আবার সেখানেই রেখে দিলো সাবধানে। তারপর লাইট নেভাতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো টেলিফোনটার দিকে চেয়ে। এক্ষুণি গোলাগুলি শুরু হবে, লিব্বাকে নিয়ে বেরুনো মুশকিল হবে। পুলিসে ফোন করা দরকার।

কিন্তু রিসিভার তুলে ওয়ান সেভেন-এ ডায়াল করে ইত্তেফাকের নাম্বার চাইলো জাকি। চমৎকার গলায় নাম্বারটা দিলো একটা মেয়ে। অফিসেই পাওয়া গেল সালেকে। ধরতেই কোনো ভূমিকা না করে বললো, 'আমি জাকি, তোমার জন্যে একটা খবর আছে, সালে। আমার ক্লাবে আর কয়েকমিনিটের মধ্যেই একটা বড় ধরনের মারামারি হবে, অনেক লোক মারা যাবে এতে। আমি ক্লাব থেকেই বলছি।'

'তোমার সঙ্গে মারামারি হবে?' দুর্বল গলায় বললো সালে। 'অসুস্থ নাকি!'

'না, একদল ক্লাবটা দখল করে বসে আছে। আর একদল পাল্টা দখলের চেষ্টা করবে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এটা আমারই থাকবে।'

'পুলিসকে জানাচ্ছো না কেন?'

'দেখো, ব্যাপারটা হচ্ছে, এখন যারা ক্লাবে রয়েছে তাদের সাথে বাবলিও আছে, মানে, ওরা ধরে এনেছে। ওকে না ছাড়িয়ে তো আমি কিছু করতে পারি না, কি বলো ?'

'জাকি, শুয়োরের বাচ্চা…'

'শোনো, ক্লাবের সামনে ভুলেও পা দিও না, ওখানে গার্ড বসিয়েছে। উত্তর দিকে রেশন দোকানের পাশে যে গলিটা আছে, ওর সঙ্গের বাড়িটার দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকবে। তারপর ছাদ হয়ে এপাশে এসে একটা নিমগাছ পাবে, ওটাতে চড়ে ডাল বেয়ে ক্লাবের দোতলার কোনায় নামবে, আমি ওখানেই থাকবো। এক্ষুণি এসে পড়ো।' বলেই লাইন কেটে দিলো।

আবার এনকোয়ারিতে নাম্বার চেয়ে থানায় ফোন করলো।

'হ্যালো, আমি সালাহ্উদ্দিন জাকি, আমার ওয়াইল্ড হর্স ক্লাব থেকে বলছি,' ঠিকানাটা বললো, 'কারা যেন ক্লাবটা দখল করে নিতে চাইছে, খুব গোলাগুলি হচ্ছে,' চাপা মারলো জাকি, 'আমার জীবন বিপন্ন।' ওপাশ থেকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই লাইন কেটে দিলো জাকি।

লাইট নিভিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। ওপরে উঠলো। এক্ষুণি হামলা শুরু হবে। বুঢ্ঢার জন্যে আর দেরি করবে না ওরা।

সামনের ঘরটা থেকে কথাবার্তার শব্দ আসছে। রবির গলা শোনা গেল, চিৎকার করে কিছু বলছে ও।

হামাগুড়ি দিয়ে গরাদেবিহীন জানালার নিচে গিয়ে সাবধানে মাথাটা একটু উঁচু করে উঁকি মারলো জাকি। একটা চেয়ারে বসে আছে লিব্বা, প্যান্ট আর সুয়েটার পরা।

কাপড় বদলালো কিভাবে !

হঠাৎ বুঝে ফেললো জাকি, নিশ্চয়ই বাড়িতে গিয়েই আবার বেরোচ্ছিল জাকির খোঁজে। অপারেশনের উপযুক্ত পোশাকই পরেছে।

একটু দূরে রবি বসে আছে, পেছনে এলোমেলোভাবে কয়েকজন দাঁড়িয়ে।

লিব্বার সামনে দাঁড়িয়ে আছে চানু। একটা সিগারেট ধরাচ্ছে ও। ভালোমত ধরার পর আর একটু এগিয়ে গেল লিব্বার দিকে। সিগারেটটা পিস্তলের মতন করে ধরে আছে।

চিৎকার করে উঠলো লিব্বা।

খিক খিক করে হেসে উঠলো কে যেন।

প্রচণ্ড শব্দ করলো জাকির '৩৮। কানের পাশ দিয়ে গুলিটা ঢুকে মগজ বের করে দিলো চানুর।

একমুহূর্ত চুপ থেকে সবাই একসাথে চিৎকার জুড়ে দিলো। রবি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো, লাইট নেভানোর নির্দেশ দিলো চিৎকার করে। তারপর নিজেই লাফিয়ে গিয়ে অফ করলো সুইচ। অন্ধকারে দরজার দিকে কয়েকটা গুলি করলো কে যেন।

জানালায় বুক ঠেকিয়ে গড়িয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো জাকি। হামাগুড়ি দিয়ে লিব্বার চেয়ারের কাছে গিয়ে হাত দিয়ে দেখলো চেয়ার খালি! চমকে উঠে সামনে হাত বাড়াতেই পেয়ে গেল ওকে, মেঝেতে উপুড় হয়ে আছে। কিছুটা ট্রেনিং তাহলে পেয়েছে!

জাকি ওকে ধরতেই ছুটে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো, ফিস-ফিসিয়ে চুপ করতে বললো জাকি, অমনি শান্ত হয়ে গেল লিব্বা, চিনতে পেরেছে।

এই সময় শুরু হলো গুলি।

মিস্টার জলির সাঙ্গপাঙ্গরা এসে পড়েছে। ধাম ধাম কয়েকটা ককটেল ফাটলো, ভয় পাইয়ে দিতে ওস্তাদ এগুলো। এর সাথে এলো স্টেনের ব্রাশ।

এখানকার সবগুলো ঘর নিজের হাতের রেখার মতোই চেনে জাকি। লিব্বাকে নিয়ে ক্রল করে উল্টোদিকে চললো ও। ওদিকে আর একটা দরজা আছে।

ঘরের ভেতর থেকেই কতক্ষণ এলোপাতাড়ি গুলি করে বাইরে বেরোতে লাগলো রবিরা, ততক্ষণে এসে পড়েছে জলির গ্রুপ।

ওরা নিজেরা নিজেরা মারামারি করে শেষ হয়ে যাবে—ব্যাপারটা মেনে নিতে পারলো না জাকি: যে দলেরই হোক না কেন, ওরা তো এদেশেরই লোক। প্রো-রাশিয়ান কিংবা প্রো-আমেরিকান নয়, ঠিক নেতৃত্ব দিতে পারলে ওদের মধ্যে প্রো-বাংলাদেশী অ্যাটিচ্যুড ফিরিয়ে আনা তেমন কঠিন হবে না। কিন্তু···ভ্রূ কুঁচকে শ্রাগ করলো সে, এমুহূর্তে কিছুই করার নেই ওদের জন্যে।

দরজাটা পেয়ে বেরিয়েই আবার বন্ধ করে দিলো জাকি, তারপর লিব্বাকে নিয়ে সোজা ছাদে উঠে গেল দৌড়ে। প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে নিচে বোমা আর গোলাগুলির।

ছাদে উঠে পানির ট্যাঙ্কের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো জাকি লিব্বাকে নিয়ে। বললো, 'কোথাও লেগেছে তোমার?'

'না,' লিব্বা বললো, 'জাস্ট শুরু হচ্ছিলো লাগালাগি।'

'তোমাকে এখানে নিয়ে এলো কেন বলতে পারো?'

'আমাকে জিজ্ঞেস করলো ফাইলটা কোথায়, বললাম জানি না। শুনলো না। শেষমেষ হঠাৎ বলে দিলাম এখানে আছে। হয়তো অবচেতন মনে তোমার কথাটাই কাজ করছিল—ঐ যে বলেছিলে,

সবকিছুর মূলে নাকি এই ক্লাব। তাছাড়া একটা আশাও ছিলো, তুমি ঠিক সময়মত এখানে এসে পড়বে।'

'বাইরে বেরিয়েছিলে? কোত্থেকে ধরলো তোমাকে?'

মুখ ঘুরিয়ে নিলো লিব্বা; 'আমি পুরোপুরি তৈরি হওয়ার আগেই বাড়িতে চড়াও হয়েছিল ওরা।'

'তৈরি হচ্ছিলে মানে? কোথাও যাচ্ছিলে?'

ধরা পড়ে রেগে গেল লিব্বা, 'তোমাকে মানা করলাম একলা যেতে, শুনলে না কেন? আমাকে কি অপারেশন চালাবার ট্রেনিং দেয়া হয়নি?'

ট্রেনিঙের নমুনা তো দেখলামই। মনে মনে ভাবলো জাকি। বললো, 'এই অ্যাসাইনমেন্টে তুমি আমার নির্দেশ মানবে এই ছিলো চুক্তি। তোমাকে আমি বাসায় থাকতে বলেছিলাম, তুমি বেরোচ্ছিলে কেন?'

'পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম বিপদে পড়তে যাচ্ছো তুমি; তুমি বাইরে মারপিট করে বেড়াবে, আর আমি ঘরে বসে থাকবো?'

'আমি মার খেলে তোমার কি? আমি তো একটা গুণ্ডা, আমি মারা গেলেই বা কী এসে যায় তোমার?'

বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো লিব্বা। কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। 'কিছু হয়তো এসে যায়,' মাথা নিচু করে বললো ও।

'হয়তো আর হয়তো। ওসব হয়তো টয়তো বুঝি কম. যা বলতে চাও সোজাসুজি বলো।'

হঠাৎ বুঝে ফেললো লিব্বা, কথাটা ওকে দিয়ে বলিয়ে নিতে চাইছে জাকি। অমনি ঘুরে দাঁড়িয়ে দুইহাতে জাকির বুকে কিলঘুসি মারতে শুরু করলো ও।

হাসতে গিয়ে গালে ব্যথা পেলো জাকি।

'ঐ দেখো, সালে আসছে,' ঠেলে সরিয়ে দিলো লিব্বাকে, 'ওকে এখানে নিয়ে আসবো, কিন্তু খবরদার, আমি না ডাকা পর্যন্ত লুকিয়ে থাকবে তুমি। যাই ঘটুক বেরোবে না। তোমাকে যাতে ও না দেখে। এটা আমার আদেশ, মনে থাকে যেন!'

হতভম্ব হয়ে গেল লিব্বা, 'ভাইয়া এখানে আসছে কেন?'

'কোনো কথা না। যা বলেছি তাই করো। সাবধান, ও যাতে তোমাকে না দেখে।' ট্যাঙ্কের আড়ালে ওকে ঠেলে দিলো জাকি, নেমে গেল দোতলায়।

অনেক কষ্টে নিমগাছে উঠছে সালে, ডাল ধরলো, বিল্ডিঙের দিকে তাকালো একবার। তারপর এগুতে শুরু করলো। গোলাগুলির শব্দে ভয় পাচ্ছে না একটুও।

গরজ বড় বালাই।

লাফ দিয়ে বারান্দায় নামতেই ওকে ধরে ফেললো জাকি। গোলা-গুলি থেমে গেছে, নিচে জোরে ডাকাডাকি করছে ওরা। চিৎকার করে রবিকে মৃত ঘোষণা করলো। লিব্বাকে পাচ্ছে না বললো একজন। ভেগেছে বলে রায় দিলো আর একজন।

তাড়াতাড়ি সালেকে ছাদে নিয়ে গেল জাকি, দরজাটা বন্ধ করে দিলো। সেকেলে বাড়ি, কোনো চিলেকোঠা নেই।

'জাকি, বাবলি কোথায়?' পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়ালো সালে।

পুলিসের সাইরেন শোনা গেল, দ্রুত এগিয়ে আসছে।

'বাবলি নিরাপদেই আছে।' বললো জাকি।

'কে দিলো ওর নিরাপত্তা?'

'আমি।'

'তুমি ওর কে ? খবরদার, জাকি, জলদি বলো বাবলি কোথায় ?'

'আমি ওর বন্ধু। ওকে এই গণ্ডগোল থেকে সরিয়ে দিয়েছি।'

পকেট থেকে হাতটা বের করলো সালে, জাকির দিকে বাড়িয়ে ধরলো। একটা ·২২ ধরে আছে ঐ হাতে।

মৃদু হাসলো ও, 'তাহলে জাকি, তুই এখন মরে যাচ্ছিস, শুয়োরের বাচ্চা।'

'ভাইয়া···না···,' নির্দেশ ভুলে ছুটে বেরিয়ে এলো লিন্দা। কাঁদতে লাগলো, 'কথা শোনো ভাইয়া, কেন···?'

লাফিয়ে সরে গেল সালে, 'বাবলি তুই···সরে যা, ফেকুকে মেরেছি এবার একেও খতম করবো, আর কোনো ভয় নেই। খবরদার, জাকি, একটুও নড়বি না!'

'কী বলছো, ভাইয়া! ফেকুকে তুমি মারতে পারো না। ওর মতো একজন ভালোমানুষকে কেন তুমি মারতে যাবে ?'

'কী ? ঐ শুয়োরের বাচ্চা গুণ্ডা তোকে অসম্মান করেনি বলতে চাস ?'

'সালে, শোনো, ফেকু আমার এবং বাবলির দুজনেরই বন্ধু ছিলো। একই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি আমরা,' জাকি বললো।

'তুই হারামজাদার কথা এক ফোঁটা বিশ্বাস করি না আমি। বাবলি, তুই বল কি বলতে চাস। ফেকু মরবার আগের রাতে তোকে জোর করে ওর বাড়িতে ধরে নিয়ে যায়নি ? বল ?'

আবার শুরু হলো গুলি। বেদিশা হয়ে পুলিসের ওপরেই গুলি করে বসেছে কেউ একজন। থেমে গিয়ে পুলিসও পাল্টা জবাব দিচ্ছে।

'না, ভাইয়া, শোনো, এদেশে অপরাধ দমন করার জন্যে সরকারি সাহায্যপুষ্ট একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আছে, সেই রানা এজেন্সির

এজেন্ট আমি। জাকিও তাই। ফেকুও গুণ্ডার ছদ্মবেশে একজন এজেন্ট ছিলো। বিশেষ একটা জরুরি কাজেই সেই রাতে খানিকক্ষণের জন্যে ওর বাসায় গিয়েছিলাম আমি। তুমি শান্ত হও, ভাইয়া।' ফোঁপাতে লাগলো লিব্বা।

'অ্যাঁ, তাহলে!' গুঙিয়ে উঠলো সালে, 'এ কী করলাম আমি!'

'সালে শোনো,' এগিয়ে এলো জাকি।

'না! সরে যাও।' আরও পিছিয়ে গেল সালে, 'ফেকুকে মেরেছি আমি, আমি খুনী। আমার পাপের শাস্তি আমাকে পেতেই হবে। কিন্তু তার আগে সব বলে যাবো।'

'ভাইয়া, শোনো...'

'না, আমার কাছে আসবি না। বলতে দে আমাকে।'

আবার সাইরেন শোনা যাচ্ছে, আরও গাড়ি আসছে।

'একজন গুণ্ডা-বদমাশ হিসেবে ফেকুকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতাম আমি। ওকে যেদিন মারলাম, তার আগের রাতে হঠাৎ দেখি বাবলি ফেকুর বাসা থেকে বেরিয়ে আসছে। দেখে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো আমার। কোনোকিছু পরিষ্কার করে চিন্তাও করতে পারছিলাম না। শুধু প্রচণ্ড একটা অন্ধ আক্রোশে ফেটে পড়ছিলাম। পুলিস ওর কিছুই করতে পারবে না। কেউ কোনোদিন ওর বিরুদ্ধে কিচ্ছু প্রমাণ করতে পারেনি, আমিও পারবো না। সারাদিন ভেবে তাই সিদ্ধান্ত নিলাম আইন নিজের হাতেই তুলে নিতে হবে।

'রাতেই গেলাম ওর বাড়িতে। তখন কারেন্ট ছিলো না, দেখি ও বাড়ির সামনে সিঁড়িতে বসে সিগারেট টানছে। কথা বলতে বলতে ওকে পাশের গলিতে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ আমার মায়ের এই জিনিসটা বের করে দিলাম ট্রিগার টিপে। ও ভাবতেও পারেনি এমন

একাট কিছু ঘটবে, তাই কোনো সময়ই পায়নি বেচারা।

'কিন্তু এখানেই তো শেষ নয়, সুরাইয়াকেও মেরেছি আমি।'

'ভাইয়া···!' কেঁদে ফেললো লিব্বা।

গোলাগুলি শেষ। আর কেউ থাকলে হাত তুলে বেরিয়ে আসার জন্যে মাইকে নির্দেশ দিচ্ছে পুলিস।

করুণ একটু হাসলো সালে, 'প্রথমে তো ভুল করে তোকেই মেরে বসেছিলাম।

'ফেকুকে মেরে খুব নার্ভাস হয়ে পড়লাম আমি। মনে হচ্ছিলো যেন সবাই আড়াল থেকে দেখছে আমার দিকে, সবাই যেন জানে ব্যাপারটা। দিশেহারা হয়ে ছুটছিলাম, হঠাৎ কারেন্ট চলে এলো, তক্ষুণি দেখলাম সুরাইয়া ওদিক দিয়ে যাচ্ছে। একটু পরেই আবার কারেন্ট চলে গেল। যাই হোক আমি ভেবেছিলাম ও বুঝি আমাকে দেখেনি।

'কিন্তু জাকি যখন বললো সুরাইয়া বলেছে যে ফেকুর লাশের ওপর থুতু ছিটিয়েছে ও, এবং আরও কিছু তথ্য থাকতে পারে তখন ভয় পেয়ে গেলাম আমি। হঠাৎ মনে হলো, আমাকে বাঁচতে হলে ওকে মরতে হবে।'

নিচে ক্লাবের ভেতরেই পুলিসের বুটের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। লাশ গুনছে ওরা, সনাক্ত করছে। সিঁড়িতেও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, দো-তলায় উঠছে।

'ওফ্, কী বোকামিটাই না করেছি!' শিউরে উঠলো সালে, 'না না, আর তো দেরি করা যায় না!' হঠাৎ '২২টা নিজের চিবুকের নিচে ধরলো ও, 'জাকি, বাবলির তো আর কেউ রইলো না, ওকে একটু দেখো। মায়ের কাছে যাচ্ছি রে, বাবলি, দোয়া করিস···'

'ভাইয়া···না !' লাফ দিলো লিব্বা, কিন্তু ততক্ষণে ট্রিগার টেনে দিয়েছে সালে।

মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো জাকি। যেন বলছে—তবে তাই হোক।

গুলির শব্দে দৌড়ে আসছে পুলিস।

সতেরো

খুব ঠাণ্ডা লাগছে।

পুলিসের গাড়ির পেছনে বসে আছে ওরা। একটা লিখিত জবান বন্দী দিতে হবে, থানায় যাচ্ছে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে লিব্বা হাঁটুতে মুখ রেখে।

ওর মাথায় একটা হাত রাখলো জাকি, 'লিব্বা, শোনো।'

'একি হলো, জাকি!'

'এই-ই বরং ভালো হয়েছে। কেউ কিছু না বললেও নিজের ভেতরে একটা ইয়ে ওকে শেষ করে ফেলতো। সারাটা জীবন কষ্ট পেতো ও। ওর মতো একটা নীতিবান লোক···বাঁচতে পারতো না কিছুতেই।'

'কিন্তু···আমার যে কেউ রইলো না আর।'

দুই হাতে ওকে ধরলো জাকি, 'আমি তো আছি। আমার তো

আর কেউ ছিলো না এতদিন।'

মুখ তুলে জাকির চোখের দিকে চাইলো লিব্বা। বিশাল ভেজা চোখ দুটো মেলে দেখলো, নিরাপত্তা আর আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতিতে উজ্জ্বল অথচ ভালবাসা আর মমতায় নরম হয়ে আছে সেই দৃষ্টি।

হঠাৎ ওর কাঁধে মুখ গুঁজে আবার হু-হু করে কেঁদে উঠলো লিব্বা।